Live MCQ™

৪৯তম স্পেশাল বিসিএস (শিক্ষা) বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি

বিষয়: ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃত (১৯১)

Compendium PDF

(সিলেবাস অনুসারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টপিক ও এমসিকিউ-এর সমন্বয়ে রচিত)

Mentor:

মোঃ নুরুন্নবী

বি.এ (অনার্স), এম.এ (১ম শ্রেণীতে ১ম),

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)

রংপুর সরকারি কলজে, রংপুর।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।

৪৯তম (স্পেশাল) বিসিএস পরীক্ষা-২০২৫ এর বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতির ইসলামি শিক্ষা বিষয়ে PSC কর্তৃক নির্ধারিত সিলেবাসের ওপর সকল ক্লাস ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আসন্ন চূড়ান্ত পরীক্ষাকে সামনে রেখে Live MCQ একাডেমিক টিম আপনাদের প্রস্তুতিকে শাণিত করতে বিশেষ কমপেনডিয়াম পিডিএফ প্রদান করছে। আশা করছি, এর মাধ্যমে আপনাদের প্রস্তুতি আরও শাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

সূচিপত্র:

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	PSC নির্ধারিত সিলেবাস ও মানবণ্টন	03
০২	টপিকসমূহের গুরুত্ব নির্ধারণ	04
০৩	বুক লিস্ট	06
০৪	শেষ মুহূর্তের নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল	07
০৫	টপিকভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা	০৪
০৬	সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ২০০ MCQ	4৩

Table of Contents

PSC নির্ধারিত সিলেবাস ও মানবণ্টন 3

টপিকসমূহের গুরুত্ব নির্ধারণ 3

বুক লিস্ট: 5

শেষ মুহূর্তের নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল 6

টপিকভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা 6

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ২০০ MCQ 33

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

❖ PSC নির্ধারিত সিলেবাস ও মানবণ্টন

বিষয়		ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
বিষয় কোড		191
পার্ট-১		**নম্বর: ৫০**
পার্ট-১	প্রাক ইসলামী আরব	**নম্বর: ৫০**
	মহানবী(স.) এর জীবনী (৫৭০-৬৩২)	
	খোলাফায়ে রাশেদুন(৬৩২-৬৬১)	
	উমাইয়া খিলাফত(৬৬১-৭৫০)	
	আব্বাসীয় খিলাফত(৭৫০-১২৫৮)	
	ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংগঠন	
পার্ট-২		**নম্বর: ৫০**
পার্ট-২	ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসের উৎস সমূহ	**নম্বর: ৫০**
	মুসলিম বিজয়ের প্রক্কালে ভারতের অবস্থা	
	ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা (৭১০-১২০৬)	
	মামলুক বংশ (১২০৬-১২৯০)	
	খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০)	
	তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩)	
	সৈয়দ (১৪১৪-১৪৫১)ও লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)	
	মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৮৫৮)	
	ইউরোপীয়দের আগমণ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব (১৬০০-১৮৫৮)	

❖ টপিকসমূহের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিষয়: ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম অংশ		
বিষয়	**সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টপিকস (***)**	**গুরুত্বপূর্ণ টপিকস (**)**
প্রাক ইসলামী আরব	ভৌগোলিক অবস্থান, আইয়্যামে জাহেলিয়াত ও এর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা।	আরবের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, আইয়্যামে জাহেলিয়াতের আর্থ-সামজিক অবস্থা।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

মহানবী (স.) এর জীবনী (৫৭০-৬৩২)	মহানবী (স.) এর বাল্য জীবন, নবুওয়ত, হিজরত, মদিনার সনদ,যুদ্ধ সমূহ, হুদাবিয়ার সন্ধি, ও মহনবী (স.)এর সংস্কার সমূহ।	মক্কা বিজয়,বিদায় হজ্জ
খোলাফায়ে রাশেদুন (৬৩২-৬৬১)	হযরত আবু বকর (রা:),হযরত ওমর (রা:), ও হযরত আলী (রা:)।	হযরত ওসমান (রা)
উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০)	মুয়াবিয়া, আ.মালিক, আল ওয়ালিদ, উমাইয়াদের মাওয়ালী নীতি	ওমর বিন আ.আজিজ, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, আব্বাসীয় আন্দোলন ও উমাইয়াদের পতনের কারণ।
আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮)	আবুজাফর আল মনসুর, হারুন অর রশিদ, আল আমীন-মামুনের দ্বন্দ, বুয়াইয়া, সেলজুক।	আবুল আব্বাস, বার্মেকি বংশ, মুতাওয়াক্কিল,ক্রুসেড,খিলাফতের পতন ও হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংস।
ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংগঠন	শিয়া,খারেজী,মুতাজিলা, আশারিয়া,মুরজিয়া।	ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ, মুসলিম আইনের উৎস, চার সুন্নি মাজহাব, মুরজিয়া।

টপিকসমূহের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিষয়: ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় অংশ		
বিষয়	**সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টপিকস (***)**	**গুরুত্বপূর্ণ টপিকস (**)**
উৎস	ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসের উৎস সমূহ	
ইসলাম পূর্ব ভারত	মুসলিম বিজয়ের প্রক্কালে ভারতের রাজনৈতিক, ধর্মীয় অবস্থা।	মুসলিম বিজয়ের প্রক্কালে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা।
ভারতে মুসলিম শাসন	আরবদের সিন্ধু বিজয়, মু.ঘুরীর অভিযান	সুলতান মাহমুদের সফল অভিযান সমূহ
মামলুক বংশ	কুতুবউদ্দিন আইবেক,ইলতুৎমিশ	সুলতানা রাজিয়া, গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজতন্ত্র মতবাদ, মোঙ্গল আক্রমণ
খলজী বংশ	আলাউদ্দিন খলজীর মূল্যনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি	বংশের গোড়া পত্তন
তুঘলক বংশ	মু.বিন তুঘলকের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ও ফলাফল	ফিরোজ শাহ তুঘলকের সংস্কার

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

সৈয়দ ও লোদী বংশ	উত্থান ও পতন	সালতানাতের ক্রম অবনতি।
মুঘল সাম্রাজ্য	বাবর, হুমায়ুন-শেরশাহের দ্বন্দ্ব, আকবরের ধর্মনীতি, জাহাঙ্গীরের উপর নুরজাহানের প্রভাব, শাহ জাহানের স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প, মুঘল সাম্রাজ্যের পতন।	আকবরের রাজপুত নীতি, শাহ জাহানের পুত্রদের দ্বন্দ্ব,আওরঙ্গজেবের মারাঠাদের সাথে বিবাদ,দাক্ষিণাত্য নীতি ও ধর্মনীতি।
ইউরোপীয়দের আগমণ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব	পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভ, ১৮৫৭ সালে ভারতের ১ম স্বাধিনতা যুদ্ধ	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোড়াপত্তন লাভ ; বাহাদুর শাহ জাফর।

❖ বুক লিস্ট:

আরব জাতির ইতিহাস-পি.কে হিট্টি	পি.কে হিট্টি
মুসলমানদের ইতিহাস (৫৭০-৭৫০)	একেএম ইয়াকুব হোসাইন
মুসলমানদের ইতিহাস (৫৭০-১২৫৮)	একেএম ইয়াকুব হোসাইন
ইসলামের ইতিহাস	হাসান আলী চৌধুরী
ইসলামের ইতিহাস	মাহমুদুল হাসান
ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস	এ.কে.এম. আবদুল আলীম
ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন	আবদুল করিম
ভারতে মুসলমানদের ইতিহাস	মাহমুদুল হাসান
মুঘল নামা	মাসুদুর রহমান
একাদশ-দ্বাদশ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম ও ২য় পত্র)	ড.ছিদ্দিকুর রহমান খান
একাদশ-দ্বাদশ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম ও ২য় পত্র)	হাসান আলী চৌধুরী

এ সকল বই কি পড়া দরকার?

না! এ সকল বই সামনে রেখে আমরা আপনাদের জন্য ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের ক্লাসগুলো প্রস্তুত করেছি। এগুলো যদি আপনি পড়তে শুরু করেন, তাহলে আরও কনফিউজড হবেন। সময় নষ্ট হবে। এখন একদম শেষ সময়ে এসে আপনার বরং উচিত বারবার রিভিশন করা। সর্ব প্রথম উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির বই দুটো থেকে সিলেবাস অনুযায়ী দেখতে হবে। কিছু কিছু টপিকস এই বই দুটোতে থাকবে না,যা অন্যান্য সহায়ক বই থেকে দেখতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে এমসিকিউ গুলো খুব ভালো ভাবে আয়ত্ত করতে হবে। সিলেবাসে যেসব নাম দেয়া আছে সেই শাসক ও তাদের অবদান গুলো সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করতে হবে। এগুলো থেকেই ৭০-৮০% প্রশ্ন হবে। এভাবে গুছিয়ে প্রস্তুতি নেয়া গেলে আশাকরি ৮০-৯০% প্রশ্নের উত্তর করা সম্ভব হবে।

একটি কথা মনে রাখবেন, যেকোনো বই, শিট, প্রশ্ন আপনি অন্তত ৩ বার পড়বেন, সবচেয়ে ভালো হয় যদি গ্যাপ দিয়ে ৪ বার পড়তে পারেন।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

❖ শেষ মুহূর্তের নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল

- ❖ বুক লিস্ট থেকে একাদশ-দ্বাদশের বই ছাড়া আন্য কোনো বই কিনবেন না।
- ❖ পিএসসি প্রদত্ত সিলেবাসে উল্লেখিত নাম বা শাসক বংশকে খুবই গুরুত্ব দিন।
- ❖ শুধু আপনি নন, পৃথিবীর সবাই-ই ভুলে যায়; অধিক মনে রাখার একটিই কার্যকর কৌশল। তা হলো- বিরতি দিয়ে কোন বিষয় অন্তত ৪ বার পড়া।
- ❖ আপনি বেকার বা চাকরিজীবী যাই হোন না কেন, শেষ সময়ে সবাই টেবিলে অন্তত ১২-১৪ ঘণ্টা করে সময় দিন।
- ❖ শেষ সময়ে এসে নিয়মিত মডেল টেস্ট দিন এবং কোন বিষয়/অধ্যায়/টপিকে বেশি খারাপ করছেন, সেটি চিহ্নিত করে সংশিষ্ট বিষয়ে নজর দিন।
- ❖ জেনারেল ১০০ তে পিছিয়ে না থেকে সাবজেক্টিভ ১০০ নম্বরে একটি গোছানো প্রস্তুতি নিলে সহজেই এগিয়ে যাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।
- ❖ কোয়ালিটি পড়াশোনা নিশ্চিত করুন। কেবল টেবিলে বসে থাকাটাই পড়াশোনা নয়; আপনি যদি ১৪ ঘণ্টা টেবিলে বসে ৮ ঘণ্টা আনমনা বা অমনোযোগী থাকেন, তাহলে দিনশেষে শূন্য হাতে ফিরতে হবে।
- ❖ Live MCQ এর কোর্সের যাবতীয় মেটারিয়ালস ভালোভাবে শেষ করে গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো একটু ইন্টারনেটে সার্চ করুন।
- ❖ এখানে সাল,তারিখ অনেক বেশি, তাই গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভনা অনেক বেশি। সুতরাং, নেগেটিভ মার্কিং থেকে সাবধান থাকবেন।

পরিশেষে আপনাদের জন্য অনেক দোয়া ও শুভ কামনা রইল।

❖ টপিকভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা

লেকচার ০১: প্রাক-ইসলামী আরব ও মহানবী (সা.) এর বাল্যজীবন

প্রাক-ইসলামী আরব

- ❖ আরাবাতুন (বৃক্ষলতাহীন মরুভূমী) শব্দ থেকে আরব শব্দটি এসেছে।
- ❖ এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপদ্বীপ।
- ❖ এর তিন দিকে জল একদিকে স্থল তাই জাজিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ বলা হয়।
- ❖ এর উত্তরে সিরিয়া মরুভূমী,দক্ষিণে আরব/ভারত মহাসাগর,পূর্বে পারস্য উপসাগর,পশ্চিমে লোহিত সাগর।
- ❖ আরব উপদ্বীপ এশিয়া,ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগ স্থলে অবস্থিত।
- ❖ এদেশের মাটি পৃথিবীর প্রাচিনতম শীলা তাই কোরআনে মক্কা নগরীকে উম্মুল কুরা বা আদি নগর বলা হয়।
- ❖ ভূপ্রকৃতি অনুসারে এটি তিন ভাগে বিভক্ত ১) মরু অঞ্চল (Arabian Dessert) ২) পাহাড়ী অঞ্চল (Arabian Petraca) ৩) উর্বর অঞ্চল (Arabian Felix)।
- ❖ মরু অঞ্চল তিন ভাগে বিভক্ত ১) আল-নফুদ ২) আল-দাহনা (এর দক্ষিণে অংশকে আল-রাব আল খালি বা জনপদহীন মরু অঞ্চল) ৩) আল- হাঁরাহ।
- ❖ আরব উপদ্বীপের আবহাওয়া শুষ্ক,রুক্ষ,রৌদ্র দগ্ধ ও গাছপালা শূন্য। যদিও দক্ষিণ অঞ্চল বৃষ্টিপ্রবণ হওয়ায় ভূমী উর্বর।
- ❖ আরববাসী খেজুর গাছকে গাছের রাণী(The Queen of the Trees) ও উটকে মরুভূমীর জাহাজ (The Ship of the Desert) বলত।
- ❖ মক্কা ও পত্রোর মধ্য দিয়ে ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বাণজ্যি পথ ছিল ।
- ❖ প্রাচিন আরবের অধিবাসী ৩টি জাতীতে বিভক্ত ছিল: ১) আরব-ই-বায়িদা ২) আরব-ই-আরিবাহ ৩) আরব-ই-মুস্তারিবাহ্(মহানবী)

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

আইয়ামে জাহেলিয়া

- আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ অজ্ঞতার যুগ বা তমসার যুগ।
- কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, "হযরত ঈসা"(আ.) ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যবর্তী সময়কালই আইয়ামে জাহিলিয়া।"
- ঐতিহাসিক ড. নিকোলসন ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এক শতাব্দীকালকে আইয়ামে জাহিলিয়া বলে অভিহিত করেছেন। পি.কে.হিট্টি এ মত সমর্থন করেছেন।
- ঐতিহাসিক মুইর বলেন, "হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যবর্তী সময়কেই আইয়ামে জাহিলিয়া বলে।"
- ড. এস এম ইমামুদ্দিনের মতে, "হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মের পূর্বে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এক শতাব্দীকালকে আইয়ামে জাহিলিয়া বলে বোঝানো হয়েছে।"
- প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা: গোত্রীয় শাসন, গোত্র প্রীতি, গোত্রীয় সংঘাত, খানকা বদলা খুন, গোত্রীয় জোট, শেখ/শায়েখ তন্ত্র, আল-মালা, মক্কার পৌর সমিতি, জোর যার মুল্লুক তার, মুক্তিপণ নীতি।
- প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা: পশু পালন, লুটতরাজ, সুদ প্রথা (ইহুদরিা), ব্যবসা-বাণিজ্য,শিল্প।
- প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা: শ্রেণী বিভাজন, কৌলিন প্রথা, অন্যায় ও অবচিার ,নারীর অবস্থা, কন্যা সন্তানদরে জীবতি কবর দওেয়া, দাস দাসীদরে অত্যাচার ,নতৈকি অবক্ষয়,কুসংস্কার,কুসীদ প্রথা, কিছু নৈতিক গুণ।
- ধর্মীয় অবস্থা: প্রকৃতি পূজা, পৌত্তলিকতা বা মূর্তি উপাসক, ইহুদি,খ্রিষ্টান,হজজ পালন, কাবা গৃহে মূর্তি স্থাপন, হানিফ সম্প্রদায়।
- সাংস্কৃতিক অবস্থা: সাহিত্য চর্চা, কবিতা বা কাব্য প্রতিযোগিতা, গদ্য রচনা, উকাজ মেলা, সা'ব আ মুয়াল্লাকাত।

মহানবী (স) এর মক্কী জীবনী

- ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল মাসে মা আমিনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশ শব্দের অর্থ বণিক বা সওদাগর ।
- জন্মের পর তার দাদা তার নাম রাখেন মুহাম্মদ (প্রশংসিত),তার মা তার নাম রাখেন আহমদ (উচ্চ প্রশংসিত)।
- মাত্র এক সপ্তাহ মা আমিনা ও আবু লাহাবের দাসী সোয়েবার দুধ পান করার পর তায়েফের বনু সাদ গোত্রের আবু খাবসার স্ত্রী বিবি হালিমা ৫ বছর ধাত্রী মাতা ছিলেন। এ সময় দুজন ফেরেশতা এসে তার বক্ষ বিদীর্ণ করেন।
- ৬ বছর বয়সে নিজের মায়ের কাছে এসে মা আমিনা সহ ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে পিতার কবর জিয়ারত করে ফেরার পথে তার মা মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তার দেখা শোনার দায়িত্ব নেন তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব (শায়বা) কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনিও ইন্তেকাল করেন।
- মা ও দাদার মৃত্যুর পর দায়িত্ব নেন আবু তালিব ৫৮২ খ্রিস্টাব্দে ১২ বছর বয়সে আাচার সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তিনি সিরিয়ায় যান। এখানে পাদ্রী 'বাহিরা' মহানবী(স) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে ইনজিল কিতাব অনুসারে তাকে শেষ নবী হিসেবে আখ্যায়িত করেন।
- ৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের জিলকদ মাসে মক্কার উকাজ মেলায় ঘোড়াদৌড়, জুয়া খেলা ও কবিতা প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে কুরাইশ ও কায়েস গোত্রের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা হারবুল ফিজ্জার বা অন্যায় যুদ্ধ নামে পরিচিত।
- দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চলা এই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি মহানবী(স) এর মনে গভীরভাবে পীড়া দেয়। এজন্য সমমনা উৎসাহী যুবকদেরকে নিয়ে ৫৯০ সালে হিলফুল ফুজুল বা শান্তি সংঘ নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন মক্কাকে শান্তি শৃঙ্খলা, গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে রক্ষা করে।
- ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে মহানবী(স) ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়স্ক খাদিজাতুত তাহিরাকে (পবিত্র)বিবাহ করেন। মহানবী(স) এর সততা ও নিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খাদিজা (রা) নিজেই মহানবী(স) কে তার চাচার কাছে বিয়ের জন্য প্রস্তাব করেন।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- তার গর্ভে কাশিম,আব্দুল্লাহ (তৈয়ব),তাহির তিন পুত্র এবং রুকাইয়া,জয়নব,কুলসুম ও ফাতেমা নামের চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন ।
- তিনি মক্কার অদূরে জাবাল নূরের হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান মগ্ন থাকতেন। অবশেষে ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জিব্রাইল(আ) এর মাধ্যমে পবিত্র রমজান মাসের ২১ থেকে ২৯ তারিখের কোন এক বিজোড় রাতে ঐশী বাণী লাভ করেন। দীর্ঘ 2৩ বছর এই কুরআন রাসূলের বিভিন্ন প্রয়োজনে অবতীর্ণ হয়।
- ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা) এর দীর্ঘ দাম্পত্য সঙ্গী বিবি খাদিজা (রা) ইন্তেকাল করেন এবং তার দুঃসময়ে তাকে দেখভাল করা তার চাচা আবু তালিব ও এই বছর মৃত্যুবরণ করেন। পরপর দুইজন কাছের মানুষ মৃত্যুবরণ করায় এ বছরকে আমুল হুজন বা দুঃখ-বেদনার বছর বলা হয়।
- দুজন কাছের মানুষের শোক থেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তার সাথে দিদারের জন্য মেরাজের ব্যবস্থা করেন এবং ৬২০ খ্রিস্টাব্দে রজব মাসের ২৬ তারিখ মুহাম্মদ (সা) বোরাক নামের দ্রুতগতির বাহনে আরোহন করে আরশে আজিমে যান এবং আল্লাহর সাথে দিদার করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশনা পান।
- ৬২০ সালে মদিনা থেকে আগত খাযরাজ গোত্রে ৬ জন ব্যক্তি মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী আকাবা পাহাড়ের পদদেশে ইসলামের বায়াত গ্রহণ করে যা প্রথম আকাবার শপথ হিসেবে পরিচিত।
- ৬২১ সালে খাযরাজ গোত্রের আরও ৪জন এবং আউস গোত্রের ২জন বায়াত গ্রহণ করা যা আকাবার দ্বিতীয় শপথ নামে পরিচিত।
- ৬২২ সালে মদিনা থেকে আগত ৭৩ জন পুরুষ ও দুইজন মহিলা আকাবার প্রান্তের মহানবী (স) এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করে যা আকাবার তৃতীয় শপথ নামে পরিচিত।

লেকচার ০২: মহানবী (স) এর মদীনা জীবনী

হিজরত ও মদিনা সনদ

- হিজরত: অর্থ হচ্ছে ত্যাগ /প্রস্থান করা, স্থানান্তরিত হওয়া।
- ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর হযরত আলীকে নিজের বিছানায় রেখে আবু বক্করকে সাথে নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।
- তিন দিন সাওর পর্বতের গুহায় আত্মগোপনে থাকার পর মদিনার দিকে যাত্রা করেন
- ৬২২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর মদিনার নিকটবর্তী কুব নামক স্থানে পৌছান
- মদিনা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রবর্তন ঘটে এবং ৬৩৯ খ্রি. থেকে হিজরী সনেরও প্রবর্তন করা হয়।
- ইয়াসরিবের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় মদিনাতুন নবী।
- ৬২২ সালে ৪৭ টি মতান্তরে ৫৩ টি ধারার সম্বলিত মদিনার সনদ বা মদিনার সংবিধান রচনা করেন।
- যা ম্যাগনাকার্টার সাথে তুলনা করে বলা হয় আরবের ম্যাগনাকার্টা । এটি ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান।

যুদ্ধ সমূহ

- কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মার্চ মদিনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- মহানবীর নেতৃত্ব ৩১৩ জন (২৫৩ জন আনসার ও ৬০ জন মুহাজির) মুসলমানরা অংশগ্রহণ করে । কুরাইশরা আবু জেহেল নেতৃত্ব ১০০০ সৈন অংশগ্রহণ করে।
- আবু জেহেল সহ ৭০ জন কুরাইশ নিহত ৭০ জন বন্দী হয় এবং ১৪ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করে।
- ৬২৫ খ্রিস্টাব্দের ২১শে মার্চ কুরাইশদের ৩০০০ সৈন্যের বিপরীতে ১০০০ জন মুজাহিদ নিয়ে মদিনার ৫ মাইল পশ্চিমে উহুদ প্রান্তরে তাদের মোকাবিলা করেন।
- মহাবীর হামজা সহ ৭৩ জন শহীদ হন। মহানবীর দুটি দাঁত শহীদ হয় এবং মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী মুসআব নিহত হয়। শত্রু পক্ষের তেইশ জন সৈন্য নিহত হয়।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- ৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে মার্চ কুরাইশ,বেদুইন ও ইহুদিরা সম্মিলিতভাবে মদিনা আক্রমণ করে।
- মোকাবেলায় নবী মহানবী(স) পারস্যের সাহাবী সালমান ফারসির পরামর্শে মদিনার চারপাশে পরিখা খনন করেন। এ যুদ্ধকে পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়।
- পবিত্র কুরআনে এই যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধ (সম্মিলিত বাহিনীর) বলা হয়েছে।
- ৬২৯ সালে যায়েদের নেতৃত্বে ১ম আরবের বাইরে মুতা অভিযান প্রেরণ করেন ।
- এ যুদ্ধে পরপর তিনজন সেনাপতি যায়েদ, জাফর, আব্দুল্লাহ শহীদ হন।
- খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) এর নেতৃত্বেও বীরত্বে মুসলমারা বিজয় লাভ করার জন্য মহানবী (স.) তাকে 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহর তরবারী উপাধি প্রদান করেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

- মহানবী মাতৃভুমী দেখা ও ওমরাহ করতে ৬২৮ সালে/ ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসের ২৫ তারিখে মক্কার উদ্দেশ্যে ১৪০০ সাহাবীকে সাথে নিয়ে রওনা দেন ।
- মক্কা থেকে নয় মাইল দূরে হুদাইবিয়া (কুপ) নামক স্থানে সে শিবির স্থাপন করেন।
- আলী (রা) বেশ কিছু শর্ত সম্বলিত একটি সন্ধি লিপিবদ্ধ করেন। যা ১০ বছর মেয়াদী।
- যাকে কুরআনে ফাতহুম মুবিন বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ্জ

- ৬৩০ সালের ৬ জানুয়ারি মহানবী (সাঃ) ১০০০০ সৈন্য নিয়ে মক্কা বিজয় করেন।
- আবু সুফিয়ান সেখানে ইসলাম গ্রহণ করে।
- দশম হিজরীর ৯ই জিলহজ ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ ১ লাখ ১৪ হাজার মুসলমান সাথে নিয়ে মহানবী (সাঃ) সর্বশেষ হজ্জ পালন করেন এজন্য এই হজ্জকে হুজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ বলা হয়।
- ১১ হিজরির ১২ ই রবিউল আউয়াল ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জুন সোমবার বিকেলে।
- ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয় ।

লেকচার ০৩: খোলাফায়ে রাশেদুন (৬৩২-৬৬১)

হযরত আবু বকর (রা:)

- তিনি মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের তায়িম গোত্রে ৫৭৩ খিস্ট্রাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাল্যনাম ছিল আবদুল্লাহ; ডাক নাম ছিল আবু বকর (কুনিয়াত)। ইসলাম গ্রহনের পর তিনি 'সিদ্দীক' (বিশ্বাসী) খেতাব লাভ করেন।
- সকল স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, যা ইতিহাসে 'রিদ্দার যুদ্ধ'(৬৩২-৬৩৩) হিসেবে পরিচিত। তিনি ১১ টি ভাগে বিভক্ত করে এক এক ভাগকে এক এক অংশে সেনাপতি প্রেরণ করেন।
- ভন্ডনবীদের কঠোর ভাবে দমন করেন। আসওয়াদ আল আনসি ছিলো ইয়েমেনের বাসিন্দা। তুলায়হা ছিলো নজদের অধিবাসী। বনু তামিম প্রধান ছিলো একজন নারী সাজাহ। ভন্ডনবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলো মুসায়লামা। প্রথমে ইকরামা ও শুরাহবিল (রা.)-কে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করে ব্যর্থ হলে ৬৩৩ খ্রি. খালিদ (রা.) তাকে ইয়ামামার যুদ্ধে পরাজিত করেন।
- তিনি সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহন করেন। মহানবী (স.) এর প্রধান ওহী লেখক ও সচিব যায়িদ বিন সাবিত (রা.)-কে প্রধান করে এই সংকলনের কার্যাবলি পরিচালিত হয়।
- ইসলামের প্রতি তাঁর ত্যাগ ও সেবা জন্য তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বা 'Savior of Islam' বলা হয়।

হযরত উমর (রা.)

- ৫৮৩ খ্রি. কুরাইশ বংশের 'আদ্দিয়া' বা আদিয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর ডাকনাম ছিল আবু হাফস।
- মহানবী (সা.) তাকে 'আল ফারুক' বা সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী উপাধি দেন।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- পারস্যের কিংবদন্তী সেনাপতি রুস্তমকে আবু উবায়দা ৬৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নামারিকের যুদ্ধে পরাজিত করে হীরা পুনরায় অধিকার করেন।
- সেনাপতি বাহমানের নেতৃত্বে পারস্যিকরা পুনরায় আক্রমন করলে সেনাপতি আবু উবায়দা ফোরাত নদীর উপর নৌকা দ্বারা সেতু নির্মাণ করে শত্রুর মুখোমুখি হলেন। তাই এই যুদ্ধ জসর বা সেতুর যুদ্ধ নামে পরিচিত।
- ৬৩৪ সালে সংঘটিত এই যুদ্ধে মুসসলমানরা পরাজয় ও আবু উবায়দা নিহত হয়।
- মহাবীর রুস্তমের নেতৃত্বে পারসিকরা পুনরায় আক্রমন করলে (ওমর রা.) সাদ-বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) কে সেনাপতি মনোনীত করেন।
- ৬৩৬ খ্রি. নভেম্বর মাসে কাদেসিয়ার প্রান্তরে ৩ দিন ব্যাপি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রুস্তম যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়।
- মুসলিম সেনাপতি ছিল নুমান বিন মুকরানের নেতৃত্বে ৬৪১ খ্রি. হামাদানের নিকটবর্তী নিহাওয়ান্দে পারশ্যিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পারস্যবাসী চূড়ান্তভাবে মুসলিমদের নিকট পরাজিত হয়। সমগ্র পারস্য মুসলমানদের আধিনে চলে আসে। এ জন্য একে মহা বিজয় বা Victory of Victories বলা হয়।
- খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ৬৩৫ খ্রি.দামেস্ক বিজয় করেন।
- হিরাক্লিয়াস বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে রক্ষার জন্য ভ্রাতা থিওডোরাসের নেতৃতে ২,৪০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ৬৩৬ সালের ২০ আগস্ট ইয়ারমুকে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংগঠিত হয়। রোমানবাহিনী চরমভাবে পরাজিত হলেও ৩০০০ মুসলিম সেনা শহীদ হন।
- ৬৩৭ খ্রি. আমর ইবনে আল-আস (রা.) জেরুজালেম দখল করেন।
- জেরুজালেম অধিকারের পর আমর ইবন আল-আস (রা.) ৬৪০ খ্রি. হেলিওপলিসের যুদ্ধে রোমান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। ৬৪১ সালের ৮ই নভেম্বর আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় করেন। আমর ইবন আল-আস (রা.) বর্তমান কায়রোর নিকটবর্তী আল-ফুসতাতে একটি নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন।
- মজলিস আল শূরার পরামর্শ ব্যতিত খলীফা এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। এটি দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল ১) মজলিশ আল-আম বা সাধারণ পরিষদ ২) মজলিশ আল-খাস বা বিশেষ পরিষদ।
- তিনি সর্ব প্রথম পরিকল্পিত ভাবে আদমশুমারী করার ব্যবস্থা করেন। তার সময়ে ৬ ধরনের রাজস্ব (জাকাত,জিজিয়া,গনিমাত,খারাজ,আল-ফে, উশুর)।
- বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করেন।
- রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বিভাগ সৃষ্টি করেন (সাহিব-উল-আহদাস)। কাজী-উল-কুযাত ছিলেন প্রধান বিচারপতি। সামরিক বিভাগকে বলা হত দিউয়ান আল জুন্দ। ৯টি সামরিক জেলায় বিভক্ত করেন।
- তিনিই সবর্প্রথম (৬৩৯) হিজরী সনের প্রবর্তন করেন।

হযরত ওসমান (রা.)

- হযরত উসমান (রা.) আনুমানিক ৫৭৩ বা ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশের অন্যতম শাখা উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।
- তিনি কুরাইশ বংশের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন জন্য তাকে 'গণী' (সম্পদশালী বা ধনী) উপাধি দেয়া হয়।
- তিনি রাসূল (সা.) এর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে একজনের মৃত্যুর পর অন্যজনকে বিয়ে করেন। তাই তাঁকে বলা হয় 'যুন্নুরাইন' বা দুই-নূরের অধিকারী
- সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে কুফার,আবু মুসা আশয়ারীকে বসরার আমর ইবন আল আসকে মিসরের, মুয়াবিয়াকে সিরিয়ার শাসনকর্তা হিসেবে (ওমর রা.) নিয়োগ করার পরও তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ।
- তিনি ৬৫১ খ্রি. যায়েদ বিন-সাবিত (রা.)এর নেতৃত্বে কুরআনের মূল পান্ডুলিপি রাসূল (সা.) এর অন্যতম স্ত্রী ও হযরত উমর (রা.) এর কন্যা বিবি হাফসার নিকট থেকে গ্রহণ করার পরও কুরআন শরীফ দগ্ধীভূত করণের অভিযোগ করা হয় । এই জন্য তাকে 'জামিউল কুরআন' উপাধি দেওয়া হয়।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেকে বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করে। এ জন্য বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎকরণের অভি অভিযোগ করা হয়।
- আবু জার আল গিফারী একটি গোঁড়া সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করার জন্য মুয়াবিয়া (রা.) কৌশলে তাকে সিরিয়া হতে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। তিনি কিছুদিনের জন্য তাকে 'রাবাবা' নামক পাঠিয়ে দেন।
- রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চারণভূমি ব্যবহার করেছিলেন।
- আদুল্লাহ ইবনে মাসুদ ও হযরত উবাই (রা.)এর ভাতা ভুল বোঝাবুঝির কারণে বন্ধ করে দেন।
- ৬৫৬ খ্রি. ১৭ ই জুন (১৮ ই জিলহজ্ব ৩৫ হিজরী) ৮২ বছরের বৃদ্ধ খলিফাকে পবিত্র কুরআন পাঠরত অবস্থায় বিদ্রোহীরা নির্মমভাবে হত্যা করে।
- তার স্ত্রী নায়লা তাদের বাধা দিতে এগিয়ে এলে তাঁর হাতের তিনটি আঙ্গুল কেটে যায়।
- হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে ইসলামে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

<u>হযরত আলী (রা.)</u>

- তিনি ৬০০ খ্রি. মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশিমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন আবু তালিব। সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর চাচাতো ভাই।
- তিনি ৬১০ সালে বালকদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে শৈশবেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরতের সময় রাসূল (সা.)তাকে বিছানায় শায়িত রেখে মদিনায় যান।
- তিনি ৬২৫ খ্রি. রসূল (সা.) এর কনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) কে বিবাহ করেন। তিনি হুদায়বিয়া সন্ধির লেখক।
- তার বদর যুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরুপ রাসূল (সা.) তাকে 'জুলফিকার তরবারি' উপহার দেন। খাইবারে সুরক্ষিত কামুস দুর্গ বিজয়ের সময় এ দুর্গের ফটক তিনি একাই ভেঙ্গে ফেলেন। তখন রাসূল (সা.) তাকে 'আসুদল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দেন।
- হযরত আয়িশা (রা.) উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করে ৬৫৬ খ্রি. এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা থেকে ৬৫৭ খ্রি. কুফায় স্থান্তরিত হয়।
- মুয়াবিয়া (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এর মধ্যে ৬৫৭ খ্রি. ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে সিফফিন নামে স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- যুদ্ধ বন্ধে মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী দুমাতুল জান্দাল (আজরুহ) নামক স্থানে সালিশে মুসা আল আশ্যারীর সরলতা ও আমর ইবন আল-আসের চালাকীর জন্য হযরত আলী (রা.) অপসারন করে মুয়াবিয়াকে খলিফা ঘোষনা করে।

লেকচার 04: উমাইয়া খিলাফত

<u>মুয়াবিয়া (রা:) (৬৬১-৬৮০)</u>

- হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ৬০৬ খিস্ট্রাব্দে কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান,মাতা আবু জেহেলের কন্যা হিন্দা।
- খলীফা উমর (রা.) তাকে ৬৩৮ খ্রি. সিরিয়ার শাসনকর্তারুপে নিযুক্ত করেন।
- আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর মধ্যে ৬৫৭ খ্রি. সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কূটনৈতিক জ্ঞানসম্পন মুয়াবিয়া দুমার সালিশের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন।
- ৬৬১ খ্রি. খলীফা হযরত আলী (রা.) এর শাহাদাতের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ্যপুত্র ইমাম হাসান (রা.) এর সাথে সমঝোতার মাধ্যমে মুয়াবিয়া (রা.) নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করেন।
- তিনি ৬৭০ খ্রি. ওকবা বিন নাফিকে ১০,০০০ সৈন্যসহ উত্তর আফ্রিকার অভিযানে প্রেরণ করেন। ৬৭০ খ্রি. ওকবা কায়রোয়ান নামে একটি প্রসিদ্ধ শহর প্রতিষ্ঠা করেন। ওকবার বীরত্ব ও কৃতিতের জন্য তাকে আরব আলেকজেন্ডার (Alexander of the Arabs) বলা হয়।
- তিনি নৌ-বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে পুত্র ইয়াজিদের নেতৃত্বে ৬৬৯ খ্রি. বাইজানটাইনদের রাজধানী কনস্টানিটনোপলে নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

❖ তিনি সর্ব প্রথম ডাক বিভাগ চালু করে ১২ মাইল অন্তর একটি ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিভাগকে বলা হত 'দিওয়ান আল-বারিদ,এর প্রধানকে বলা হত সাহিব-আল-বারিদ।

❖ তিনি ইসলামের ইতিহাসে রাজতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটান।

কারবালা

❖ ইয়াযিদের পক্ষে উমর ইবনে সাদ, উবায়দুল্লার ৪০০০ সৈন্য নিয়ে পথে বাধা দিলে ইমাম হুসাইন (রা.) (১০ সেপ্টেম্বর, ৬৮০) ২০০/৭২ জনের কাফেলাটিকে নিয়ে কুফা হতে ২৫ মাইল উত্তরে ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালার প্রান্তরে এসে উপস্থিত হন।

❖ ৬৮০ খ্রি. ১০ অক্টোবরে(১০ মহরম) দুই অসম-দলের মাঝে যুদ্ধ শুরু হলে ইমাম হাসান (রা.) এর পুত্র কাসিম,হুসাইন (রা.) এর শিশুপুত্র আসগরসহ পরিবারের সকল পুরুষকে হত্যা করে। ঘাতক শীমার ইমাম হুসাইনের মস্তক ছিন্ন করে। কারবালায় কবর দেয়।

আব্দুল মালিক (৬৮৫-৭০৫)

❖ ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল মালিক দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

❖ আরাফাতের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে পরাজিত ও নিহত হন। এর ফলে আব্দুল মালিকের একচ্ছত্র আধিপত্য সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

❖ ৬৯২ সালে বাইজান্টাইন,৬৯৩ সালে এশিয়া মাইনর ও ৬৯৮ সালে উত্তর আফ্রিকা জয় করেন। ওকাবা বিন নাফি কায়রোয়ান নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

❖ আরবী ভাষার সাথে অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার সমস্যার সৃষ্টি হলে ৬৯৩ সালে সরকারী ক্ষেত্রে আরবী ভাষা প্রচলন করেন।

❖ তিনি ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সহযোগিতায় আরবি বর্ণমালায় বা লিপিতে হরকত ও নুকতা সংযোজন করেন। এতে কুরআন সহজে পাঠ করা সম্ভব হয়।

❖ তিনি দামেস্কে ৬৯৫ সালে রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় টাকশাল প্রতিষ্ঠা করে আরবী অক্ষর যুক্ত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), ও ফালস (তাম্রমুদ্রা) প্রচলন করেন।

❖ তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরামর্শে মাওয়ালীদের (অনারব নও মুসলিম) উপর জিজিয়া ও খারাজ ধার্য করেন।

❖ মহানবী (সা.) যে পাথর উপর দাড়িয়ে পবিত্র মিরাজে গমন করেন তাকে কেন্দ্র করে তিনি ৬৯১ খ্রি. আট কোনাবিশিষ্ট "কুব্বাতুস সাখরা" Dome of the Rock নির্মাণ করেন। এরই পাশে তিনি 'মসজিদ-উল- আকসা' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

❖ এ জন্যই তিনি আরব জাতীয়তাবাদের জনক ও উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

❖ তাঁর চারপুত্র(ওয়ালিদ ৭০৫-১৫, সুলাইমান ৭১৫-১৭, ২য় ইয়াজিদ ৭২০-২৪, হিশাম ৭২৪-৪৩) পরে সিংহাসনে আরোহণ করায় তাকে রাজেন্দ্র (Father of the kings) বলা হয়।

আল-ওয়ালিদের রাজ্য বিস্তার (৭০৫-১৫)

❖ তার সময় বিখ্যাত সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম, তারিক বিন জিয়াদ, মুসা ইবনে নুসাইর ও কুতায়বা বিন মুসলিম।

❖ কুতায়াবা ৭০৫ খ্রি.বলখ,তুখারিস্তান ও ফারগানায়, ৭০৯ খরি.বুখারা ৭১০-৭১৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সমরকন্দ,খাওয়ারিজম,খোজান্দা, শাশ্, ফারগনা ও ৭১৪ খ্রিস্টাব্দে কাশগড় দখল করে চীন সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন।

❖ ৭০৭ সালে মুসা বিন নুসায়েরকে আফ্রিকার শাসক নিযুক্ত করেন।

❖ আরব উপঢৌকন বোঝাই ৮ টি জাহাজ সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হলে ৭১০ সালে উবায়দুল্লাহ ও বুদায়েলের নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযান ২টি ব্যর্থ হয়।

❖ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জামাতা ও ১৭ বয়স্ক ভ্রাতষ্পুত্র মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে 'রওয়ার' নামক স্থানে রাজা দাহিরের সাথে মুহাম্মদ বিন কাসিম সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে রাজা দাহির শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- কাউন্ট জুলিয়ানের আমন্ত্রনে মুসা সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদকে ৭১১ খি: স্পেন অভিযানে প্রেরণ করেন।
- ৭১২ খ্রি. গোয়াদালকুইভার নামক নদীর তীরে মেডিনা-সিডোনিয়ায় তারিক রডারিকের বাহিনীকে সাথে যুদ্ধে পরাজিত করেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

- ৬৬১ খ্রি. তায়েফে জন্ম গ্রহন করেন।
- আ. মালিকের শাসনামলে ৬৯২ সালে হেজাজের শাসক নিযুক্ত হন। 698 তাকে পূর্বাঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। ৭১৪ পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন।
- তার সহযোগিতায় আ. মালিক আরবি বর্ণমালায় বা লিপিতে হরকত ও নুকতা সংযোজন করেন।
- তিনি অত্যন্ত কঠোর শাসক ছিলেন জন্য তাকে 'আরবদের নিরো' বলা হয়।

ওমর বিন আ. আজিজ (৭১৭-২০)

- তিনি খোলাফায়ে রাশিদীনের নীতি অনুসরণ করে সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।
- তিনি বায়তুল মালকে জনগণের সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।
- হাশেমীয় বংশের প্রতি উদার হয়ে শুক্রবারের খুৎবায় হযরত আলীর নামে পঠিত লানত ও অভিসম্পাত বন্ধ করে দেন।
- শাসন ক্ষেত্রে তিনি মজলিস-আল-শুরা অনুসরণ করতেন
- অমুসলিমদেরকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তিনি মাওয়ালীদের (অনারব মুসলিম) উপর হতে জিযিয়া ও খারাজ মওকুফ করেন।
- এজন্যই তিনি পঞ্চম ধর্ম প্রাণ খলিফা ও 'উমাইয়া সাধু (Pious Caliph of the Umayyah) নামে পরিচিত।

হিশাম (৭২৪-৪৩):

- তিনি ৭২৪ খ্রি. সেনাপতি হানজালাকে উত্তর আফিক্রার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 'মূর্তির যুদ্ধে' (Battle of Idols) হানজালা বিদ্রোহীদের পরাজিত করে উত্তর আফ্রিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।
- স্পেনে ৬ বছর বিশৃংখল অবস্থার জন্য ৭৩১ খ্রিস্টাব্দে আব্দুর রহমান আল-গাফিকীকে স্পেনে পাঠান। স্পেনের শাসক ইউডিজ ফ্রানকিস রাজা চালর্স মারটেলের সহায়তায় আব্দুর রহমানকে বাঁধা দেন। ৭৩২ খ্রি. টুরসের যুদ্ধে আব্দুর রহমান নিহত হয়। এ যুদ্ধকে বালাত-উশ-শুহাদা বা শহিদের মঞ্চ বলা হয়।
- ৭৫০ সালে ২য় মারওয়ান জাবের যুদ্ধে পরাজিত হলে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটে।

লেকচার ০৫: আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮)

আব্বাসীয়দের পরিচয়

- কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্র থেকেই আব্বাসীদের উৎপত্তি।
- আব্বাসীয় খিলাফতের নামকরণ হয়েছে মহানবী (সাঃ) এর চাচা আল-আব্বাসের নামানুসারে এই বংশের নামকরণ হয়েছে আব্বাসীয় বংশ।
- তিনি আব্দুল্লাহ, ফজল, উবায়দুল্লাহ ও কায়সান নামে ৪ পুত্র রেখে ৬৫৫ সালে (৩২ হিজরীতে) মৃত্যুবরণ করেন।
- আব্দুল্লাহ ইতিহাসে 'ইবনে আব্বাস' নামে পরিচিত। তিনি একজন প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ছিলেন।
- তারা প্রত্যেকেই হযরত আলী (র.) ও তার বংশধরদের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইমাম হুসাইন (রা.) কারবালার যুদ্ধে নিহত হলে তিনি ভগ্নহৃদয়ে ৬৮৭ খ্রি. ৭০ বছর বয়সে তায়িফে ইন্তিকাল করেন। এরপর তাঁর পুত্র আলী পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- ৭৩৫ সালে তার মৃত্যুর পর পুত্র মুহাম্মদ দায়িত্ব নেন। তিনিই আব্বসীয় আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা।
- স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ দেওয়া স্বামীর দায়িত্ব।
- ফারাইয শাস্ত্রের রুকন ৩টি। ওয়ারিসদাতা, উত্তরাধিকারীগণ, উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্য হক্ব।
- কালালাহ শব্দের অর্থ হলো সন্তান-পিতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় যে সব ব্যক্তি: হত্যাকারী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, দাস/দাসী।
- ৭৪৪ সালে খোরাসানের মাওয়ালী আবু মুসলিম খোরাসানীর সহায়তায় আব্বসীয় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।
- এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ৭৫০ সালে জাবের যুদ্ধে পরাজিত হলে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটে।
- ৭৫০ সালে আব্বাসীয় বংশের সূচনা ঘটে। যা ১২৫৮ সাল অব্দি বলবৎ ছিল।

আবুল আব্বাস (৭৫০-৫৪)

- ৭৪৯ সালের ২৯ নভেম্বরে কুফার জামে মসজিদে আবু সালমা আল খাল্লাল আবুল আব্বাসকে খলিফা হিসেবে ঘোষনা করেন।
- ৭৫০ সালে জাবের যুদ্ধে ২য় মারওয়ানকে পরাজিত করে আব্বাসীয় বংশের সূচনা ঘটান।
- তিনি প্যালেস্টাইনের আবু ফ্রুটসে ৮০ জন উমাইয়া বংশের লোককে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এমনকি মৃত উমাইয়াদের দেহ কবর হতে তুলে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কেবল মুয়াবিয়া ও দ্বিতীয় উমরের কবর এই নিষ্ঠুরতার হাত হতে রক্ষা পায়।
- এ জন্য তাকে আস-সাফফাহ বা রক্তপিপাসু উপাধি দেয়া হয়।
- তিনি রাজধানী ইরাকের কুফা হতে আল-আনবারে স্থানান্তরিত করে 'আল হাশিমীয়া'নামক একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন।
- খালিদ ইবনে বার্মাককে অর্থমন্ত্রী ও আবু সালমা খাল্লালকে উযীর হিসেবে নিযুক্ত করেন।

আবু জাফর আল মনসুর (৭৫৪-৭৭৫)

- ৭৫৬ খ্রি. আ. রহমান আদ-দাখিল স্পেনে উমাইয়া স্বাধীন আল-আমিরাত প্রতিষ্ঠিত করলে মুগিস কে সেখানে প্রেরণ করেন। কিন্তু আ. রহমান মুগিসকে হত্যা করে তার মাথা মনসুরের কাছে পাঠালে তাকে কুরাইশদের বাজপাখী (The Falcon of Quraish) বলে অভিহিত করেন।
- রোমান সম্রাট ৪র্থ কনস্টানটাইনকে পরাজিত করে বার্ষিক কর প্রদানে বাধ্য করে বৈদেশিক হুমকি প্রতিহত করেন।
- তিনি নিরাপত্তার জন্য পারস্য সম্রাট কিসরার গ্রীষ্মকালীন আবাস্থল দজলা নদীর পশ্চিম তীরে বাগদাদে ১,০০,০০০ শ্রমিক ও শিল্পী সুদীর্ঘ ৪ বছর (৭৬২-৬৬) পরিশ্রম করে প্রায় ৪৮,৮৩,০০০ দিরহাম ব্যয়ে এ নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। এ নগরীর নামকরণ হয় 'দারুস-সালম' (শান্তি নিবাস)।
- খালিদ বিন বার্মাকী তাঁর প্রধান উযীর ছিলেন।
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ যার সূত্রপাত হয় আল-মনসুরের সময়কাল হতে।তাঁর সময়ে কুরআনের তাফসীর (ব্যাখ্যা) এবং হাদীস সংকলিত ও সংগৃহীত হয়।
- তার কৃতিত্বের জন্যই আব্বাসীয়রা গৌরবের সাথে ৫০৮ বছর শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল। এ জন্য তাকে এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

হারুন-অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯)

- ৭৮৬ সালে ২৫ বছর বয়সে হারুন-অর-রশীদ বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করে বাল্য শিক্ষক বিখ্যাত ইয়াহিয়া বিন-খালিদ বার্মাকীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন।
- তিনি হারসামার পরামর্শে বাৎসরিক ৪০,০০০ দিনার কর প্রদানের শর্তে ইব্রাহিম ইবনে আগলাব আফ্রিকায় আঘলাবীয় বংশের শাসন শুরু করেন। যা ১০৯ বছর স্থায়ী হয়েছিল।
- তাঁর সেনাবাহিনী নাইসিফোরাসকে পরাজিত ও কর প্রদানে বাধ্য করেন। নাইসিফোরাস পরপর ৩ বার (৮০২,৮০৬,৮০৯) খলীফার সাথে চুক্তিভঙ্গ করেন এবং পরাজিত করে কর প্রদানে বাধ্য করেন।
- ফ্রান্সের রাজা শার্লিমেনের সাথে (৭৯৭-৮০৬) তাঁর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তার সাথে উপঢৌকন আদান-প্রদান হয়।
- তাঁর স্ত্রী সম্রাজ্ঞী যুবায়দা ৮০২ সালে মক্কায় হাজীদের পানির কষ্ট দূর করার জন্য নহর-ই-জুবায়দা নামে একটি খাল খনন করেন।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- তার সময়ে প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফের তত্ত্বাবধানে হানাফী মাজহাব আত্মপ্রকাশ করে। ইমাম আল বুখারী (রহ.) হাদীসশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।
- তাঁর সময়ের আলিফ লায়লা ওয়ালা 'আরব্য রজনীর উপন্যাস' রচনা।

বার্মেকী পরিবার

- খালিদ বার্মাকী এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা।
- খালিদের পুত্র ইয়াহিয়াকে মাহদি হারুনের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। হারুন তাকে পিতা বলে ডাকতেন।
- ৭৮৬ সালে হারুন ইয়াহিয়াকে প্রধান উজির নিয়োগ করেন। এর মাধ্যমেই বার্মেকী পরিবারের কর্তৃত্বের সূচনা ঘটে।
- ৭৮৯ সালে ইয়াহিয়া অবসরের পর তার চার পুত্রের জ্যেষ্ঠ বাল্যবন্ধু ফজলকে উজির নিয়োগ করেন ।
- বার্মেকীরা শিয়া হওয়ায় সুন্নিদের বিরোধিতা, জাফর গোপনে হারুনের বোন আব্বাসাকে বিয়ে করলে জাফরের শিরশ্ছেদ করে বৃদ্ধ ইয়াহিয়াক,ও তার পুত্র ফজল,মুসা,মুহাম্মদকে রাক্কায় কারা রুদ্ধ করেন। ৮০৬সালে ইয়াহিয়া,৮০৯ সালে ফজল মৃত্যুবরণ করলে বার্মেকী বংশের সমাপ্তী ঘটে।

আল-মামুন (৮১৩-৩৩)

- ৮১৩ খ্রি. খলীফা আল-আমিন পরাজিত হলে মামুন খিলাফত লাভ করেন। প্রথম ছয় বছর (৮১৩-১৯ খ্রি:) আল-মামুন খোরাসানের রাজধানী মার্ভে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করেন। এই সময় তাঁর বিশ্বস্ত উজির ফজল বিন সাহল রাজকার্যে সহায়তা করেন। পরে (৮১৯-৩৩ খ্রি.) স্বহস্তে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।
- ৮১৯ খ্রি. তিনি স্বহস্তে রাজক্ষমতা দখল করে প্রশাসনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি হাসান বিন-সাহলকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন।
- ৮৩০ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত বাইতুল হিকমা (House of Wisdom) এর মোট ৩টি শাখা ছিল। এগুলো হল- গ্রন্থগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ ব্যুরো। হুনায়ন ইবনে ইসহাক এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।
- উহান্না-বিল-মোসাওয়াহ চিকিৎসা শাস্ত্রে ও জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়ন শাস্ত্রে অবদান রাখেন।
- প্রসিদ্ধ হাদীস সংগ্রাহক ইমাম বুখারী(৭২৭৫), ঐতিহাসিক ওয়াকিদী ও ইবনে সাদ ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বলী ও দার্শনিক আল-কিন্দি তাঁর শাসনকালকে গৌরবান্বিত করেন।
- বিখ্যাত হস্তলিপিকার ছিলেন আবু রায়হান। তাঁর নামানুসারে বলা হত 'রায়হানী লিপি'।
- তিনি যুক্তিবাদী মুতাযিলা মতবাদকে রাজধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেন।
- এটি ছিল মুসলিম ও ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ (The Golden Age of Islamic Civilization)। এই যুগ ইতিহাসে Augustan Age of Islam নামেও পরিচিত।

লেকচার ০৬: আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮)

আল মুতাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২)

- আল-মামুন ৮৩৩ খ্রি মৃত্যুবরণ করলে তিনি সিংহাসন আরোহন করেন।
- তিনি পারস্য সৈন্যদের প্রভাব হ্রাস করার জন্য তুর্কিদের নিয়ে নতুন সেনাবাহিনী গঠন করেন। তুর্কি সেনাবাহিনী ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী।
- তিনি রাজধানী বাগদাদ হতে ৬০ মাইল উত্তর পশ্চিমে সামাররাতে (৮৩৬ খি.) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

আল মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৮৬১)

- আল-মুতাওয়াক্কিল ৮৪৭ খ্রি: সিংহাসনে আরোহণ করেন।
- খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ছিল গোঁড়া সুন্নী পন্থী'। তাই শিয়া ও মুতাযিলা মতবাদ অবলম্বনকারীদের প্রতি তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।
- কারবালায় ইমাম হুসাইনের মাযার ধ্বংস করেন।
- তিনি সামাররা ও আবু দুলাফে মসজিদ নির্মাণ করেন।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ।
Join Now | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

বুয়াইয়া বংশের উত্থান ও পতন (৯৪৫-১০৫৫)

- আব্বাসীয় খলিফা মুস্তাকফী (৯৪৪-৪৬ খ্রি.) এর সময় বাগদাদে তুর্কি দেহরক্ষী বাহিনীর আধিপত্য বেড়ে যায়।
- এ সময় বুয়াইয়ারা আবু সুযার পুত্র আহমদ এর নেতৃত্বে বাগদাদ উপকণ্ঠে থাকায় খলিফা আহমদ এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন।
- আহমদ খলিফার আহবানে সাড়া দিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করে তুর্কি বাহিনীকে রাজধানী থেকে বিতাড়ন করেন।
- খলিফা তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আমীর-উল-উমারা হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং মুইয-উদ-দৌলাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। এইভাবে মুইয-উদ-দৌলা বাগদাদে যে বংশ প্রতিষ্ঠা করেন তা তাঁর পিতার নামানুসারে নাম রাখেন বুয়াইয়া বংশ।
- আজদুদ্দৌলাহ ছিলেন শ্রেষ্ঠ বুয়াইয়া শাসক। খলিফা তাকে 'সুলতান' উপাধি প্রদান করেন। বুয়াইয়াদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'শাহানশাহ্' উপাধি গ্রহণ করেন।

সেলজুক বংশের উত্থান ও পতন (১০৫৫-১১৯৪)

- সেলজুক বিন তুকাকের নাম অনুসারে এ বংশের নামকরণ হয় সেলজুক বংশ।
- ৯৫৬ খ্রি. তারা সেলজুক বিন তুকাকের নেতৃত্বে দক্ষিণ ট্রান্স অক্সিয়ানার বোখারায় বসতি স্থাপন করে এবং সুন্নী ইসলাম মতাদর্শী ছিল।
- তুঘ্রীল বেগ খলীফার আহবানে বাগদাদে প্রবেশ করে ১০৫৫ খ্রি. শেষ বুয়াইয়া শাসক মালিক রহিমকে পরাজিত করে বাগদাদ দখল করেন।
- তিনি বাসাসিরি নামক তুর্কি নেতাকে পরাজিত ও নিহত করেন যিনি খলীফা আল-কায়িম বিল্লাহ কে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন। ১০৬০ খ্রি. খলিফা পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।
- খলিফা তুঘ্রীল বেগকে 'সুলতান' উপাধি দেন।
- আলপ আরসলানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মালিক শাহ 'জালালউদ্দিন' উপাধি নিয়ে ১০৭৩ খ্রি.সিংহাসনে আরোহণ করেন। মালিক শাহের রাজত্বকাল ছিল সেলজুক ইতিহাসের স্বর্ণযুগ।
- মালিক শাহ নিযামুল মুলককে 'আতাবেগ' উপাধি দেন। তিনি'সিয়াসাত নামা' নামক ফার্সি ভাষায় একটি মহামূল্যবান পুস্তক রচনা করেন।
- তিনি ১০৬৫-৬৭ খ্রি. বাগদাদে নিযামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন যা পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে পরিচিত। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) ছিলেন এই মাদ্রাসার একজন অধ্যাপক। শেখ সাদী এই মাদ্রাসার অন্যতম কৃতী ছাত্র ছিলেন।
- নিযামুল মুলকের পরামর্শে ১০৭৪ খ্রি. উমর আল-খৈয়াম নিশাপুরে ৭০ জন জ্যোতির্বিদদের একটি সম্মেলন আহবান করে একটি পারসিক পঞ্জিকা সংস্কার করেন। এটি সুলতানের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় 'জালালী পঞ্জিকা'।
- নিযামুল মুলকের সহপাঠি হাসান বিন সাবাহ (The Old Man of the Mountain) গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।
- নিযামুল মুলকের উন্নতিতে ঈর্ষানিত্ব হয়ে ১০৯১ খ্রি. গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় তাকে হত্যা করে। তিনিই ছিলেন এই গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের প্রথম হত্যার শিকার।

ক্রুসেড (১০৯৫-১২৯১)

- ক্রুসেড অর্থ ধর্মযুদ্ধ। ক্রুসেড (Crusade) বলতে সাধারণত ১১শ শতক থেকে ১৩শ শতকের মধ্যে ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত একাধিক সামরিক অভিযানের কথা বোঝানো হয়, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র ভূমি (জেরুজালেম) মুসলিমদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করা।
- ১১৭৪ সালে সালাহউদ্দিন 'আইয়ুবী' বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১১৮৭ সালে "Battle of Hattin"-এ খ্রিস্টান বাহিনীকে পরাজিত করে জেরুজালেম পুনর্দখল করেন।
- ১২৫৬ সালে মোঙ্গল সেনাপতি হালাকু খান গুপ্তঘাতক সম্প্রদ্রায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে সাহায্য চাইলে খলিফা মুস্তাসিম (১২৪২-৫৮) তাতে কোন সাড়া দেননি।
- ১২৫৬ সালে হালাকু খান এককভাবে আক্রমণ চালিয়ে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করেন।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে সাহায্য না করার অযুহাতে হালাকু খানের বাহিনী ১২৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে বাগদাদে প্রবেশ করে। বাগদাদ অবরোধ করা হয়।
- তিনি নির্বিচারে বাগদাদের ২০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ১৬ লক্ষকে হত্যা করেন।

লেকচার ০৭: ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংগঠন

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ

- ঈমান অর্থ বিশ্বাস। ঈমান হচ্ছে ইসলাম ধর্মে প্রবেশের প্রধান দরজা।
- "ঈমানের তিনটি অংশ রয়েছে। যথা: ক) মনে প্রাণে বিশ্বাস খ) মৌখিক স্বীকৃতি গ) কাজে প্রকাশ।
- ঈমান মুলত দুই ভাগে বিভক্ত: ১) ঈমানে মুজমাল ২) ঈমানে মুফাসসাল
- কালিমা প্রধানত দুইটি হলেও বিস্তৃতে মোটে ০৫টি।
- সালাত আরবী শব্দ যার অর্থ পুড়িয়ে ফেলা। নামাজ ফার্সি শব্দ। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারায় নামাজের কথা বলা আছে। এটি আল্লাহর সাথে সরাসরি সংযোগের উপায়।
- মহানবী (স.) ৬২০ সালে মিরাজে গমন করে ৫ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ পান।
- সাওম আরবী শব্দ যার অর্থ বিরত থাকা। রোজা ফার্সি শব্দ। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারায় রোজার কথা বলা আছে।
- রমজান মাসে পূর্ণ মাস রোজা রাখা প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানদের জন্য ফরজ। রমজান মাসেই কুরআন নাজিল হয়। ২য় হিজরিতে রোজা ফরজ হয়।
- যাকাত আরবী শব্দ যার অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। পবিত্র কুরআনে নামাজের সাথে ২০টি জায়গায় যাকাতের কথা বলা আছে। নিসাব পরিমান সম্পদের ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করতে হয়। ৭.৫ তোলা স্বর্ণ ও ৫২.৫ তোলা রৌপ্য পরিমান সম্পদই যাকাতের নিসাব। ৮ শ্রেণীর মাঝে যাকাত বন্টন করা হয়।
- হজ্জ আরবী শব্দ যার অর্থ সংকল্প করা। পবিত্র কুরআনে সূরা সুরা বাকারা ও সুরা হজ্বে হজ্বের বিস্তারিত বলা আছে। সামর্থবান প্রত্যেক মুসলমানের জীবনে একবার হজ্ব করা ফরজ।

মুসলিম আইনের উৎস

- কুরআন মহানবী (স.) এর উপর ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে জিব্রাইল(আ) এর মাধ্যমে পবিত্র রমজান মাসের ২১ থেকে ২৯ তারিখের কোন এক বিজোড় রাতে কুরআন নাজিল হয়।
- যা মক্কায় ১৩ বছর মদিনায় ১০ বছর মোট দীর্ঘ ২৩ বছরে রাসূলের বিভিন্ন প্রয়োজনে অবতীর্ণ হয়।
- কুরআনে ৩০টি পারা, ১১৪টি সুরা (৯২ টি মক্কি,২২টি মাদানী),৪৫৮ টি রুকু, ৬৬৬৬ টি আয়াত রয়েছে। যার মধ্যে ৫০০ আয়াত হুকুম আহকাম সম্বলিত।
- হাদিস নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাণী, কাজ, অনুমোদিত বা অনুচিত কাজের বর্ণনা। হাদিসের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের জন্য জীবনের বিভিন্ন দিকের নির্দেশনা পাওয়া যায়, যা কুরআনকে সমর্থন করে বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়।
- কুরআনে কোন সমাধান না পেলে হাদিসে তার সমাথান পাওয়া যায়।
- হাদিস বর্ণনার সুত্র সনদ ও মূল কথা মতন নামে পরিচিত।
- সাহিহ হাদিস: যেগুলো সুপ্তষ্টভাবে সত্য ও প্রামাণিক।
- দাঈফ হাদিস: যেগুলোর প্রামাণিকতা সন্দেহজনক।
- ইমাম জুহুরী সর্ব প্রথম হাদিস সংকলন শুরু করেন।
- আব্বসীয় শাসনামলে হাদিস সংকলিত হয়ে সহিহ সিত্তাহ ৬টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়। ১) সহিহ বুখারী ২) সহিহ মুসলিম ৩) সহিহ তিরমিজি ৪) সহিহ ইবনে মাজাহ ৬) সহিহ আল নিসাই।
- জাম শব্দ থেকে ইজমা শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ 'একমত'।
- ইজমার মূল কথা হলো বিশেষ সময়ে সাহাবী বা মুসলিম আইনবিদদের ঐক্যমত।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- কিয়াস হচ্ছে যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও তুলনা করে কোনো নতুন সমস্যা বা পরিস্থিতির জন্য পুরোনো শরিয়া আইনের প্রয়োগ। এটি মূলত কুরআন বা হাদিসে কোনো বিশেষ নির্দেশনা না থাকলে ব্যবহৃত হয়।
- কুরআন,হাদিস,ইজমার দ্বারা যখন কোন সমস্যার সমাধান হয় না তখন মুজতাহিদগণের অবরোহনমূলক যুক্তিতর্কের (Analogical deduction)মাধ্যমে সেই সমস্যার মোকাবেলা করা হয়। এই কিয়াসকে কেন্দ্র করে সুন্নী চার মাযহাবে মতবিরোধ বিদ্যমান।

চার সুন্নি মাযহাব

- হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আবু হানিফা ৭০০ খ্রিস্টাব্দে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষ পারস্যে বসবাস করত।
- তার জ্ঞান ও যুক্তি তর্কের তাকে ইসলামের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী আইনজ্ঞে পরিণত করেছিলেন। হাদিস ও কুরআনের ব্যাখ্যায় তত্ত্ব জ্ঞান ও অবরোহমূলক যুক্তি তর্ক ব্যবহারে তার বিশেষ দক্ষতা ছিল।
- তিনি ফিকাহ শাস্ত্রে ইজতেহাদ, কিয়াস ও ইসতেহসানের উপর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।
- তার শিষ্য ইউসুফ 'কিতাব-উল-খারাজ' গ্রন্থে আবু হানিফার মতামত লিপিবদ্ধ করেন।
- মালেক ইবনে আনাস ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি কুরআন ও ফিকাহ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন।
- তিনি মুহাদ্দিস ও আইনজ্ঞ হিসেবে অল্প দিনেই খ্যাতি অর্জন করেন। হাদিস সংগ্রহে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে ১৭০০ হাদিস সম্বলিত একটি গ্রন্থ 'আল মুয়াত্তা' প্রকাশ করেন।
- তিনি আল্লাহর মহিমা ও সর্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিনা দ্বিধায় গ্রহন নীতি বা "বিলা কায়েফা"(Bila kaifa) উদ্ভবন করেন।
- ইমাম আবু হানিফা ইজতেহাদ ও কিয়াসকে প্রাধান্য দিলেও ইমাম মালেক জনহিতকর নীতি বা মাসলাহাত(Maslahat) কে প্রাধান্য দেন।
- শাফেয়ী মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মোহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আল শাফেয়ী। তিনি ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে গাজায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম মালেকের ছাত্র ছিলেন।
- তার মতবাদ ইমাম মালেক এবং ইমাম আবু হানিফার মাঝামাঝি। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি হানিফার চেয়ে ও কুরআন অপেক্ষা সুন্নাহকে বেশি গুরুত্ব দিতেন।
- তিনি তার "কিতাব ইখতেলাফ আল হাদিস" নামক একটি গ্রন্থে হাদিসের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।
- হাম্বলি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আহমদ বিন হাম্বল। তিনি শাফেয়ীর শিষ্য ছিলেন। তিনি ১৬৪ হিজরী ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ২৪১ হিজরী ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।
- তিনি পনেরো বছর বয়সে হাদিস অধ্যায়ন শুরু করেন। তার সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হচ্ছে বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ 'মসনদ' যে গ্রন্থে ২৮,০০০ হাদিস সন্নিবেশ করেছিলেন।
- তিনি আইন প্রণয়নে ইস্তেহাদের এর প্রয়োগ কমিয়ে যুক্তি তর্কের স্থলে হাদিসের সার্বিক ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
- খলিফা আল মামুন মুতাজিলা সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় তিনি মুতাজিলা সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতা করে তাদের ইসলাম বিরোধী বলে ঘোষণা করেন। এ জন্য মামুন তাকে নির্যাতন ও কারারুদ্ধ করেন।

খারেজী

- খারিজি শব্দটি আরবি খারাজ থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে দল ত্যাগ করা, আলাদা হওয়া।
- ৬৫৭ সালে অনুষ্ঠিত সিফফিনের যুদ্ধ দুমাতুল জামদালের সালিশে রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাবের নেতৃত্বে 'লা হুকমা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহর আদেশ ছাড়া কোন বিধান নেই ঘোষণা দিয়ে আলী (রা.)এর দল থেকে ১২০০০ আলাদা হয়ে যায়। এজন্যই তাদেরকে খারিজি বলা হয়।
- দুমাতুল জামদালের সালিশের পর তারা ইবনে ওহাবের নেতৃত্বে হারুরায় একত্রিত হয় বলে তাদেরকে হারুরী বলা হয়।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- তাদের মতে সেই সঙ্গে গান-বাজনা মদ্যপান জুয়া খেলা ধূমপান সবকিছুই মুসলমানদের জন্য হারাম এজন্যই তাদেরকে ইসলামের বিশুদ্ধতাবাদী 'Puritans of Islam' বলা হয়।
- তারা প্রথম দুইজনকে খলিফা মানলেও ওসমান ও আলী ইসলামের দুশমনদের সাথে আলোচনা করেছিল বলে খলিফা অস্বীকার করে। মুয়াবিয়াকে অবৈধ শাসক মনে।

শিয়া

- শিয়া আরবি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে দল,সমর্থক বা অনুসারী। শিয়া বলতে আলী (রা.) এর অনুসারীদেরকেই বোঝায়।
- ৬৫৭ সালে অনুষ্ঠিত সিফফিনের যুদ্ধের সালিশি বৈঠকের প্রতারণা করে আলীকে পদচ্যুত করে মুয়াবিয়াকে খলিফা ঘোষণা করলে এই সমর্থক গোষ্ঠীর অবস্থান সুদৃঢ় হয়।
- তারা রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে অভিভূত হয়েছিলেন ৬৮০ সালের ১০ই মহররম কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইনকে হত্যার মধ্য দিয়ে।
- আব্বাসীয় খলিফা আব্দুল হাদির সময় শিয়া মতাবলম্বী ইদ্রিস তানজিয়ারে ইদ্রিস বংশ প্রতিষ্ঠা করলে শিয়া শাসন শুরু হয়।
- ৯০৯ সালে ওবায়দুল্লাহ আল মাহাদী উত্তর আফ্রিকায় শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। যার নাম হয় ফাতেমীয় খিলাফত।
- তারা মনে করে, রাসুল (স.) এর বংশধরদের মধ্য থেকেই বংশীয় ভাবে ইমাম নির্বাচিত হবে অন্যবংশ থেকে হওয়ার সুযোগ নেই।

মুরজিয়া

- মুরজিয়া শব্দটি আরবি ইরজা থেকে এসেছে যার অর্থ স্থগিত করা বা পশ্চাতে ফেলা, মুলতবি করা।
- তাদের মতে কেয়ামতের আগেই উমাইয়া খিলাফতের বৈধতা স্বীকার করা উচিত। তারা মূলত খারেজীদের প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। খারিজি মতবাদ খণ্ডন করতেই মুরজিয়ার মতবাদ প্রচার করে।
- তাদের মতে চার খলিফা ও মুয়াবিয়া বৈধ খলিফা।
- কেয়ামতের দিন অবশ্যম্ভাবী।
- মানুষ ভালো কাজের জন্য বেহেস্ত এবং মন্দ কাজের জন্য দোযখ লাভ করবে।
- তারা খারিজিদের নৈরাশ্যবাদ (Fatitism) এর তীব্র বিরোধিতা করেন।
- খারেজি ও শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাদের মতবাদের অবস্থান।

মুতাজিলা

- মুতাজিলা শব্দটি ইতিজাল শব্দ হতে উৎপত্তি যার অর্থ পৃথক হওয়া।
- ওয়াসিল বিন আতা এ সম্প্রদায় এবং মতবাদের প্রবক্তা।
- তিনি বিখ্যাত দার্শনিক হাসান আল বসরীর সান্নিধ্যে ছিলেন।
- একদিন হাসান আল বসরী শিষ্যদের বলেন, যে কবিরাহ করবে কিছুতেই মুসলমান থাকবে না কাফের হয়ে যাবে।
- তখন ওয়াসিল বিন আতা এ মতের বিরোধিতা করেন বলেন, এরূপ ব্যাক্তি কাফেরও নয় মুসলমানও নয়।
- তখন হাসান আল বসরী রাগান্বিত হয়ে বলেন "ইতিজাল আন্না"তুমি আমার দল থেকে পৃথক হয়েছো।
- ওয়াসিল বিন আতা হাসান বসরির সহচর্য থেকে আলাদা হয়ে যে মতবাদ বা দর্শন প্রচার করেন তাই মুতাজিলা নামে পরিচিত।
- তাদের মতে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর অস্তিত্ব চিরন্তন। কিন্তু জটিল ও নীরস।
- তার ৯৯ টি গুণ বলিতে তারা বিশ্বাস করে না।
- আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন মুতাজিলাকে তাদের রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পরে মুতাসিম ও ওয়াসিকও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মুতাওয়াক্কিল ৮৪৮ সালে তাদের আন্দোলন ধূলিসাৎ করেন।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

আশারিয়া

- ❖ মুতাজিলাবাদের বিকল্প হিসেবে আশারিয়াবাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।
- ❖ আব্বাসীয় খলিফাদের সময়ে আহমদ ইবনে হাম্বল মুতাজিলা নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।
- ❖ যুক্তিবাদী ও গোড়া রক্ষণশীলদের মাঝামাঝি মতবাদই আশারিয়াবাদ নামে পরিচিতি।
- ❖ আবুল হাসান আল আশয়ারির নাম হতে আশারিয়াবাদের নামকরণ। যিনি আবু মুসা আশারির বংশধর ছিলেন।
- ❖ এ মতবাদ কে বিজ্ঞানসম্মত বলা হয়।
- ❖ তিনি ইমাম মালেকের 'বিলা কাইফা' নীতি গ্রহণ করেছিলেন।
- ❖ তাদের মতে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।
- ❖ তার অস্তিত্ব চিরন্তন।
- ❖ তার সিফাত বা গুণাবলি একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।
- ❖ পৃথিবীর চিরন্তন নয় এটি সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সৃজনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।

লেকচার ০৮: ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসের উৎস সমূহ

- ❖ চাচ নামা: আলী বিন হামিদ কুফী ফার্সীতে অনুবাদ করেন। সিন্ধুর অবস্থা।
- ❖ তারিখ-ই-সিন্ধ: ১৬০০ সালে মীর মু.মাসুম। সিন্ধু-আকবরের বর্ণনা রয়েছে।
- ❖ কিতাব-উল-ইয়ামিনী: আবু নাসের বিন উতবি। সুলতান মাহমুদের বর্ণনা।
- ❖ তারিখ-উল-হিন্দ: আল বিরুনী। ১১ শতাব্দীর তথ্য বিদ্যমান।
- ❖ তাজ-উল-মাসির: হাসান নিজাম। ১১৯২-১২২৮ এর বর্ণনা।
- ❖ তবাকাৎ-ই-নাসিরী:মিনহাজ-ই-সিরাজ। মু.ঘুরী-১২৬০ পর্যন্ত বিবরণ।
- ❖ খাজাইন-উল-ফুতুহ: আমীর খসরু। জালাল খলজি-মু.বিন তুঘলক।
- ❖ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী: জিয়াউদ্দিন বারাণী। ফিরোজ শাহের বিবরণ।
- ❖ ফুতুহা-তুস-সালাতিন: খাজা আ.মালিক। মাহমুদ-মু.বিন তুঘলোকের বর্ণনা।
- ❖ ইবনে বতুতা: *Rihla* নামক ভ্রমণকাহিনীতে দিল্লি সুলতানাতের বর্ণনা।
- ❖ তুযুক-ই-বাবরী: তুর্কি ভাষায় বাবরের আত্মজীবনী।
- ❖ হুমায়ুন নামা: গুলবদন বেগম। হুমায়ুনের শাসনের বিবরণ।
- ❖ তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী: জাহাঙ্গীরীরে ব্যক্তিগত জীবন ও দরবারের বর্ণনা।
- ❖ তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত: জওহুরের লেখায় হুমায়ুনের শাসনের বিবরণ।
- ❖ আইন-ই-আকবরী: আবুল ফজলের লেখায় আকবরের শাসনের বর্ণনা।
- ❖ আকবর নামা: আবুল ফজলের লেখা আকবরের জীবনী।
- ❖ পাদশাহ নামা: ৩ জনের লেখায় শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের বর্ণনা।
- ❖ মাসির-ই-আলমগীরি: জিয়াউদ্দিন বারাণী। ফিরোজ শাহের বিবরণ।
- ❖ মুনতাখাব-উল-লুবাব: কাঁফি খার রচনায় আওরঙ্গজেবের বর্ণনা।
- ❖ মুনতাখাব-উল-তোবারিক:বদাউন রচিত গ্রন্থে আকবর ও জাহাঙ্গীরীরে বর্ণনা।

মুসলিম বিজয়ের প্রক্কালে ভারতের অবস্থা

- ❖ রাজনৈতিক বিশৃংঙ্খলায় ক্ষুদ্রক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় ভারতবর্ষের কেন্দ্রিয় শাসন ছিল না।
- ❖ রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে মন্ত্রীগণ রাজাকে পরামর্শ দিতেন এবং সাহায্য করতেন।
- ❖ এ সময় সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক প্রধানকে বলা হত 'উপারিক'।
- ❖ প্রদেশগুলি জেলায় বিভক্ত ছিল। জেলাকে বলা হত 'বিষয়'। জেলার শাসনকর্তা বিষয়পতি নামে অভিহিত হতেন।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- এ দেশের মানুষের প্রধান পেশা ছিল কৃষিকাজ।
- তিনটি মূখ্য উৎস থেকে রাষ্ট্রের আয় ছিল: ক) ভূমি রাজস্ব খ) সামন্তপ্রভু ও জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত কর, এবং গ) আবগারী ও বাণিজ্য শুল্ক।
- গুজরাট ও বাংলা কাপার্স বস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য বিখ্যাত ছিল।
- বিভিন্ন পণ্য আমদানি ও রপ্তানি হতে থাকে।
- তৎকালীন হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণ স্তরে বিভক্ত ছিল।
- সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অপরিসীম প্রভাব বিস্তৃত ছিল। আর বৈশ্য ও শূদ্রদের অবস্থান ছিল সমাজের নিম্নস্তরে।
- বর্ণপ্রথার কারণে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব ছিল।
- সমাজে বহু বিবাহ, সতীদাহ ও সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না।
- হিন্দুধর্ম দেশের প্রধান ধর্ম হিসেবে পরিণত হয়।
- অধিকাংশ রাজাই ছিলেন হিন্দু এবং তারা সকলেই হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।
- সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অসীম প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে ও শাসনকার্যে তাদের অধিকার ছিল একচেটিয়া।
- শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চায় ভারতীয়গণ কৃতিত্ব অর্জন করেন।
- সে যুগে ভারতে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।
- ভারতের স্বনামধন্য বল্লভী এবং বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও উদন্তপুর, বিক্রমশীলা, বারানসী প্রভৃতি স্থানে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল।

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের

- শ্রীলংকার রাজা মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী দামেস্কে তাদের মৃতদেহ, পরিবার-পরিজন ও অথর্সামগ্রীসহ আটটি জাহাজে বোঝাই করে প্রেরণ করেন। সাথে খলিফা এবং হাজ্জাজের জন্য কিছু উপহারও ছিল।
- সিন্ধুর দেবল বন্দরের (করাচির সন্নিকটে) কাছে এ সকল জাহাজ জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়।
- হাজ্জাজ সিন্ধুর রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ ও অপরাধীদের শাস্তির দাবি করেন।
- তিনি ৭১০ সালে সেনাপতি ওবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের নেতৃত্বে পর পর দু'টি অভিযান পাঠিয়ে ব্যর্থ হন ।
- ৭১২ সালে রাজা দাহির এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাধা দিয়েও পরাজিত ও নিহত হয়। দাহিরের বিধবা পত্নী রাণীবাঈ আগুনে ঝাঁপ দেন। এ রীতিকে জওহর ব্রত বলা হতো।
- এর পর ব্রাহ্মণাবাদ,সিন্ধুর রাজধানী আলোর দুর্গ,মুলতান জয় করেন ও রাভী নদীর তীরে অবস্থিত উচ দখল করেন।
- সিন্ধু বিজয়ের পর মুহম্মদ বিন-কাসিম ৭১২ থেকে ৭১৫ পর্যন্ত প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন।
- মুহাম্মদ বিন-কাসিমের বিজয় শুধুমাত্র সিন্ধু ও মুলতানেই সীমাবদ্ধ ছিল।
- স্ট্যানলি লেনপুল মন্তব্য করেছেন, "ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান মাত্র, এটি একটি নিষ্ফল বিজয়।"
- ভারতে ইসলামের বিজয়ের বীজ বপিত হয়েছিল।
- অনেক সূফী দরবেশের আগমন ঘটে। ভারতে ইসলামের প্রচার ঘটে। ভারতে সূফীদের দ্বারাই ইসলাম প্রচার হয়েছিল।
- আরব সাম্রাজ্যের সাথে ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।
- ভারতীয় সভ্যতা ও ইসলামি সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগের ফলে ভাবের আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণ ঘটে।

সুলতান মাহমুদের অভিযান

- সুলতান মাহমুদ ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত।
- গজনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আলপ্তগীনের ক্রীতদাস ও জামাতা গজনীর আমির সবক্তুগীনের পুত্র ছিলেন সুলতান মাহমুদ।
- বাগদাদের খলিফা কাদির বিল্লাহ তাকে 'ইয়ামিন-উদ-দৌলা' ও 'আমিন-উল-মিল্লাত' খেতাবে ভূষিত করেন।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- তিনি ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি সতেরো বার ভারত অভিযান করেন।
- তিনি ভারত অভিযানে এসে কোন বিধর্মীকে বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন নি।
- তিনি হিন্দু মন্দিরে আক্রমন করেছেন ধর্ম বিদ্বেষের কারণে নয়, বরং অর্থ পাওয়ার আশায়।
- এ সকল মন্দির ছিল যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সম্পদে পূর্ণ।
- পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী রাজ্যের রাজা জয়পাল সবক্তুগীনের শত্রু হওয়ায় সুলতান মাহমুদ জয়পালের সাথে শত্রুতা উত্তরাধিকার সূত্রই পেয়েছিলেন।
- ভারতের অনেক রাজা জয়পালের সাথে মাহমুদ বিরোধী জোটে যোগদান করেন।
- সুতরাং মাহমুদকে তাঁদের বিরুদ্ধেও অভিযান পরিচালনা করতে হয়।
- সুলতান মাহমুদ রাজধানী গজনিকে তিলোত্তোমা নগরীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।
- তাঁর ছিল একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী। তিনি দক্ষ পশ্রাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।
- এসবের জন্য তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু গজনীর রাষ্ট্রীয় কোষাগার তাঁর চাহিদার যোগান দিতে না পারায় বাইরে থেকে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা করেন।
- তখন ভারত ছিল সম্পদশালী দেশ। এখানকার বিভিন্ন রাজ্যের কোষাগার ধনরত্নে পূর্ণ ছিল।
- প্রাচ্যের হোমার নামে খ্যাত এ কবি সুলতান মাহমুদের অনুরোধে জগদ্বিখ্যাত 'শাহনামা' মহাকাব্য রচনা করেন।

মুহাম্মদ ঘুরীর অভিযান

- মুহাম্মদ ঘুরীর আসল নাম মুইজউদ্দিন মোহাম্মদ বিন সাম। তবে তিনি শিহাবউদ্দিন মুহম্মদ ঘুরী বা মুহম্মদ ঘুরী নামেই পরিচিত। ঘুর নামক স্থানে জন্মে ছিলেন বলে ঘুরি নামে পরিচিত।
- ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইন প্রান্তরে পৃথ্বীরাজের বাহিনীর সাথে যুদ্ধে মুহম্মদ ঘুরির বাহিনী পরাজিত হলে তিনি নিজে আহত হন ও পলায়ন করেন। এটি তরাইনের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত।
- মুহম্মদ ঘুরি ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে ১,২০,০০০ সৈন্য নিয়ে আবার ভারত আক্রমণ করেন। এবারও পৃথ্বীরাজের বাহিনীর সাথে তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের বাহিনী পরাজিত হলে পৃথ্বীরাজ পলায়ন করেন। আজমীর পর্যন্ত মুসলমানদের দখলে আসে।
- তার বিশ্বস্থ অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবককে বিজিত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে মুহম্মদ ঘোরি গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন।
- তাঁর বিশ্বস্থ ক্রীতদাস ও সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেককে ভারতবর্ষের অধিকৃত অঞ্চলে প্রতিনিধি ও শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন বলেই ভারতে তথাকথিত দাস বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

লেকচার ০৯: দিল্লি সালতানাত (১২০৬-১৫২৬)

মামলুক বা দাস বংশ (১২০৬-৯০)

- ১২০৬ থেকে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কুতুবউদ্দিন, ইলতুৎমিশ, বলবন এবং তাঁদের বংশধরেরা শাসন করেন। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ কুতুবউদ্দিন আইবেককে দাসত্ব থেকে মুক্তির ছাড়পত্র, রাজদন্ড এবং সুলতান উপাধি প্রদান করেন।
- প্রথম জীবনে কুতুবউদ্দিন, ইলতুৎমিশ এবং বলবন এই তিনজনই ছিলেন ক্রীতদাস। এক সময় এঁদের সবাইকে একই বংশের লোক বলে মনে করা হতো এবং তাঁদের বংশকে বলা হতো 'দাস বংশ'।

কুতুবউদ্দিন আইবেক(১২০৬-১০)

- তুর্কি ভাষায় 'আইবেক' শব্দের অর্থ 'চন্দ্রদেবতা'।
- কুতুবউদ্দিনের জীবন শুরু হয়েছিল মুহাম্মদ ঘুরির ক্রীতদাস হিসেবে।
- ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
- ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন লাহোরে কুতুবউদ্দিন আইবেক দায়িত্ব নেয়ার পর তাঁর নামে খুৎবা পাঠ করা হয় এবং মুদ্রা প্রচলন করা হয়।
- প্রত্যেক দিন লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করতেন বলে তাঁকে 'লাখ বকস্' উপাধি প্রদান করেন।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- তিনি দিল্লিতে 'কুয়াত-উল-ইসলাম' এবং আজমীরে 'আড়াই দিন-কা-ঝোপড়া' মসজিদ নির্মাণ করেন।
- ১১৯৯ সালে সুলতান কুতুবউদ্দিন ধর্মবেত্তা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে 'কুতুব মিনার' নির্মাণ আরম্ভ করেন। তবে তিনি এর নির্মাণ শেষ করে যেতে পারেন নি। এটির উচ্চতা ৩০০ ফুট বর্তমানে ২৩৮ ফুট।

শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ(১২১১-৩৬)

- ১২১১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে বসেন।
- ১২২৯ খিস্ট্রাব্দে তিনি বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা আল- মুনতাসিরের কাছ থেকে "সুলতান-উল-আজম" খেতাব সহ রাজছত্র ও রাজকীয় পোশাক উপঢৌকন হিসেবে লাভ করেন।
- চেঙ্গিস খানের মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাব্যতা থেকে ভারতীয় উপমহাদেশকে কৌশলে রক্ষা করে তিনি দিল্লি সালতানাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন।
- সমগ্র রাজ্যকে কতগুলো 'ইকতা' বা প্রদেশে বিভক্ত করে।
- প্রজাসাধারণ সহজে সুলতানের দৃষ্টি আকষর্ণের জন্য তিনি রাজদরবারে একটি শিকল বাঁধা ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতেন।
- তিনি 'রূপাইয়া' নামে রৌপ্য মুদ্রা প্রবর্তন করেন।
- কুতুবউদ্দিন আইবেক ১১৯৯ খিস্ট্রাব্দে কুতুব মিনার নির্মাণ শুরু করলেও তিনি তা সমাপ্ত করেন।
- তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় কবেন।
- তিনি ৪০ জন তুর্কি ক্রীতদাসের সমন্বয়ে 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামক চল্লিশ চক্রের শাসকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন।
- তাকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-৪০):

- ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর তাঁর মনোনয়ন অস্বীকার করে কতিপয় অভিজাত সুলতান পুত্র রুকনউদ্দিন ফিরোজকে সিংহাসনে আরোহণে সহায়তা প্রদান করেন।
- রুকনউদ্দিন ফিরোজের অদক্ষতার জন্য আমির উমারাহগণ রাজিয়াকে দিল্লির সিংহাসনে আমন্ত্রণ জানালে তিনি ১২৩৬ সালে সিংহাসনে আরোহন করেন।
- তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন এবং মুদ্রায় নিজেকে 'উমদাদ-উল-নিসওয়ান' বলে অভিহিত করেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবন(১২৬৬-৮৭):

- সুলতান ইলতুৎমিশ গিয়াসউদ্দিন বলবনকে তাঁর ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিখ্যাত 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' বা 'চলিশ্ল চক্রের' অন্তর্ভুক্ত করেন।
- তিনি ছিলেন সুলতান ইলতুৎমিশের 'খাসবরদার' বা ব্যক্তিগত কমর্কর্তা।
- নাসির উদ্দিন মাহমুদের নাসির উদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পর ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি বলবন ৬০ বছর বয়সে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।
- রাজতন্ত্রের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ,সুলতান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়ায় সমাজে কেউ তার সমক্ষ নয়। সুলতান সম্মান রক্ষা না করলে জনগণ অবাধ্য ও সাম্রাজ্যে নৈরাজ্য দেখা দিবে। জনগণের আনুগত্য ও সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সুলতানের অতিমানব সুলভ ও স্বেচ্ছাচারী মুলক ক্ষমতা প্রয়োগ আবশ্যক।
- রাজদরবার জমকালোভাবে সজ্জিত,সিজদাহ ও পায়বুস রীতি প্রচলন করেন।
- তিনি 'রক্তপাত ও কঠোরতার নীতি' (Blood and Iron Policy) গ্রহন করেন।
- সুলতান ইলতুৎমিশের গঠিত বিখ্যাত 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' বা চলিশ্ল চক্রের প্রভাব হ্রাস করেন।
- ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি সামরিক ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাগুলোতে নতুন নতুন দুগর্নির্মাণ এবং পুরাতন দুর্গগুলোর সংস্কার সাধন করেন।

খলজি বংশ (১২৯০-১৩২০)

- খলজিরা আফগান বংশোদ্ভুত। বলবনের মৃত্যুর পর বিশৃঙ্খলার সুযোগে জালাল উদ্দিন ফিরোজ খলজি ১২৯০ সালের ১৩ জুন শাসন গ্রহন করেন।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

আলাউদ্দিন খলজি(১২৯৬-১৩১৬):

- ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে ১৯শে জুলাই আলাউদ্দিন খলজি নিজ পিতৃব্য ও শ্বশুর জালালউদ্দিন ফিরোজকে হত্যা করে নিজেকে দিল্লির সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন।
- ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি নিজ ভাই উলুঘ খান এবং নুসরাত খানকে গুজরাট অভিযানে প্রেরণ করেন। রানী কমলাদেবী সহ কাফুর নামক একজন খোজাকে বন্দি করে নিয়ে আসা হয়। সুলতান রানী কমলাদেবীকে বিবাহ করেন। খোজা কাফুর-পরবর্তীতে মালিক কাফুর নামে সেনাপতি ও অমাত্যের পদ অলংকৃত করেন।
- ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট আলাউদ্দিন খলজি চিতোর আক্রমণ করেন। জনশ্রুতি আছে যে,রাজপুত রাণা রতন-সিংহের স্ত্রী পদ্মিনীকে লাভের জন্য সুলতান আলাউদ্দিন খলজি চিতোর অভিযান করেন। রাণা রতন সিংহ পরাজিত হলে রাজপুত রমনীগণ আত্মসম্মান রক্ষায় অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেন। আলাউদ্দিন খলজি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খানকে চিতোরের শাসনভার অর্পণ করেন।
- ১৩০৬ খিস্ট্রাব্দে থেকে ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত প্রায় সব অভিযান সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সেনাপতি মালিক কাফুরকে 'মালিক নায়েব' উপাধিতে ভূষিত করেন।
- দাক্ষিণাত্য হতে আহরিত অগণিত ধন সম্পদ উত্তর ভারতে মুদ্রাস্ফীতির সূচনা করে, বাধ্য হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে মূল্যনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।
- তিনি ২য় আলেকজান্ডার নামে খ্যাত। তিনি আমির খসরু (তোতা পাখী), শেখসাদি, নিজাম উদ্দিন আউলিয়া, ও রুকুনুদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩)

- ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে খসরু খানকে পরাজিত ও নিহত করে গাজি মালিক 'গিয়াসউদ্দিন তুঘলক' উপাধি ধারণ করে ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে উপবেশন করেন।

মু. বিন তুঘলক(১৩২৫-৫১):

- ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে জুনা খান মুহম্মদ বিন তঘুলক উপাধি ধারণ করে সুলতান হয়ে ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত দীর্ঘ ২৬ বছর দিল্লির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।
- ১৩২৬-২৭ খ্রি. দিল্লি হতে ৭০০ মাইল দূরে অবস্থিত দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। দেবগিরির নতুন নামকরণ করেন দৌলতাবাদ।
- ১৩২৭-১৩২৮ খ্রি.বিভিন্ন কারণে খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।রাজকোষে আর্থিক সংকটের ফলে ১৩২৯-১৩৩০ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে প্রতীকী তাম্র মুদ্রা প্রর্বতন করেন।
- ১৩৩২-১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে খসরু মালিকের নেতৃত্বে কারাচিলে এক বিশাল সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন।
- শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করতে সালতানাতের 'শস্যভান্ডার' নামে পরিচিত উর্বর দোয়াব অঞ্চলে ১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দে কর বৃদ্ধির নির্দেশ প্রদান করেন।
- এভাবেই তার পাঁচটি পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-৮৮):

- ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ থাট্টায় অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করলে আমির ও অভিজাতবর্গের অনুরোধে ফিরোজ 'ফিরোজ শাহ তুঘলক' উপাধি ধারণ করে সিংহাসন আরোহণ করেন।
- ২৩ প্রকার কর রহিত করে (১) খারাজ (২) যাকাত, (৩) জিজিয়া ও (৪) খুমস কর ধার্য করেন।
- ধাতু ও রূপা মিলিয়ে 'আধা' (অর্ধ জিতল) এবং 'বিক' (জিতলের এক চতুর্থাংশ) নামক দু'ধরণের মুদ্রার প্রবর্তন করেন।
- শারীরিক অঙ্গচ্ছেদসহ নিষ্ঠুর শাস্তি রহিত করেন।
- বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে 'কর্মসংস্থান সংস্থা' গঠন করেন।
- দরিদ্র,এতিম,অসহায় বৃদ্ধদের সাহায্যের জন্য 'দিওয়ান-ই-খয়রাত' দপ্তর স্থাপন করেন।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- ক্রীতদাসের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের জন্য 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' বিভাগ সৃষ্টি করেন।

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-৫১)

- খিজির খান ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে দৌলত খানকে পরাজিত করে ভারতীয় উপমহাদেশে সৈয়দ বংশ প্রতিষ্ঠা করে দিল্লির সিংহাসনে উপবেশন করেন।
- সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান খিজির খান নিজেকে হজরত মুহাম্মদ (স.) এর বংশধর বলে দাবি করতেন। তাই ইতিহাসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ সৈয়দ বংশ নামে পরিচিত।
- খিজির খান, মুবারক শাহ, মুহাম্মদ শাহ এবং আলাউদ্দিন আলম শাহ ছিলেন সৈয়দ বংশের চারজন সুলতান ছিলেন।

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)

- বাহলুল লোদী ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল সৈয়দ বংশের পতন ঘটিয়ে লোদী বংশের গোড়াপত্তন করেন।
- বাহলুল লোদী ১৪৫১-১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন।
- তাঁর পুত্র সিকান্দার লোদী ১৪৮৯-১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন।
- এ বংশের সর্বশেষ শাসক ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-১৫২৬খ্রি.) কাবুলের শাসক জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবরের নিকট পানি পথের ১ম যুদ্ধে পরাজিত হলে দিল্লি সালতানাতের অবসান ঘটে এবং মুঘল বংশের শাসন শুরু হয়।

লেকচার ১০: মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৮৫৮)

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬-৩০):

- তিনি ১৪৮৩ খিস্ট্রাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্থানের এক ক্ষুদ্র রাজ্য ফারগানায় জন্মগ্রহণ করেন।
- তার পিতা উমর শেখ মির্জা ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি পিতৃ সিংহাসনে উপবেশন করেন।
- পানিপথ বর্তমান ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার উত্তরে হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত।
- ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদী ও জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরের মধ্যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।
- ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর সর্বপ্রথম এই যুদ্ধে কামানের ব্যবহার করেন।
- ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হলে লোদী বংশের বিশেষ করে সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে এবং মুঘল বংশের রাজত্ব শুরু হয়।
- তাঁর রচিত তুর্কি কবিতার সংকলন 'দিওয়ান' নামে পরিচিত।
- ফার্সি ভাষায় বাবর এক প্রকার নতুন ছন্দ আবিষ্কার করেন যা সাধারণত 'নুবাইয়ান' নামে সুপরিচিত।
- জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরের সাহিত্যানুরাগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তুর্কি ভাষায় রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ''তুযুক-ই-বাবরী'।

নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন (১৫৩০-৪০,১৫৫৫-৫৬):

- বাবরের মৃত্যুর পর ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে ডিসেম্বর মাত্র ২৩ বছর বয়সে পিতৃ মনোনয়ন অনুসারে হুমায়ুন 'নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন' নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুন অর্থ সৌভাগ্যবান।
- বক্সারের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে শেরখান ও সম্রাট হুমায়ুনের মধ্যে ১৫৩৯ খিস্ট্রাব্দের ২৬ জুন উভয়পক্ষের মধ্যে এক তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- এই যুদ্ধে হুমায়ুন শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধের পর শেরখান শেরশাহ উপাধি ধারণ করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন।
- হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার গোলন্দাজ বাহিনীসহ এক বিশাল সেনাবাহিনী সহকারে শেরশাহের বিরুদ্ধে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে কনৌজের নিকটবর্তী বিলগ্রামে মুঘল ও আফগান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- 'দুর্ভাগ্যবশত সম্রাট হুমায়ুন এই যুদ্ধেও আফগানদের হাতে পরাজিত হন।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- অবশেষে পারস্যের শাসক শাহ তাহমাসপের রাজ দরবারে আশ্রয় লাভ করেন এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।
- দীর্ঘ ১৫ বছর পর শিয়া মতবাদ গ্রহন ও কান্দাহার দেয়ার বিনিময়ে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পারস্যের শাসকের সহায়তায় মুঘল সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।
- কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তিনি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পরে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

শেরশাহ (১৫৪০-৪৫):

- শেরখানের বাল্য নাম ছিল ফরিদ। তিনি আফগান জাতির শুর উপদলভক্ত।
- ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের চৌসার যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরখান 'শাহ' (সম্রাট) উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।
- এর পর তিনি নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা অঙ্কনের নির্দেশ জারি করেন।
- তিনি সাম্রাজ্যকে ৪৭ টি সরকারে,সরকারকে ১,১৩,০০০টি পরগণায় বিভক্ত করেন।পরগণা প্রধান আমীন। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম শাসন ইউনিট ছিল গ্রাম।
- ভারতীয় উপমহাদেশে শেরশাহ সর্বপ্রথম জমির নির্ভুল জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল। রাজস্ব আদায়ের জন্য পাটোয়ারী, চৌধুরী,মুকাদ্দাম কমর্কর্তা কর্মচারী নিয়োগ করেন।
- তিনি সবর্প্রথম 'কবুলিয়ত ও পাট্টা' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।
- তিনি স্বর্ণ মুদ্রা আশরাফী, রূপার তৈরি তঙ্কা' এবং তামার তৈরি 'দাম' নামে এক নব মুদ্রার প্রচলন করেন।
- শেরশাহ নির্মিত সড়কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল 'গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড'। এই সড়কটি বতর্মান বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে আগ্রা হয়ে দিল্লি এবং পাঞ্জাব হয়ে সিন্ধু পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ মাইল বিস্তৃত ছিল।
- দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য 'ঘোড়ার ডাক'এর প্রচলন করেন।
- সুলতান আলাউদ্দিন খলজির অনুকরণে 'দাগ' বা চিহ্নিত করণ ও হুলিয়া' পদ্ধতি চালু করেন।

জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর(১৫৫৬-১৬০৫):

- ১৫৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর উপাধি নিয়ে মাত্র ১৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন।
- বৈরাম খান আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং ১৫৬০ খ্রি. পর্যন্ত সম্রাট আকবর বৈরাম খানের তত্ত্বাবধানে রাজ্যশাসন করেন।
- বৈরাম খান মুঘল বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর পানিপথের ২য় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করেন।
- সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করা ও ভারতের এই যোদ্ধা ও কূটনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য সম্রাট রাজপুতদের সহিত সহনশীল ও মিত্রতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।
- এজন্য ১৫৬২ সালে আম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যা যোধাবাঈকে বিবাহ করেন। ১৫৭০ সালে বিকিনীর রাজ কন্যাকেও বিয়ে করেন। নিজ পুত্র সেলিমের সাথে ভগবান দাসের কন্যার বিবাহ সম্পন দেন।
- সম্রাট সামরিক ও বেসামরিক উচ্চ রাজপদে রাজপুতদের নিয়োগ দেন। রাজা মান সিংহ, ভগবান দাস,রাজা বিহারীমল, বীরবল ও টোডরমল প্রমুখ সবাই ছিলেন উচ্চ রাজপদ অধিকারী ও মনসবদার।
- সম্রাট হিন্দুদের তীথর্কর ও জিজিয়া কর রহিত করেন। তিনি হিন্দু মেলা ও মন্দির পরিদর্শন করতেন।
- ১৫৮২ খ্রি. দ্বীন-ই-ইলাহী নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন।
- সকল ধর্মের দ্বন্দ্বকে একপাশে রেখে ভাল দিকগুলো একত্রিত করে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন।
- সম্রাটের ধর্মনীতির মূল কথাই ছিল পরধর্ম সহিষ্ণুতা বা "সুলহ-ই-কুল"।
- প্রতি রবিবার নিজে এই ধর্মের দীক্ষা দিতেন।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- এর কতগুলো নিয়ম ও আচার পদ্ধতি ছিল। এই ধর অনুসারীদের চারটি জিনিস যথা ধন, জীবন, সম্মান এবং ধর্ম উৎসর্গ করতে হত।
- হিন্দু রাজা বীরবলসহ মাত্র ১৮ জন ব্যক্তি এই ধর্মমত গ্রহণ করেছিল। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর সাথে সাথে দ্বীন-ই-ইলাহীরও অবসান ঘটে।
- সুবিশাল সাম্রাজ্যকে ১৬০২ সালে ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন।
- প্রদেশের এ শাসনকার্যে একজন দিওয়ান, আমিল, ফৌজদার, কাজি ইত্যাদি পদের রাজকর্মচারি ছিলেন।
- রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য আকবর শের শাহের রাজস্বনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মোজাফফর খান তুরবতী ও রাজা টোডরমল রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।
- টোডরমল 'ইলাহীগঞ্জ' নামক রাশের চেইন ব্যবহার করে আবাদ যোগ্য জমির সঠিক পরিমাণ করেন।তিনি জমিকে উৎপাদন সক্ষমতা অনুযায়ী পোলাজ, পারউতি, চাচর ও বঞ্জর এ চারভাগে বিভক্ত করেন। তার এই নীতি জাবতি নীতি নামে পরিচিত।
- মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা পদমর্যাদা। এই পদের অধিকারীকে মনসবদার বলা হত। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে এ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদাররা দশ হাজারি পদ থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে দশজন সৈন্য সংরক্ষণের বিধান ছিল।
- তাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক, মুঘল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

লেকচার ১১ : মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৮৫৮)

নুরুদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর(১৬০৫-২৭):

- অনেকগুলো সন্তান পরপর মারা যাওয়ার পর শেখ সেলিম চিশতির দোয়ায় ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়।
- সে জন্য সেলিম চিশতির নামে সন্তানের নাম রাখেন সেলিম। তিনি ডাকতেন 'সেখুবাবা' বলে।
- তিনি ছিলেন অম্বররাজ বিহারীমলের কন্যার গর্ভজাত সন্তান।
- ১৬০৫ খ্রি: আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম 'নুরুদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর' নাম ধারণ করে ছত্রিশ বৎসর বয়সে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।
- নূরজাহানের প্রকৃত নাম মেহের-উন-নিসা। তিনি ছিলেন ইরানের ইস্পাহান হতে আগত মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা ও পারসিক যুবক আলীকুলি খানের স্ত্রী।
- আলীকুলী খানকে বাংলার বর্ধমানে জায়গীর প্রদান করা হয়। কিন্তু ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক সামরিক অভিযানে মৃত্যুবরণ করেন।
- ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট মেহের উন নিসাকে বিবাহ করেন এবং তার উপাধি দেন 'নূর মহল' (প্রাসাদের আলো) ও পরে নূরজাহান (পৃথিবীর আলো)।
- তার ভ্রাতা আসফ খান ও পিতা মীর্জা গিয়াস বেগ রাজদরবারে উচ্চ পদে আসীন হন।
- সম্রাট তার প্রিয় সম্রাজ্ঞীর নামে মুদ্রা জারি করেন।
- ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত জনগণ শিকলে টান দিয়ে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো। ইতিহাসে এই ঘন্টা Bell of Justice বা ন্যায়বিচারের ঘন্টা নামে পরিচিত।
- তিনি দস্তর-উল-আমল নামক ১২টি আইন প্রণয়ন করে ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।
- প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য ১৬০৬ খ্রি. জাকজমকের সাথে নওরোজ উৎসব পালন করেন।
- ১৬০৮ সালে ক্যাপ্টেন হকিংস রাজা প্রথম জেমসের অনুরোধ পত্র নিয়ে তাঁর দরবারে আসেন। ১৬১৫ সালে টমাস রো পুনরায় তার দরবারে আসেন।
- সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজ কোম্পানিকে সুরাটে একটি কুঠি স্থাপন এবং অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করেন।
- তিনি তাঁর আত্মজীবনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী রচনা করেন।

শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ শাহজাহান (১৬২৮-৫৮):

- শাহজাহানের প্রকৃত নাম ছিল খুররম।তিনি জাহাঙ্গীরের রাজপুত পত্নী জগৎ গোসাইয়ের পুত্র।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- ১৬১২ সালে শাহজাহান আসফ খানের কন্যা আরজুমান্দ বানু বেগমকে বিবাহ করেন।
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি 'আবুল মুজাফফর শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ শাহজাহান বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।
- আসফ খানকে শাহাজাহান প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেন।
- তার নির্দেশে ১৬৩২ সালে কাসিম খান এর পুত্র এনায়েতউল্লাহ পর্তুগীজদের উপর আক্রমণ চালায়। পর্তুগীজরা তখন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়।
- সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ ছিলেন সম্রাটের প্রিয় এবং তিনি পিতার সাথে আগ্রাতে অবস্থান করছিলেন।
- অন্য তিন পুত্রের মধ্যে সুজা বাংলায়, আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে এবং মুরাদ গুজরাটের প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়োজিত ছিলেন।
- তিনি ইতিহাসে "The Prince of Builders or Engineer King" নামে পরিচিত।
- তার স্থাপত্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তিনি লাল পাথরে মূল্যবান শ্বেত মর্মর পাথর (The Age of Marble) ব্যবহার করেছেন।
- রাজধানী আগ্রাতে তিনি নির্মাণ করেছিলেন দীউয়ান-ই-আম, দীউয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, সালিমার উদ্যান, শীষ মহল ইত্যাদি।
- শাহজাহান ১৬৩৮ খ্রি. রাজধানী আগ্রা হতে দিল্লিতে স্থানান্তর করেন এবং নতুন নগরীর নাম দেন শাহজাহানাবাদ।
- 'ময়ুর সিংহাসন' পারস্যের বিখ্যাত শিল্পী বেবাদল খাঁ নির্মাণ করেছিলেন। এই সিংহাসনের বাহন ছিল রত্ন খচিত ময়ুর।
- ১৭৩৯ সালে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ এই মহামূল্যবান ময়ূর সিংহাসনটি লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।
- যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত তাজমহল হচ্ছে সম্রাট তার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিকে অমর করে রাখার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
- বিশ হাজার দক্ষ শিল্পী ও কারিগর সুদীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ এই সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। (১৬৩২-৫৩)
- সম্রাট নিজেই ছিলেন এর পরিকল্পনাকারী। প্রধান স্থাপতি ছিলেন ইসফানদিয়ার রুমী ও মাস্টার ঈসা।

আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ গাজী(১৬৫৮-১৭০৭):

- দারাকে পরাজিত করে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আবুল মুজাফফর মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ গাজী উপাধি গ্রহণ করেন।
- ১৬৬৬ সুবাদার শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান চট্টগ্রামকে আরাকানী জলদস্যু হতে মুক্ত করেন এবং নাম রাখেন ইসলামাবাদ।
- তিনি মুদ্রায় 'কলেমা' উৎকীর্ণ করা বন্ধ করেন। তিনি 'নওরোজ' উৎসব বন্ধ করে দেন।
- রাজদরবারের মদ্যপান, সংগীত, নৃত্যকলা প্রদর্শন, ঝরোকা দর্শন, ব্যয় বহুল নওরোজ উৎসব ও বিলাসীতাকে ইসলামের পরিপন্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। রাজ দরবারের ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করেন।
- ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি শিয়াদের 'মহরম' উৎসব পালন ও তাজিয়া মিছিল নিষিদ্ধ করেন।
- এ জন্য সুন্নী মুসলমান প্রজাগণ আওরঙ্গজেবকে 'জিন্দাপীর' বলে মনে করতেন।
- ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব এক নির্দেশনামায় হিন্দু প্রজাদের ওপরে পুনরায় জিজিয়া কর স্থাপন করেন।
- তাঁর সময়ে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য ২১ টি সুবায় বিভক্ত ছিল।
- তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম আমলের সর্ববৃহৎ আইন সংকলন 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী', কাফী খানের 'মুনতাখাব-আল-জেবুর', 'আলমগীরনামা', মা'আসীর-ইআলমগীরী, 'খুলাসাত-আত-তাওয়ারীখ' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।
- পবিত্র কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করে এবং নিজহস্তে টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

পরবর্তী শাসকবৃন্দ:

- ১৭০৭ খ্রি. সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুবরণ করেন।
- আওরঙ্গজের পরবর্তীর মুঘল শাসকগণ হলেন যথাক্রমে;
- ১। বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২) ২। জাহান্দর শাহ (১৭১২-১৩) ৩। ফররুখ শিয়ার (১৭১৩-১৯) ৪। মুহাম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮) ৫। আহমদ শাহ (১৭৪৮-৫৪) ৬। দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৫৯) ৭। দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) ৮। দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-৩৭) ৯। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-৫৮)।
- মুঘল বংশের সর্বশেষ শাসক ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। তবে ইংরেজদের বেতনভোগী পুতুল সম্রাট ছাড়া তিনি আর কিছুই ছিলেন না।
- ১৮৫৭ সালে ইংরেজ শাসন বিরোধী সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার জন্য তাকে দায়ী করে ইংরেজরা এবং রেঙ্গুনে (ইয়াংগুন) নির্বাসন দেয়।
- সেখানেই তার জীবনাবসান ঘটে এবং এরই মধ্য দিয়ে ১৫২৬ সালে জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাপরাক্রমশালী মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

লেকচার ১২ : ইউরোপীয়দের প্রভাব বিস্তার (১৬০০-১৮৫৮)

ইউরোপীয়দের আগমন:

- ১৪৫৩ খ্রি. তুর্কি শাসকরা কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) দখল করার পর ইউরোপীয়রা ভারতে আসার প্রথম প্রচেষ্টা চালায়।
- কলম্বাস ভারতে আসার জন্যে যাত্রা করেছিলেন কিন্তু তিনি ১৪৯২ সালে গিয়ে পৌঁছেন আমেরিকায়।
- ১৪৯৮ খ্রি. ভাস্কো-দা-গামা ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছেন।

পর্তুগিজদের আগমন:

- ১৫০৯ খ্রি. আলবুকার্ক ভারতের গোয়ায় পর্তুগিজ রাজার প্রতিনিধি হিসেবে আসেন।
- আলবুকার্কের পরবর্তী পর্তুগিজ সেনাপতিরা দিউ,দমন,সলসেট,ব্যাসিল,চৌল, বোম্বাই, সাল্টাম, হুগলী অধিকার করে নেয়।
- তাদের এ অপরাধের মাত্রা বেড়ে গেলে সম্রাট শাহজাহান নির্দেশে কাসিম খান তাদের হুগলী কুঠি থেকে বিতাড়িত করেন।
- সবর্শেষ বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান তাদের চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ ঘাঁটি দখল করে চিরতরে এ দেশ থেকে উচ্ছেদ করেন।

ডাচ বা ওলন্দাজদের আগমন:

- ১৫৯৫ খ্রি. চারটি ডাচ জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ১৬০২ খ্রি. ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়।
- তারা গুজরাট, সুরাট, ব্রোচ, ক্যাম্বে, আগ্রা, আহমেদাবাদ, কোচিন, বাংলার চুঁচুড়া ইত্যাদি স্থানে তাদের ব্যবসায়িক ঘাঁটি বা কুঠি স্থাপন করে।

ইংরেজদের আগমন:

- ১৬০৮ সালে ক্যাপ্টেন হকিংস রাজা প্রথম জেমসের অনুরোধ পত্র নিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন।
- প্রথমদিকে তাঁর প্রতি সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন করা হলেও পর্তুগিজদের ষড়যন্ত্রে তিনি আগ্রার রাজদরবার থেকে বিতাড়িত হন।
- ১৬১৫ সালে টমাস রো পুনরায় তার দরবারে আসেন।
- সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজ কোম্পানিকে সুরাটে একটি কুঠি স্থাপন এবং অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করেন।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now | Google Play | App Store | Microsoft | Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

দিনেমারদের আগমন:

- ১৬১৬ খিস্ট্রাব্দে দিনেমারগণ(ডেনমার্কের অধিবাসীদের) উপমহাদেশে বাণিজ্য করার জন্য 'দিনেমার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে ত্রিবাঙ্কুরে ও শ্রীরামপুরে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করলেও বাণিজ্যিক সফলতা ছাড়াই এদেশ থেকে চিরতরে বিদায় নেয়।

ফরাসিদের আগমন:

- ১৬৬৪ খ্রি. চতুর্দশ লুই এর অর্থমন্ত্রী কলভেয়রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'। সম্রাট লুই ব্যবসার জন্যে এই কোম্পানিকে ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করেন।
- ১৬৬৮ খ্রি. ফ্রাঁসোয়া ফ্যারোঁ সুরাটে প্রথম ফরাসি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন।
- এরপর ফরাসিরা ১৬৬৯ খ্রি. মুসলিপট্টমে ও ১৬৭২ খ্রি. ওলন্দাজদের কাছ থেকে সানটুম বাণিজ্য কুঠি দখল করে নেয়। ১৬৭৩ খ্রি. ফরাসিরা পন্ডিচেরীতে তাদের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে।
- ১৬৭৪ খ্রি. ফরাসিরা বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের কাছ থেকে চন্দননগরের অধিকার লাভ করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোড়াপত্তন

- ১৬০০ খ্রি. ইংরেজ বণিকরা প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করার জন্যে গঠন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। রাণী এলিজাবেথ এই কোম্পানিকে রাজকীয় সনদ বা চার্টার প্রদান করেন।
- সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১২ সালে ইংরেজ কোম্পানিকে সুরাটে একটি কুঠি স্থাপনের অনুমতি প্রদানের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৮৬ খ্রি. থেকে রাজ্য স্থাপন ও রাজ্য শাসনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।
- জব চার্নক নামক একজন দূরদর্শী ইংরেজ কর্মকর্তা ১৬৯০ খ্রি. কলিকাতার সুতানটিতে ফিরে এসে কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন। ১৬৯৮ খ্রি. কলিকাতা, সুতানটি, গোবিন্দপুর-এই তিনটি গ্রামের জমিদারী লাভ করে কোম্পানি।
- ১৭০০ খ্রি. বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্য কুঠিগুলো একত্রিত করে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- ১৭১৭ খ্রি. মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ার এক ফরমানে বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার প্রদান করলে ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়।

পলাশীর যুদ্ধ-১৭৫৭ খ্রি.

- সিরাজ ১৭৩৩ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম মির্জা মুহম্মদ হাসিম মইনুদ্দীন খান।
- আলীবর্দী খানের কোনো পুত্র ছিল না ১৭৫৬ খিস্ট্রাব্দে নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু হলে সিরাজউদ্দৌলা বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ।
- তাঁর খালা ঘসেটি বেগম সিরাজের এক খালাতো ভাই শওকত জঙ্গকে মসনদে বসানোর জন্য ষড়যন্ত্র করেন।
- নবাবের প্রধান সেনাপতি ও বখশী মীর জাফরের ভূমিকাও ছিল কুচক্রী। এদের প্ররোচনা ও সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙ্গ সিরাজের প্রতি অবাধ্য হন।
- ইংরেজদের ঔদ্ধত্যে এবং অবাধ্যতায় ক্রোধান্বিত হয়ে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা তাদের শাস্তি দেবার জন্য অগ্রসর হন।
- ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন নবাব ইংরেজদের কাসিমবাজার কুঠি অধিকার করে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হন।
- খালা ঘসেটি বেগম সিরাজের এক খালাতো ভাই শওকত জঙ্গকে মসনদে বসানোর জন্য ষড়যন্ত্র করেন।
- নবাবের প্রধান সেনাপতি ও বখশী মীর জাফরের ভূমিকাও ছিল কুচক্রী। এদের প্ররোচনা ও সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙ্গ সিরাজের প্রতি অবাধ্য হন।
- ইংরেজদের ঔদ্ধত্যে এবং অবাধ্যতায় ক্রোধান্বিত হয়ে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা তাদের শাস্তি দেবার জন্য অগ্রসর হন।
- ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন নবাব ইংরেজদের কাসিমবাজার কুঠি অধিকার করে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হন।
- কয়েকজন আহত ও বন্দি ইংরেজ সৈন্যকে একটি কক্ষে আবদ্ধ রাখা হয়। এদের মধ্যে ১৬ জন মৃত্যুবরণ করে।
- হলওয়েল নামক জনৈক ইংরেজ কর্মচারী এ ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন।
- ওয়াটসন ও রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে মানিক চাঁদের নামমাত্র প্রতিরোধ ভেঙ্গে কলকাতা পুনরায় দখল করে নেয়।
- নবাব ইংরেজদের সাথে ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি আলীনগরের সন্ধি' নামে একটি সন্ধি করেন।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলেন ধনকুবের জগৎশেঠ, নবাবের সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্লভ, উঁমিচাদ, দিওয়ান রাজবল্লভ প্রমুখ।
- তাঁরা মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসানোর প্রতিশ্রুতি দেয়।
- মুর্শিদাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর তীরে মোতায়েনের আদেশ দেন। অন্যদিকে ক্লাইভ সৈন্যসহ পলাশীর আমবাগানে অবস্থান গ্রহণ করে।
- ১৭৫৭ খ্রিস্ট্রাব্দে ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আমবাগানে যুদ্ধ শুরু হয়।
- মীর মদন ও মোহন লাল নবাবের পক্ষে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। কিন্তু সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্লভ সেনাদল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন।
- রাজমহলের কাছে ধরা পড়েলে মীরজাফরের পুত্র মীরন তাকে হত্যার আদেশ দেয়। এ আদেশ বাস্তবায়ন করে মুহাম্মদী বেগ।
- ১৭৫৭ সালে ২ জুলাই ছুরিকাঘাতে নবাবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলার প্রায় দু'শ বছরের স্বাধীনতা অস্তমিত হল।

বক্সারের যুদ্ধ-১৭৬৪ খ্রি.

- এক গোপন চুক্তিতে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এ তিন জেলার জমিদারী ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করেন। বিনিময়ে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব পদে আসীন হন।
- গোলন্দাজ ও পদাতিক সৈন্যদেরকে ইউরোপীয় কায়দায় প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করেন।
- কাশিম ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন।
- ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের মুঘল সম্রাটের ফরমান অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানি বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার পায় তা বাতিল করে শুল্ক আদায় করার নির্দেশ দেন।
- ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পাটনার যুদ্ধে মীর কাশিমের সৈন্যদল সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলে নিরূপায় হয়ে তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজ্যে আশ্রয় নেন।
- মীর কাশিম নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে এক মৈত্রী জোট গঠন করেন এবং তাঁদের সম্মিলিত বাহিনী বিহারের দিকে অগ্রসর হয়।
- ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মনরো এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মিত্রপক্ষের গতিরোধ করে। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর বক্সার নামক স্থানে উভয়পক্ষে ঘোরতর লড়াই হয়।
- মীর কাশিম ও তাঁর মিত্ররা এ যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন।
- এ যুদ্ধের ফলে ক্লাইভ দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানী (রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব) লাভ করেন।
- ফলে বাংলায় ইংরেজ অধিকার আইনত স্বীকৃত ও কোম্পানি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়।

এলাহাবাদ চুক্তি (১৭৬৫খ্রি.):

- ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মীর জাফরের মৃত্যুর পর কোম্পানি তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র নজমুদ্দৌলাকে মসনদে বসায় এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি রবার্ট ক্লাইভ দ্বিতীয়বারের মতো কলিকাতা কাউন্সিলের গভর্নর হয়।
- ক্লাইভ এলাহাবাদে সম্রাট শাহ আলমের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রচুর উপহার দেন। সম্রাটের মর্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তিনি কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানী প্রদানের প্রার্থনা করেন।
- ক্লাইভ কারা ও এলাহাবাদ জেলা দু'টি থেকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে সম্রাটের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি প্রার্থনা করেন।
- এমতাবস্থায় সম্রাট শাহ আলম বিনা দ্বিধায় ক্লাইভের প্রস্তাবে রাজি হন।
- উভয়ের সম্মতিতে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট এলাহাবাদে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- চুক্তিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব শাসন ক্ষমতা কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেন।

দ্বৈত শাসন(১৭৬৫খ্রি.):

- ১৭৬৫ সালে এলাহাবাদ চুক্তি বলে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করেছিল ইংরেজরা।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- দিউয়ানি এবং নিয়ামত-এই দুটি শাসন কাজের ভাগাভাগিকে এক অর্থে দ্বৈত শাসন বলা যায়।
- রাজস্ব আদায় ও ভূমী বিচারের ভার ছিল কোম্পানির উপর। অন্যদিকে নিজামত তথা বিচার ও প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব ছিল নবাবের উপর।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর(১৭৭০ খ্রি.):

- একদিকে দ্বৈত শাসনের দায়িত্বহীনতা ও পরপর দু'বছর অনাবৃষ্টি ও খরার ফলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দ/১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এক প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়।
- খাদ্যের অভাবে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
- সামগ্রিকভাবে কৃষির অবনতি ও অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে দেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। অবশেষে এর কুফলের প্রেক্ষিতে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়।

সিপাহী বিদ্রোহ(১৮৫৭খ্রি.):

- গভর্নর জেনারেল ডালহৌসির সময়ে স্বত্ত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে।
- যার ফলে সাঁতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, ভগৎ, উদয়পুর, করাউলী প্রভৃতি অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে।
- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহও এর ফলে চরম ক্ষিপ্ত হন।
- হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হয়।
- এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো।
- তখন সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি ব্যবহার করা হচ্ছে।
- আরও প্রচার করা হয় যে ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্ম নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।
- ইংরেজদের নানা অরাজকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে।
- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন মঙ্গল পান্ডে নামে এক সিপাহী।
- দ্রুত এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল মিরাট, কানপুর পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাসহ ভারতের প্রায় সর্বত্র।
- বিপ্লবীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলে ঘোষণা করে।
- ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত সৈনিকদের বেশির ভাগ যুদ্ধে সরাসরি শহিদ হয়েছিলেন।
- তাদের যারা পরাজিত বা বন্দী অবস্থায় ধরা পড়েন তাঁদের সরাসরি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।
- বিপ্লব ব্যর্থ হলে শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন, মায়ানমার) নির্বাসন দেয়া হয়। তিনি সেখানে ১৮৬২ খ্রি. ৮৭ বৎসর বয়সে মারা যান।
- ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ আগুণে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন। নানা সাহেব পরাজিত হয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন।
- ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের আশেপাশের অনেক গাছে সরাসরি অনেকদিন ঝুলিয়ে রাখা হয় অনেক বিপ্লবীর লাশ। এভাবে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। ফলে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটেছিল।
- ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২ আগস্ট বৃটিশ পার্লামেন্ট এক আইন পাশ করে ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে অর্পণ করে।
- ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে স্বত্ত্ববিলোপ নীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নিয়ম বাতিল করা হয়েছিল।
- তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধিন হয়েছিল।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

❖ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ২০০ MCQ

ইসলাম পূর্ব আরব ও মহানবী (স.) এর জীবনী

০১. কবে মক্কা বিজয় সংগঠিত হয়?
(ক) ৬৩০ সালের জানুয়ারিতে
(খ) ৬৩০ সালের জুনে
(গ) ৬৩০ সালের মার্চে
(ঘ) ৬৩০ সালের ডিসেম্বরে
সঠিক উত্তর: (ক) ৬৩০ সালের জানুয়ারিতে
ব্যাখ্যা: মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়েছিল ৮ম হিজরির ২০ রমজান তারিখে, যা খ্রিস্টীয় ৬৩০ সালের জানুয়ারি মাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার মাধ্যমে মক্কা শহর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

০২. বাইআতে রিদওয়ানকে অন্য যে নামে ডাকা হয়—
(ক) বাইআতে হুদায়বিয়া
(খ) বাইআতে শাজার
(গ) বাইআতে সামুরা/বাবলা
(ঘ) বাইআতে মাগানিম
সঠিক উত্তর: (খ) বাইআতে শাজার
ব্যাখ্যা: বাইয়াতে রিদওয়ানকে বাইয়াতে শাজার বা গাছের শপথ নামেও ডাকা হয়। ৬ষ্ঠ হিজরিতে হুদাইবিয়া নামক স্থানে রাসুল (সা) তার ১৪০০ সাহাবীর কাছ থেকে উসমান (রা) হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটি গাছের নিচে এই শপথ গ্রহণ করান।

০৩. কোন তারিখে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
(ক) ১৩ মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ
(খ) ২১ মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ
(গ) ২৩ মার্চ ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ
(ঘ) ৩ মার্চ ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ
সঠিক উত্তর: (খ) ২১ মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ
ব্যাখ্যা: উহুদের যুদ্ধ ৩ হিজরির ৭ শাওয়াল তারিখে (২১ মার্চ ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে) সংঘটিত হয়েছিল। এটি মদিনার মুসলিম ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে সংঘটিত একটি যুদ্ধ, যেখানে মুসলিমদের নেতৃত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ (সা) এবং কুরাইশদের নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান।

০৪. হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনির সৈন্যসংখ্যা কত ছিল?
(ক) ১০০০০
(খ) ১২০০০
(গ) ১৮০০০
(ঘ) ৩০০০০
সঠিক উত্তর: (খ) ১২০০০
ব্যাখ্যা: হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে; তবে বেশিরভাগ সূত্রে ১২ হাজার থেকে ১৪ হাজার সৈন্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে ইসহাক এর বর্ণনায় সংখ্যাটি ১০ হাজার, আবার কারো কারো মতে ১১,৫০০ ছিল বলে জানা যায়।

০৫. খন্দক যুদ্ধের আগে মদিনায় কোন ইহুদি গোষ্ঠী বসবাস করত?
(ক) বনু নাজির ও বনু কুরাইজা
(খ) হাওয়াজিন ও সাকিফ
(গ) কুরাইশ ও কুরাইজা
(ঘ) বনু হারেস ও বনু জয়নব
সঠিক উত্তর: (ক) বনু নাজির ও বনু কুরাইজা
ব্যাখ্যা: খন্দক যুদ্ধের আগে মদিনায় বনু কুরাইজা এবং বনু নাজির নামক দুটি প্রধান ইহুদি গোষ্ঠী বসবাস করত। বনু নাজিরকে আগে মদিনা থেকে উৎখাত করা হয়েছিল। তাদের প্ররোচনাতেই কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্র মদিনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল।

০৬. প্রথম বাইআতুল আকাবা কোন বছরে সংঘটিত হয়?
(ক) নবুওতের ১১তম বছর
(খ) নবুওতের ১২তম বছর
(গ) নবুওতের ১৩তম বছর
(ঘ) নবুওতের ৯ম বছর
সঠিক উত্তর: (ক) নবুওতের ১১তম বছর

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: প্রথম বাইয়াতে আকাবা ৬২১ খ্রিস্টাব্দে বা নবুওতের ১১তম বছর সংঘটিত হয়েছিল, যখন মদিনা থেকে আসা কিছু লোক মক্কায় রাসুল (সা) এর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম প্রচারে সাহায্য করার শপথ নেন।

০৭. খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর বিন আস (রা) কোন হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেন?

(ক) ৫ম (খ) ৭ম

(গ) ৯ম (ঘ) ৪র্থ

সঠিক উত্তর: (খ) ৭ম

ব্যাখ্যা: খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা) ও আমর ইবন আস (রা) উভয়েই ৭ হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা মক্কায় কুরাইশদের প্রভাবশালী নেতা ও সাহসী সেনাপতি ছিলেন। খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে পরবর্তীতে রাসুল (সা) উপাধি দেন সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি)। আর আমর ইবন আস (রা) ইসলাম গ্রহণের পর মিসরের বিজয়ে নেতৃত্ব দেন।

০৮. মুতার যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতিদের মধ্যে কে শহিদ হন?

(ক) খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) (খ) যায়েদ বিন সাবিত (রা)

(গ) আলি ইবনে আবি তালিব (রা) (ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: ৮ম হিজরিতে সংঘটিত মুতার যুদ্ধে আল্লাহর রাসুলের (সা) ভবিষ্যতবাণী অনুসারে ৩ জন সেনাপতি শহিদ হন। তারা হলেন- জাফর ইবনে আবি তালিব, যায়েদ ইবনে হারিসা, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা)।

০৯. রাসুল (সা)-এর জীবনের শেষ গাযওয়া ছিল কোনটি?

(ক) হুনাইন (খ) মক্কা বিজয়

(গ) তাবুক (ঘ) পারস্য বিজয়

সঠিক উত্তর: (গ) তাবুক

ব্যাখ্যা: তাবুক যুদ্ধ ছিল মুহাম্মদ (সা)-এর নেতৃত্বে শেষ সামরিক অভিযান, যা ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে (৯ম হিজরি) বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের আগ্রাসন ঠেকাতে পরিচালিত হয়েছিল। একে গাযওয়াতুল উসরা বা কষ্টের যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়।

১০. যুন্নুরাইন কার উপাধি?

(ক) হযরত আবু বকর (রা) (খ) হযরত উসমান বিন আফফান (রা)

(গ) হযরত আলি (রা) (ঘ) হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা)

সঠিক উত্তর: (খ) হযরত উসমান বিন আফফান (রা)

ব্যাখ্যা: যুন্নুরাইন উপাধিটি ছিল হযরত উসমান (রা)-এর, কারণ তিনি নবী মুহাম্মদ (সা)-এর দুই কন্যা রুকাইয়া (রা) ও উম্মে কুলসুম (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন। যুন্নুরাইন শব্দের অর্থ হলো দুই জ্যোতির অধিকারী বা দুই নূরের অধিকারী।

১১. উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পাহাড়ী তীরন্দাজ বাহিনির সদস্য কতজন ছিল?

(ক) ৩০ জন (খ) ৪০ জন

(গ) ২৫ জন (ঘ) ৫০ জন

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৫০ জন

ব্যাখ্যা: উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পাহাড়ি তীরন্দাজ বাহিনীতে ৫০ জন সদস্য ছিল, যাদেরকে নবীজি (সা) উহুদ পর্বতে স্থাপন করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের অবস্থান ত্যাগ না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১২. রাসুল (সা) কতটি গাযওয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন?

(ক) ০৯টি (খ) ২৭টি

(গ) ৪৭টি (ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (ক) ০৯টি

ব্যাখ্যা: রাসুল (সা) যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তাকে গাযওয়া বলে; গাযওয়ার সংখ্যা ২৭টি। সারিয়া হলো সেসকল যুদ্ধ, যেগুলোতে তিনি নিজে অংশ গ্রহণ করেননি। সারিয়ার সংখ্যা নিয়ে মতভেদ বিদ্যমান।

১৩. বদর যুদ্ধে মুহাজির বাহিনীর নেতৃত্বে কে ছিলেন?

(ক) সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) (খ) আলি বিন তালিব (রা)

(গ) সাদ বিন মুআজ (রা) (ঘ) মুসআব বিন কুরাইশি (রা)

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now GET IT ON Google Play Download on the App Store Get it from Microsoft Download on the Mac App Store livemcq.com 01701377322

সঠিক উত্তর: (খ) আলি বিন তালিব (রা)
ব্যাখ্যা: বদর যুদ্ধে মুহাজির বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আলী (রা)। বদরের যুদ্ধে তাঁর অসামান্য বীরত্বের জন্য মুহাম্মদ (সা) তাঁকে জুলফিকার নামক ঐতিহাসিক তরবারি উপহার দেন। বদরের যুদ্ধে যে দুটি কালো রংয়ের পতাকা মুসলমানদের ছিলো তার একটি ছিলো মহানবী (সা)-এর হাতে অপরটি হযরত আলী (রা) এর হাতে।
১৪. হিরাক্লিয়াস কোন সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন?
(ক) সাসানীয়
(খ) পারস্য
(গ) মিশরীয়
(ঘ) রোমান বাইজেন্টাইন
সঠিক উত্তর: (ঘ) রোমান বাইজেন্টাইন
ব্যাখ্যা: হিরাক্লিয়াস বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। তিনি ৬০২ থেকে ৬৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন।
১৫. মুসলিমরা প্রথম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন-
(ক) নবুয়তের পঞ্চম বছর
(খ) নবুয়তের ষষ্ঠ বছর
(গ) নবুয়তের সপ্তম বছর
(ঘ) নবুয়তের অষ্টম বছর
সঠিক উত্তর: (ক) নবুয়তের পঞ্চম বছর
ব্যাখ্যা: আবিসিনিয়ায় হিজরতের এই ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। এতে মুসলিমরা মক্কার নেতাদের নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় খুঁজে পায়। প্রথম হিজরত হয় নবুয়তের পঞ্চম বছরে, রজব মাসে। এ সময় মোট ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী হিজরত করেন।
১৬. রাসুলে কারিম (সা) এর জন্ম সালের ভিন্ন নাম কী?
(ক) সানাতুল উফুদ
(খ) আমুল হুজন
(গ) আমুল ফিল
(ঘ) কোনটিই নয়
সঠিক উত্তর: (গ) আমুল ফিল
ব্যাখ্যা: রাসুলে কারিম (সা) এর জন্মসালকে হস্তীবর্ষ বা হাতির বছর বলা হয়। এটি ছিল সেই বছর যখন আবরাহা নামক এক রাজা কাবা ঘর ধ্বংস করতে হাতি নিয়ে এসেছিলেন।
১৭. কোন শহরকে উম্মুল কুরা নামে আখ্যায়িত করা হয়?
(ক) মদিনা
(খ) মক্কা
(গ) দামেশক
(ঘ) বসরা
সঠিক উত্তর: (খ) মক্কা
ব্যাখ্যা: উম্মুল কুরা বা সকল বসতির জননী বলা হয় সৌদি আরবের মক্কা শহরকে। এটি ইসলামী বিশ্বের একটি পবিত্র শহর এবং মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান।
১৮. আমুল হুজন দ্বারা কোন বছর উদ্দেশ্য?
(ক) ৬১০ খ্রি.
(খ) ৬১৯ খ্রি.
(গ) ৬১৬ খ্রি.
(ঘ) ৬২২ খ্রি.
সঠিক উত্তর: (খ) ৬১৯ খ্রি.
ব্যাখ্যা: আমুল হুজুন শব্দটি দ্বারা শোকের বছর বোঝানো হয়। এটি ইসলামের ইতিহাসে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দকে নির্দেশ করে, যখন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবনে দুইটি বড় শোকের ঘটনা ঘটেছিল। তার স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা) এবং চাচা ও আশ্রয়দাতা আবু তালিব একই বছরে মারা যান। অন্য একটি বর্ণনায় এটি ৬২০ খ্রি. বর্ণিত হয়েছে।
২০. প্রাক ইসলামি যুগের আরবি কবিতার সেরা সংকলনকে কী বলা হতো?
(ক) সাবআ মুয়াল্লাকা
(খ) শাহনামা
(গ) মাসনবি
(ঘ) কাসিদা
সঠিক উত্তর: (ক) সাবআ মুয়াল্লাকা
ব্যাখ্যা: প্রাক-ইসলামী আরবের সেরা কবিতার সংকলনগুলোকে বলা হতো সাবআ মুয়াল্লাকা। এগুলি সাতটি বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতার সংকলন, যা প্রাক-ইসলামী যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনা হিসেবে বিবেচিত।
২১. কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তার পরিবারকে কোন সময় অবরুদ্ধ করে রাখে?

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

(ক) ৬১৭-৬২১ খ্রি.
(খ) ৬১৭-৬১৯ খ্রি.
(গ) ৬১৫-৬১৭ খ্রি.
(ঘ) ৬১০-৬১৩ খ্রি.
সঠিক উত্তর: (খ) ৬১৭-৬১৯ খ্রি
ব্যাখ্যা: কুরাইশরা মক্কার আবু তালিবের উপত্যকা-তে নবি (সা) এবং তার পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল ৬১৭-৬১৯ মোট ৩ বছর।

২২. রাসুলে কারিম (সা)-এর মাদানি জীবনের প্রথম মসজিদটি কী নামে পরিচিত?
(ক) মসজিদে বনু সালামা
(খ) মসজিদে নববি
(গ) মসজিদে কিবলাতাইন
(ঘ) মসজিদে কুবা
সঠিক উত্তর: (ঘ) মসজিদে কুবা
ব্যাখ্যা: নবি মুহাম্মদ (সা)-এর মদিনায় নির্মিত প্রথম মসজিদটি মসজিদে কুবা নামে পরিচিত। এটি ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের প্রথম স্থাপনাসমূহের মধ্যে অন্যতম।

২৩. The Ship of the Desert বা মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কোন প্রাণীকে?
(ক) ঘোড়া
(খ) উট
(গ) মেষ
(ঘ) দুম্বা
সঠিক উত্তর: (খ) উট
ব্যাখ্যা: উটই মরুভুমীর একমাত্র বাহন। যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্যে উটই একমাত্র সাহায্যকারী। তাই উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

২৪. বেদুইনদের গোত্র প্রধানকে কি বলা হতো?
(ক) নেতা
(খ) সম্রাট
(গ) রাজা
(ঘ) শেখ
সঠিক উত্তর: (ঘ) শেখ
ব্যাখ্যা: বেদুইনরা গোত্রীয় ভাবে একত্রে বসবাস করত। বয়স,সাহস,বিচারিক ক্ষমতা, বীরত্ব সহ বেশ কিছু গুণের অধিকারীকে তারা গোত্র প্রধান বা 'শেখ' নির্বাচন করত।

২৫. বাসুসের যুদ্ধ কত বছর স্থায়ী হয়েছিল?
(ক) ২০ বছর
(খ) ৩০ বছর
(গ) ৪০ বছর
(ঘ) ৫০ বছর
সঠিক উত্তর: (গ) ৪০ বছর
ব্যাখ্যা: সামন্য উটকে প্রহার করা কে কেন্দ্র করে বনু বকর ও বনু তাঘলিবের মধ্যে সংঘটিত বাসুসের যুদ্ধ দীর্ঘ ৪০ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

২৬. আরবদের শেক্সপিয়ার বলা হয় কোন কবি কে?
(ক) আমর ইবনে কুলসুম
(খ) ইমরুল কায়েস
(গ) হারিস ইবনে হিল্লিজা
(ঘ) যুহায়ের
সঠিক উত্তর: (খ) ইমরুল কায়েস
ব্যাখ্যা: হজ্জ মৌসুমে উকায মেলায় কবিতা প্রতিযোগিতার আসর বসত। সেখানে নির্বাচিত সাতটি কবিতা সোনালী হরফে লিখে কাবা ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো হতো। এই সাত কবিতাকে সাবায়ে মুয়াল্লকাত বলা হয়। এর বিখ্যাত কবি ছিলেন ইমরুল কায়েস, আমর ইবনে কুলসুম, হারিস ইবন হিল্লিজা,যুহায়ের প্রভৃতি।

২৭. আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে একত্ববাদে বিশ্বাসী লোকজন কি নামে পরিচিত ছিল?
(ক) একত্ববাদী সম্প্রদায়
(খ) নিরীহ সম্প্রদায়
(গ) হানিফ সম্প্রদায়
(ঘ) পৌত্তলিক সম্প্রদায়
সঠিক উত্তর: (গ) হানিফ সম্প্রদায়

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগে যারা ইব্রাহিম (আ.) প্রচারিত একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল তাদের হানিফ সম্প্রদায় নামে অভিহিত করা হয়। খাদিজা রা.এ চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফেল, জায়েদ, উমাইয়া বিন আবু সালাত,আবু বকর (রা.) প্রমুখ এ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২৮. মদনিা সনদ কত সালে প্রণীত হয়?

(ক) ৬২০ খ্রি. (খ) ৬২২খ্রি.
(গ) ৬২৪ খ্রি. (ঘ) ৬২৮ খ্রি.

সঠিক উত্তর: (খ) ৬২২খ্রি.

ব্যাখ্যা: ৬২২ সালে ৪৭ টি মতান্তরে ৫৩ টি ধারার সম্বলিত মদিনার সনদ বা মদিনার সংবিধান রচনা করেন। যা ম্যাগনাকার্টার সাথে তুলনা করা হয়। এটি ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান।

২৯. হিজরত কে মহানবী (স) এর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা বলেছেন কে?

(ক) জোসেফ হেল (খ) পি.কে. হিট্টি
(গ) নিকলসন (ঘ) অআবু বকর (রা.)

সঠিক উত্তর: (ক) জোসেফ হেল

ব্যাখ্যা: ঐতিহাসিক জোসেফ হেল হিজরত কে মহানবী (স) এর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

৩০. হিজরতের সময় মহানবী (স) কোন পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন?

(ক) সাওর পর্বত (খ) হেরা পর্বত
(গ) জাবালে নুর পর্বত (ঘ) তুর পর্বত

সঠিক উত্তর: (ক) সাওর পর্বত

ব্যাখ্যা: ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর হযরত আলীকে নিজের বিছানায় রেখে আবু বক্করকে সাথে নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিন দিন সাওর পর্বতের গুহায় আত্মগোপনে থাকার পর মদিনার দিকে যাত্রা করেন।

৩১. কুরআনে 'ফাতহুম মুবিন' বলা হয়েছে কোনটিকে?

(ক) বদর যুদ্ধকে (খ) মক্কা বিজয়কে
(গ) হুদায়বয়ার সন্ধিকে (ঘ) মদিনায় হিজরতকে

সঠিক উত্তর: (গ) হুদায়বয়ার সন্ধিকে

ব্যাখ্যা: হুদায়বয়ার সন্ধি ৬২৮ খ্রি.স্বাক্ষরিত হয়। যাকে কুরআনে ফাতহুম মুবিন বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২. মহানবী (স.)কাকে 'সাইফুল্লাহ' উপাধীতে ভূষতি করনে?

(ক) হযরত আবু বকর (রা)কে (খ) হযরত ওমর (রা)কে
(গ) হযরত আলী (রা)কে (ঘ) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)কে

সঠিক উত্তর: (ঘ) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)কে

ব্যাখ্যা: খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) এর নেতৃত্বে ও বীরত্বে মুসলমারা মুতার যুদ্ধে বিজয় লাভ করায় মহানবী (স.) তাকে 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহর তরবারী উপাধি প্রদান করেন।

৩৩. পবিত্র কুরআনে খন্দকের যুদ্ধকে কি বলা হয়েছে?

(ক) ফাতহুম মুবিন (খ) আহযাবের যুদ্ধ (গ) গাজওয়াতুল ওসারাত (ঘ) হারবুল ফিজ্জার

সঠিক উত্তর: (খ) আহযাবের যুদ্ধ

ব্যাখ্যা: পবিত্র কুরআনে এই যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধ (সম্মিলিত বাহিনীর) বলা হয়েছে।

৩৪. কত সালে মক্কা বিজয় হয়েছিল?

(ক) ৬২৮ খ্রি. (খ) ৬৩০খ্রি.
(গ) ৬২৪ খ্রি. (ঘ) ৬৩২ খ্রি.

সঠিক উত্তর: (খ) ৬৩০খ্রি.

ব্যাখ্যা: ৬৩০ সালের ৬ জানুয়ারি মহানবী (সাঃ) ১০০০০ সৈন্য নিয়ে মক্কায় রওয়ানা দেন। আব্বাস (রা.) কুরাইশদের মহানবীর কাছে আত্মসমর্পণ উদ্বুদ্ধ করেন ফলে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজিত হয়।

৩৫. মহানবী (স) কার পরামর্শে পরিখা খনন করনে?

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

(ক) হযরত আবু বকর (রা) (খ) হযরত ওমর (রা)
(গ) হযরত ওসমান (রা) (ঘ) হযরত সালমান ফারসি (রা)
সঠিক উত্তর: (ঘ) হযরত সালমান ফারসি (রা)
ব্যাখ্যা: ৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে মার্চ কুরাইশ, বেদুইন ও ইহুদিরা সম্মিলিতভাবে মদিনা আক্রমণ করে। মোকাবেলায় নবী মহানবী(স) পারস্যের সাহাবী সালমান ফারসির পরামর্শে মদিনার চারপাশে পরিখা খনন করেন।

খোলাফায়ে রাশেদুন

৩৬. খলিফা শব্দের অর্থ কি?
(ক) বিচারক (খ) ব্যবসায়ী
(গ) প্রতিনিধি (ঘ) সম্রাট
সঠিক উত্তর: (গ) প্রতিনিধি
ব্যাখ্যা: ৬৩২ সালে মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর যে চারজন (৬৩২-৬৬১) তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাদের খলিফা বলা হয়। খলিফা শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত, Representative

৩৭. খিলাফত কোন ধরনের সংগঠন?
(ক) ধর্মীয় সংগঠন (খ) রাজনৈতিক সংগঠন
(গ) সামাজিক সংগঠন (ঘ) ধর্মীয়-রাজনৈতিক সংগঠন
সঠিক উত্তর: (ঘ) ধর্মীয়-রাজনৈতিক সংগঠন
ব্যাখ্যা: ৬৩২ সালে মহানবী (স.) এর ওফাতের পর আবু বকর (রা) কে ৬৩২ সালে খলিফা নির্বাচিত করার মধ্যে দিয়েই খেলাফতের সূচনা ঘটে। খিলাফত ধর্মীয়-রাজনৈতিক সংগঠন।

৩৮. খোলাফায়ে রাশেদুনের নির্বাচন পদ্ধতি কেমন ছিল?
(ক) গণতান্ত্রিক (খ) রাজতান্ত্রিক
(গ) সমাজতান্ত্রিক (ঘ) পূর্বের মনোনীত
সঠিক উত্তর: (ক) গণতান্ত্রিক
ব্যাখ্যা: বিশিষ্ট সাহাবীরা একত্রিত হয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আবু বকর (রা.)কে খলিফা নির্বাচন করে। পরবর্তীতে বাকী তিনজনকেও একই ভাবে নির্বাচন করা হয়।

৩৯. ভন্ড নবীদের মধ্যে নারী কে?
(ক) সাজাহ (খ) আসাদ আনসী
(গ) তোলায়হা (ঘ) মুসায়লামা
সঠিক উত্তর: (ক) সাজাহ
ব্যাখ্যা: মহানবী (স.) এর ইন্তেকালের পর অনেক কুটকৌশলী ও সুবিধাবাদী ব্যক্তি আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের নবী বলে দাবী করে। তাদের মধ্যে নারী ছিল সাজাহ, যে নিজের সুবিধার জন্য মুসায়লামাকে বিবাহ করেন।

৪০. রিদ্দা শব্দর অর্থ কি?
(ক) পলায়নকরী (খ) সাহায্যকারী
(গ) স্বধর্ম ত্যাগকারী (ঘ) আমানতের খেয়ানতকারী
সঠিক উত্তর: (গ) স্বধর্ম ত্যাগকারী
ব্যাখ্যা: আরবের অনেক অঞ্চলের মানুষ মহানবী (স.) এর সময় ইসলাম গ্রহন করলেও তার মৃত্যুর পর ইসলামকে অস্বীকর করে পূর্বের ধর্মে ফিরে যায়। তাদের বিরুদ্ধে রিদ্দার যুদ্ধ পরে চালিত হয়। রিদ্দা অর্থ হচ্ছে স্বধর্মত্যাগকারী।

৪১. রিদ্দার যুদ্ধের সময় খিলাফতকে কয়ভাগে বিভক্ত করে যুদ্ধপরিচালনা করা হয়?
(ক) ১০ ভাগে (খ) ০৯ ভাগে
(গ) ১২ ভাগে (ঘ) ১১ ভাগে
সঠিক উত্তর: (ঘ) ১১ ভাগে
ব্যাখ্যা: স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার জন্য সমগ্র খিলাফতকে ১১টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ভাগে একজন করে সেনাপতিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সবচেয়ে বীর সেনাপতি ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

৪২. আবু বকর (রা.) কে সর্ব প্রথম খলিফা হিসেবে স্বীকার করেন কে?
(ক) ওমর (রা.) (খ) আবু উবায়দাকে
(গ) আলী (রা.) (ঘ) ওসমান (রা.)
সঠিক উত্তর: (ক) ওমর (রা.)
ব্যাখ্যা: খলিফা নির্বাচন নিয়ে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করলে হযরত উমর (রা.) বয়স, অবস্থান, পদমর্যাদা, সম্মান ইত্যাদি বিবেচনা করে হযরত আবু বকর (রা.) কে ইসলামের প্রথম খলিফা বলে ঘোষণা করে তাঁর হাত স্পর্শ করে বায়াৎ গ্রহণ করেন।
৪৩. আবু বকর (রা.) ভন্ডনবীদের দমনের কারণ কি ছিল?
(ক) শক্তিশালী ছিল (খ) খলীফা পদের দাবী করেছিল
(গ) অমুসলিম ছিল (ঘ) নবুয়্যতের দাবী করেছিল
সঠিক উত্তর: (ঘ) নবুয়্যতের দাবী করেছিল
ব্যাখ্যা: মহানবী (স.) এর ইন্তেকালের পর অনেক কুটকৌশলী ও সুবিধাবাদী ব্যক্তি আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের নবী বলে দাবী করে।
৪৪. কোন যুদ্ধের পর কুরআন সংকলন শুরু হয়?
(ক) ইয়ারমুকের যুদ্ধ (খ) ইয়ামামার যুদ্ধ
(গ) কাদেসিয়ার যুদ্ধ (ঘ) বুজাখার যুদ্ধ
সঠিক উত্তর: (খ) ইয়ামামার যুদ্ধ
ব্যাখ্যা: ভন্ডনবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মুসায়লামাকে ৬৩৩ খ্রি. খালিদ (রা.) তাকে ইয়ামামার যুদ্ধে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধে ৩০০/৭০ জন হাফেজ শহিদ হয়। এজন্যে ওমর (রা.) এর পরামর্শে যায়েদ বিন সাবিতকে কুরআন সংকলনের দায়ীত্ব দেন।
৪৫. হযরত আবু বকর (রা.) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন?
(ক) দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে রাষ্ট্রের হাল ধরার জন্য (খ) তাঁর অন্তিম ইচ্ছা ছিল
(গ) মহানবী (সা.) প্রদত্ত উপাধি জন্য (ঘ) মদীনাবাসীকে আর্থিক সাহায্যর জন্য
সঠিক উত্তর: (ক) দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে রাষ্ট্রের হাল ধরার জন্য
ব্যাখ্যা: হযরত আবু বকর (রা.) দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে রাষ্ট্রের হাল ধরে শিশু রাষ্ট্রেকে রক্ষা। ইসলামের প্রতি তাঁর ত্যাগ ও সেবার জন্য তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বা 'Savior of Islam' বলা হয়।
৪৬. কোন যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা) তার সমস্ত সম্পদ দান করেন?
(ক) মুতার যুদ্ধে (খ) উহুদ যুদ্ধে
(গ) বদর যুদ্ধে (ঘ) তাবুক যুদ্ধে
সঠিক উত্তর: (ঘ) তাবুক যুদ্ধে
ব্যাখ্যা: রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে তাবুক ৬৩০/৬৩১ খ্রি.অভিযান ছিল মহানবী (স.) এর শেষ অভিযান। এ যুদ্ধের তহবিল সংগ্রহের সময় আবু বকর (রা) তার সমস্ত সম্পদ দান করেন।
৪৭. 'আল ফারুক' বা সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী উপাধিটি কোন খলিফার ?
(ক) হযরত আবু বকর (রা.) (খ) হযরত ওমর (রা.)
(গ) হযরত ওসমান (রা.) (ঘ) হযরত আলী (রা)
সঠিক উত্তর: (খ) হযরত ওমর (রা.)
ব্যাখ্যা: ইসলামের সঠিক মর্ম অনুধাবন করে ইসলাম গ্রহন করায় মহানবী (সা.) হযরত ওমর (রা.)কে 'আল ফারুক' বা সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী উপাধি দেন।
৪৮. কোন খলিফার আমলে ইসলাম সুবিস্তৃতি লাভ করে?
(ক) আবু বকর (রা.) (খ) ওমর (রা.)
(গ) আলী (রা.) ঘ) ওসমান (রা.)
সঠিক উত্তর: (খ) হযরত ওমর (রা.)

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: চারজন খলীফা মধ্যে হযরত উমর (রা.) এর সময় ইসলামী সাম্রাজ্য সুবিস্তৃতি লাভ করে। আরবের বাইরেও পারস্য,বাইজান্টাইন, মিশর ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪৯. আল-ফুসতাতে নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন কে?

(ক) আমর ইবন আল-আস (রা.) (খ) খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)
(গ) আবু উবায়দা (রা.) (ঘ) ওমর (রা.)

সঠিক উত্তর: (ক) আমর ইবন আল-আস (রা.)

ব্যাখ্যা: আমর ইবন আল-আস (রা.) ৬৪১ সালের ৮ই নভেম্বর আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় করেন। বর্তমান কায়রোর নিকটবর্তী আল-ফুসতাতে একটি নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন।

৫০. পারস্য চূড়ান্তভাবে বিজয় অর্জিত হয় কোন যুদ্ধের মাধ্যমে?

(ক) নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ (খ) কাদিসিয়ার যুদ্ধ
(গ) জালুলার যুদ্ধ (ঘ) ইয়ারমুকের যুদ্ধ

সঠিক উত্তর: (ক) নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ

ব্যাখ্যা: মুসলিম সেনাপতি ছিল নুমান বিন মুকরানের নেতৃত্বে ৬৪১ খ্রি. হামাদানের নিকটবর্তী নিহাওয়ান্দে পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পারস্যবাসী চূড়ান্তভাবে মুসলিমদের নিকট পরাজিত হয়। সমগ্র পারস্য মুসলমানদের আধিনে চলে আসে।

৫১. কোন খলিফাকে 'Administrative genius' বলা হয় ?

(ক) হযরত আবু বকর (রা.) (খ) হযরত উমর (রা.)
গ) হযরত উসমান (রা.) (ঘ) হযরত আলী (রা.)

সঠিক উত্তর: (খ) হযরত উমর (রা.)

ব্যাখ্যা: চারজন খলীফা মধ্যে হযরত উমর (রা.) এর সময় প্রশাসনিক সংস্কার অনেক বেশি সম্পন্ন হয় এ জন্য তাকে 'Administrative genius' বলা হয়।

৫২. সর্ব প্রথম পরিকল্পিত ভাবে আদমশুমারীর ব্যবস্থা করেন কে?

(ক) হযরত আবু বকর (রা.) (খ) হযরত উমর (রা.)
(গ) হযরত উসমান (রা.) (ঘ) হযরত আলী (রা.)

সঠিক উত্তর: (খ) হযরত উমর (রা.)

ব্যাখ্যা: সুবিস্তৃতিত ইসলামী সাম্রাজ্যের শাসনকার্যের সুবিধা ও জনগণকে সুন্দর ভাবে ভাতা প্রদানের জন্য হযরত উমর (রা.) সর্ব প্রথম পরিকল্পিত ভাবে আদমশুমারীর ব্যবস্থা করেন।

৫৪. হযরত উমর (রা.) কত সালে হিজরী সাল প্রবর্তন করেন?

(ক) ৬২২ সালে (খ) ৬৩৪ সালে
(গ) ৬৩৯ সালে (ঘ) ৬৪৪ সালে

সঠিক উত্তর: (গ) ৬৩৯ সালে

ব্যাখ্যা: হিজরতকে স্বরণীয় করে রাখতে হযরত উমর (রা.) ৬৩৯ সালে হিজরী সাল প্রবর্তন করেন।

৫৫. কাদেসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে?

ক) ৬৩২ খ্রি. খ) ৬৩৩ খ্রি.
গ) ৬৩৪ খ্রি. ঘ) ৬৩৬খ্রি.

সঠিক উত্তর: ঘ) ৬৩৬খ্রি.

ব্যাখ্যা: ৬৩৬ খ্রি. নভেম্বর মাসে কাদেসিয়ার প্রান্তরে ৩ দিন ব্যাপি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পারশ্যিক মহাবীর রুস্তম যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়।

৫৬. ওসমান (রা.)কে যুন্নুরাইন বলা হয় কেন?

(ক) দানশীলতার জন্য (খ) শিক্ষিত হওয়ার জন্য
(গ) উদারতার জন্য (ঘ) মহানবী (স.) এর দুই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য

সঠিক উত্তর: (ঘ) মহানবী (স.) এর দুই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com 01701377322

ব্যাখ্যা: ওসমান (রা.) রাসূল (সা.) এর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে একজনের মৃত্যুর পর অন্যজনকে বিয়ে করেন। তাই তাঁকে বলা হয় 'যুন্নুরাইন' বা দুই-নূরের/ দুই জ্যোতির অধিকারী।

৫৭. জামিউল কুরআন বলা হয় কাকে?

(ক) হযরত আবু বকর (রা.) (খ) হযরত উমর (রা.)

(গ) হযরত উসমান (রা) (ঘ) হযরত আলী (রা.)

সঠিক উত্তর: (গ) হযরত উসমান (রা)

ব্যাখ্যা: ওসমান (রা.) মূল কুরআনের পাঠ ও বিভ্রান্তি দূর করতে তিনি ৬৫১ খ্রি. যায়েদ বিন-সাবিত (রা.) এর নেতৃত্বে কুরআনের মূল পান্ডুলিপি রাসূল (সা.) এর অন্যতম স্ত্রী ও হযরত উমর (রা.) এর কন্যা বিবি হাফসার নিকট থেকে গ্রহণ করে কয়েকটি অনুলিপি করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে আগের সব গুলো পুড়িয়ে ফেলেন। এই জন্য তাকে 'জামিউল কুরআন' উপাধি দেওয়া হয়।

৫৮. আসাদুল্লাহ শব্দের অর্থ কি

(ক) আল্লাহর তরবারী (খ) আল্লাহর সিংহ

(গ) আল্লাহর আর্শিবাদ (ঘ) আল্লাহর পরিচয়

সঠিক উত্তর: (খ) আল্লাহর সিংহ

ব্যাখ্যা: খাইবার যুদ্ধে (৬২৮) সুরক্ষিত কামুস দুর্গ বিজয়ের সময় এ দুর্গের ফটক আলী (রা.) একাই ভেঙ্গে ফেলেন। তখন রাসূল (সা.) তাকে 'আসুদল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দেন।

৫৯. হযরত আলী (রা.) মদিনা থেকে ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় স্থানান্তর করেন?

(ক) মক্কায় (খ) দামেস্ককে

(গ) জেরুজালেমে (ঘ) কুফায়

সঠিক উত্তর: (ঘ) কুফায়

ব্যাখ্যা: ৬৫৬ খ্রি. এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় উষ্ট্রের যুদ্ধ বা (জঙ্গে জামাল) এর মাধ্যমেই ইসলামে গৃহ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এ যুদ্ধের পর মদিনায় বিদ্রোহ বৃদ্ধি ও আলী (রা.) এর সমর্থক কমতে থাকে। সেজন্য তিনি রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা থেকে ৬৫৭ খ্রি. কুফায় স্থান্তরিত হয়।

৬০. খোলাফায়ে রাশেদিনের চার খলিফার সাথে রাসূল স.) এর সম্পর্ক কি ছিল?

(ক) প্রথম দুজন শ্বশুর শেষ দুজন জামাতা

(খ) প্রথম দুজন জামাতা শেষ দুজন শ্বশুর

(গ) চার জনই শ্বশুর

(ঘ) চার জনই জামাতা

সঠিক উত্তর: (ক) প্রথম দুজন শ্বশুর শেষ দুজন জামাতা

ব্যাখ্যা: রাসূল (সা.) আবু বকর (রা.) এর মেয়ে আয়েশা (রা.) কে ও ওমর (রা.) এর মেয়ে আফসা (রা.) কে বিবাহ করেছিলেন। আলী (রা.) ৬২৫ খ্রি. রসূল (সা.) এর কনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) কে বিবাহ করেন। ওসমান (রা.) রাসূল (সা.) এর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে একজনের মৃত্যুর পর অন্যজনকে বিয়ে করেন। প্রথম দুজন শ্বশুর শেষ দুজন জামাতা।

৬১. শিয়াদের মতে ১ম বৈধ খলিফা কে?

(ক) হযরত আবু বকর (রা.) (খ) হযরত ওমর (রা.)

(গ) হযরত ওসমান (রা.) (ঘ) হযরত আলী (রা.)

সঠিক উত্তর: (ঘ) হযরত আলী (রা.)

ব্যাখ্যা: ইসলামের গোড়াপন্থি উগ্র সম্প্রদায় হচ্ছে শীয়া। ৬৮০ সালে কারবালার যুদ্ধের পর শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এ সম্প্রদায়ের অনুসারীরা আলী (রা.)কে ১ম বৈধ খলিফা মনে করে।

৬২. হযরত উসমান (রা.)এর উপাধি কি ছিল?

(ক) আসাদুল্লাহ (খ) ফারুক

(গ) গণী (ঘ) সিদ্দিক

সঠিক উত্তর: (গ) গণী

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: হযরত উসমান (রা.) কুরাইশ বংশের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন জন্য তাকে 'গণি' (সম্পদশালী বা ধনী) উপাধি দেয়া হয়। তিনি তার সম্পদ অকাতরে ইসলামের জন্য ব্যয় করেছেন।

৬৩. খারেজীদের নেতা কে ছিল?

(ক) হাসান বিন সাবাহ্ (খ) আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব আল-রাবিব

(গ) আবু মুসা আশয়ারী. (ঘ) আব্দুল্লা ইবনে মুলজাম

সঠিক উত্তর: (খ) আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব আল-রাবিব

ব্যাখ্যা: দুমাতুল জান্দাল (আজরুহ) নামক স্থানে সালিশি বৈঠকের ফলাফল মেনে না নিয়ে আলী (রা.) এর ১২০০০ সমর্থক আলাদা হয়ে যায়। ফলে ইসলামের সর্বপ্রথম ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল হিসেবে খারিজী সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব আল-রাবিব ছিল তাদের নেতা।

৬৪. সিফফিনের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?

(ক) ৬৫৬খ্রি. (খ) ৬৫৭খ্রি.

(গ) ৬৫৯ খ্রি. (ঘ) ৬৬১খ্রি.

সঠিক উত্তর: (খ) ৬৫৭খ্রি.

ব্যাখ্যা: আলী (রা.) এর প্রতি মুয়াবিয়া (রা.) এর আনুগত্যে অনীহা, উসমান (রা.) হত্যার বিচার দাবিতে মুয়াবিয়া (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এর মধ্যে ৬৫৭ খ্রি. ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে সিফফিন নামে স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৬৫. হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নয় কোনটি?

(ক) স্বজনপ্রীতি (খ) বিলাসিতা

(গ) কুরআন শরীফ দগ্ধীভূতকরণ (ঘ) ভাতা বন্ধ করা

সঠিক উত্তর: (খ) বিলাসিতা

ব্যাখ্যা: হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, কুরআন শরীফ দগ্ধীভূতকরণ, আদুল্লাহ ইবনে মাসুদ ও হযরত উবাই (রা.) এর ভাতা বন্ধ করা, বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎকরণের, রাষ্ট্রীয় চারণভূমি ব্যবহার, আবু জার আল গিফারীকে নির্বাসনের মত গুরুত্বর অভিযোগ আনা হয়।

উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০)

৬৬. কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পর কোন গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে?

(ক) খারেজী (খ) হাশেমী

(গ) মুতাজিলা (ঘ) শিয়া

সঠিক উত্তর: (ঘ) শিয়া

ব্যাখ্যা: ৬৮০ সালের ১০ অক্টোবর (১০ মহররম ৬১ হিজরী)তে ফোরাত নদীর তীরে কারবালার প্রান্তরে হুসাইন সপরিবারে শাহাত বরণ করেন। একটি গোষ্ঠি ইমাম হুসাইনকে নেতা মনে করে অন্য কারো নেতৃত্ব অস্বীকার করে। এই গোড়াপন্থি ধর্মীয় গোষ্ঠিটিই ইতিহাসে শিয়া নামে পরিচিত।

৬৭. খলিফা হিসেবে ঘোষনার পূর্বে মুয়াবিয়া কোথাকার শাসক ছিল?

(ক) খোরাসান (খ) হেজাজ

(গ) সিরিয়া (ঘ) মিশর

সঠিক উত্তর: (গ) সিরিয়া

ব্যাখ্যা: নেতৃত্বের গুনাবলী থাকায় হযরত ওমর (রা.) ৬৩৮ সালে মুয়াবিয়াকে সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।

৬৮. মুয়াবিয়া (রা.) কে 'প্রথম আরব নৃপতি'বলা হয় কেন?

(ক) নিজেই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন (খ) জনগণ এই উপাধি দিয়েছিল

(গ) রাজার মত জীবনযাপন করায় (ঘ) প্রথম রাজতন্ত্র চালু করেন জন্য

সঠিক উত্তর: (ঘ) প্রথম রাজতন্ত্র চালু করেন জন্য

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ।
Join Now GET IT ON Google Play Download on the App Store Get it from Microsoft Download on the Mac App Store livemcq.com 01701377322

ব্যাখ্যা: উপদেষ্টা আল-মুগীরার পরামর্শে মুয়াবিয়া তার পুত্র ইয়াজিদকে ৬৭৯ সালে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে ইয়াজিদকে মনোনীত করে রাজতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটান। প্রথম রাজতন্ত্র চালু করেন জন্য মুয়াবিয়া (রা.) কে 'প্রথম আরব নৃপতি'বলা হয়।

৬৯. কারবালার প্রান্তর কোথায় অবস্থিত?

(ক) ইরানে (খ) ইরাকে

(গ) মিশরে (ঘ) সিরিয়ায়

সঠিক উত্তর: (খ) ইরাকে

ব্যাখ্যা: ইমাম হুসাইন (রা.) (১০ সেপ্টেম্বর, ৬৮০) ২০০/৭২ জনের কাফেলা নিয়ে কুফা হতে ২৫ মাইল উত্তরে ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালার প্রান্তরে (ইরাকে) এসে উপস্থিত হন।

৭০. নিচের কোনটি আব্দুল মালিকের সংস্কার নয়?

(ক) আরবি মুদ্রা চালু (খ) মাওয়ালীদের উপর করারোপ

(গ) কুরআন সংকলন (ঘ) আরবি বর্ণলিপির উন্নতি

সঠিক উত্তর: (গ) কুরআন সংকলন

ব্যাখ্যা: আব্দুল মালিক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সহযোগিতায় আরবি বর্ণমালায় বা লিপিতে হরকত ও নুকতা সংযোজন করেন। তিনি দামেস্কে ৬৯৫ সালে রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় টাকশাল প্রতিষ্ঠা করে আরবী অক্ষর যুক্ত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), ও ফালস (তাম্রমুদ্রা) প্রচলন করেন। তিনি মাওয়ালীদের (অনারব নও মুসলিম) উপর জিজিয়া ও খারাজ ধার্য করেন।

৭১. কোন উমাইয়া খলিফাকে আরবদের জুলিয়াস সিজার বলা হয়?

(ক) আ. মালিককে (খ) আল ওয়ালিদকে

(গ) ওমর বোন আ. আজিজকে (ঘ) মুয়াবিয়াকে

সঠিক উত্তর: (ঘ) মুয়াবিয়াকে

ব্যাখ্যা: ৬৬১ সালে মুয়াবিয়া ক্ষমতা দখল করে উত্তর আফ্রিকা, ভূ-মধ্যসাগর সহ অনেক অঞ্চল বিজয় করেন। তিনিই প্রথম কনস্টান্টিনোপোল অবরোধ করেন। এ সবের জন্যই তাকে আরবদের জুলিয়াস সিজার বলা হয়।

৭২. নিচের কে আল-ওয়ালিদের বিখ্যাত সেনাপতিদের অন্তর্ভুক্ত নয়?

(ক) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (খ) মুহাম্মদ বিন কাসিম

(গ) তারিক বিন জিয়াদ করেন (ঘ) কুতায়বা বিন মুসলিম

সঠিক উত্তর: (ক) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

ব্যাখ্যা: আল-ওয়ালিদের সময় বিখ্যাত চার সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম, তারিক বিন জিয়াদ, মুসা ইবনে নুসাইর ও কুতায়বা বিন মুসলিম।

৭৩. সুলাইমানকে 'আশির্বাদের চাবি' বলা হয় কেন?

(ক) দান সদকা করার জন্য (খ) সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য

(গ) সকল অন্যায় অবিচার দূর করার জন্য (ঘ) হাজার হাজার বন্দিকে মুক্তি দেয়ার জন্য

সঠিক উত্তর: (ঘ) হাজার হাজার বন্দিকে মুক্তি দেয়ার জন্য

ব্যাখ্যা: আ. মালিকের শাসনামলে পূর্বাঞ্চলের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সামান্য কারনে হাজার হাজার মানুষকে বন্দি করেন। সুলাইমান এ সকল বন্দিকে মুক্তি দেয়ার জন্য তাকে আশির্বাদের চাবি' বলা হয়।

৭৪. প্রথম আদর্শ নকশার মসজিদ কোনটি?

(ক) দামেস্ক মসজিদ (খ) মদিনা মসজিদ

(গ) রাক্কা মসজিদ (ঘ) মসজিদে কুবা

সঠিক উত্তর: (ক) দামেস্ক মসজিদ

ব্যাখ্যা: যে মসজিদে ৭ টি বৈশিষ্ট বিদ্যমান থাকবে তাকেই আদর্শ নকশার মসজিদ বলা হয়। ৭ টি বৈশিষ্ট হচ্ছে-১) জুল্লাহ (নামাজঘর) ২) সাহান (আঙ্গিনা) ৩) রিওয়াক (বারান্দা) ৪) মিম্বার ৫) মিহরাব ৬) মিনার ৭) ওজু খানা। পূর্বে গীর্জার স্থানে আল ওয়ালিদ সর্ব প্রথম দামেস্ক জামে মসজিদে ৭ টি বৈশিষ্ট সন্নিবেশ ঘটিয়ে আদর্শ নকশার মসজিদ স্থাপন করেন।

৭৫. কোন উমাইয়া খলিফাকে 'উমাইয়া সাধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয় ?

(ক) আল-ওয়ালিদ (খ) ওমর বিন আব্দুল আযীয

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now GET IT ON Google Play Download on the App Store Get it from Microsoft Download on the Mac App Store livemcq.com 01701377322

(গ) মুয়াবিয়া (ঘ) আব্দুল মালিক

সঠিক উত্তর: (খ) ওমর বিন আব্দুল আযীয

ব্যাখ্যা: ওমর বিন আব্দুল আযীয খোলাফায়ে রাশিদীনের নীতি অনুসরণ করে সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি মাওয়ালীদের (অনারব মুসলিম) উপর হতে জিযিয়া ও খারাজ মওকুফ করেন। এজন্যই তিনি পঞ্চম ধর্ম প্রাণ খলিফা ও 'উমাইয়া সাধু (Pious Caliph of the Umayyah) বা ২য় ওমর নামে পরিচিত।

৭৬. রাজেন্দ্র (Father of the kings) বলা হয় কোন শাসক কে?

(ক) মুয়াবিয়াকে (খ) মারওয়ানকে

(গ) আ. মালিককে (ঘ) আল ওয়ালিদকে

সঠিক উত্তর: (গ) আ. মালিককে

ব্যাখ্যা: আ. মালিককের চারপুত্র ছিল। আল- ওয়ালিদ ৭০৫-১৫, সুলাইমান ৭১৫-১৭, ২য় ইয়াজিদ ৭২০-২৪, হিশাম ৭২৪-৪৩ পর্যন্ত উমাইয়া খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহন করেন। তার সব পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করায় তাকে রাজেন্দ্র (Father of the kings) বলা হয়।

৭৭. 'আরবদের নিরো' বলা হয় কাকে?

(ক) আল-ওয়ালিদকে (খ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে

(গ) মুয়াবিয়াকে (ঘ) সুলাইমানকে

সঠিক উত্তর: (খ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে

ব্যাখ্যা: হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হাজার হাজার মানুষকে সামন্য কারণে বন্দি করেন। তার কঠোরতার জন্য তাকে 'আরবদের নিরো' বলা হয়।

৭৮. উমাইয়া বংশের শেষ গৌরব বলা হয় কোন শাসককে?

(ক) হিশামকে (খ) ওমর বিন আ.আজিজকে

(গ) ২য় মারওয়ানকে (ঘ) সুমাইমানকে

সঠিক উত্তর: (ক) হিশামকে

ব্যাখ্যা: হিশাম উমাইয়াদের মর্যাদা পুন:প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এ জন্য তাকে উমাইয়া বংশের শেষ গৌরব বলা হয়।

৭৯. উমাইয়া খিলাফতের শেষ খলিফা কে?

(ক) আব্দুল মালিক (খ) দ্বিতীয় ইয়াজিদ

(গ) দ্বিতীয় মারওয়ান (ঘ) ওমর বিন আবদুল আজিজ

সঠিক উত্তর: (গ) দ্বিতীয় মারওয়ান

ব্যাখ্যা: ৭৫০ সালের এদের সাথ যুদ্ধে শেষ খলিফা ২য় মারওয়ান পরাজয়ের কারণে উমাইয়া খিলাফতের অবসান ঘটে।

৮০. উমাইয়া আমলে কাবার বিকল্প হিসেবে কোন স্থাপনা নির্মিত হয়?

(ক) আল-আকসা মসজিদ (খ) কুববাতুল সাখরা

(গ) গ্রেট মসজিদ অব দামেস্ক (ঘ) আল-হেরাম

সঠিক উত্তর: (খ) কুববাতুল সাখরা

ব্যাখ্যা: আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরের জন্য মক্কা ও মদিনার উপর কর্তৃত্ব না থাকায় কাবার বিকল্প হিসেবে ৬৯১ সালে আ.মালিক কুববাত আস সাখরা বা Dome of the Rock নির্মাণ করেন।

আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮)

৮১. কোন শাসক ইতিহাসে আস্-সাফ্ফাহ হিসেবে পরিচিত?

(ক) আবু জাফর (খ) আল মনসুর

(গ) মুয়াবিয়া (ঘ) আবুল আব্বাস

সঠিক উত্তর: (ঘ) আবুল আব্বাস

ব্যাখ্যা: আবুল আব্বাস আস সাফফাহ উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহন করেন। তিনি উমাইয়াদের দেহ কবর হতে তুলে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। হয়। কেবল মুয়াবিয়া ও দ্বিতীয় উমরের কবর এই নিষ্ঠুরতার হাত হতে রক্ষা পায়। এ জন্য তাকে আস-সাফফাহ বা রক্তপিপাসু উপাধি দেয়া হয়।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

৮২. খালিদ বিন বার্মাক কে ছিলেন?

(ক) উজির (খ) জল্লাদ

(গ) সভাপতি (ঘ) সেনাপ্রধান

সঠিক উত্তর: (ক) উজির

ব্যাখ্যা: খালিদ আব্বাসীয় আন্দোলনে যোগদান করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখায় আবুল আব্বাস তাকে কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে তিনি উজির হিসেবে নিযুক্ত হন। খালিদই বার্মাকী বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

৮৩. হারুন-অর-রশীদের মায়ের নাম কী?

(ক) যুবাইদা (খ) খাইজুরান

(গ) গুলবদন (ঘ) রাজিয়া

সঠিক উত্তর: (খ) খাইজুরান

ব্যাখ্যা: হারুন-অর-রশীদের মায়ের নাম খায়জুরান। যিনি আল মাহদীর ২য় স্ত্রী।

৮৪. খলিফা হারুন-অর-রশীদ কোন মাযহাবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন?

(ক) শাফেয়ী (খ) হাম্বলী

(গ) হানাফী (ঘ) মালিকী

সঠিক উত্তর: (গ) হানাফী

ব্যাখ্যা: হারুন-অর-রশীদের সময়ে হানাফী মাজহাব আত্মপ্রকাশ করে।

৮৫. বাগদাদ শহরের নাম করা হয় কোন নামে?

(ক) দারুস সালাম (খ) মানসুরিয়া

(গ) শান্তিনিবাস (ঘ) সবগুলোই

সঠিক উত্তর: (ঘ) সবগুলোই

ব্যাখ্যা: আবু জাফর আল মনসুর পারস্য সম্রাট কিসরার গ্রীষ্মকালীন আবাস্থল দজলা নদীর পশ্চিম তীরে সুদীর্ঘ ৪ বছর (৭৬২-৬৬) পরিশ্রম করে নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। এ নগরীর নামকরণ হয় 'দারুস-সালম' (শান্তি নিবাস)। আবু জাফর আল মনসুর এ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন জন্য একে মানসুরিয়া ও বলা হয়।

৮৬. 'নহরে জুবায়দা' কেন খনন করা হয়?

(ক) বাগদাদে শিক্ষা বিস্তারের জন্য

(খ) মক্কায় হাজীদের পানিকষ্ট দূর করার জন্য

(গ) মক্কার হজ্বযাত্রী ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য

(ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (খ) মক্কায় হাজীদের পানিকষ্ট দূর করার জন্য

ব্যাখ্যা: খলিফা হারুন অর রশিদের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী যুবায়দা ৮০২ সালে মক্কায় হাজীদের পানির কষ্ট দূর করার জন্য নহর-ই-জুবায়দা নামে একটি খাল খনন করেন।

৮৭. 'আরব জোয়ান অব আর্ক' (Arab Joan of Arc) নামে পরিচিত ছিলেন কে?

(ক) যুবাইদা (খ) খাইজুরান

(গ) গুলবদন (ঘ) লায়লা

সঠিক উত্তর: (ঘ) লায়লা

ব্যাখ্যা: মসুলে খারিজী নেতা ওয়ালিদ নিহত হলে তাঁর ভগ্নী লায়লা খারিজীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আরবীয় ইতিহাসে 'আরব জোয়ান-অব-আর্ক' (Arab Joan-of-Arc) নামে পরিচিত।

৮৮. কত খ্রিস্টাব্দে আল-মামুন বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন?

(ক) ৮১৩ সালে (খ) ৮১৯ সালে

(গ) ৮২৪ সালে (ঘ) ৮৩০ সালে

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৮৩০ সালে

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: ৮৩০ খ্রি. বাইতুল হিকমা (House of Wisdom) প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ ব্যুরো মোট ৩টি শাখা ছিল। হুনায়ন ইবনে ইসহাক এর পরিচালক ছিলেন।

৮৯. আব্বাসীয় আমলে প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে কী বলা হতো?

(ক) কাজি (খ) আমির

(গ) উজির (ঘ) ওয়ালি

সঠিক উত্তর: (গ) উজির

ব্যাখ্যা: আব্বাসীয় আমলে প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে উজির বলা হত। আবুল আব্বাস আস সাফফাহ সরব প্রথম উজির পদ সৃষ্টি করেন। ১ম উযীর হিসেবে আবু সালমা খাল্লালকে নিযুক্ত করেন।

৯০. "আল-খাওয়ারিজমী" কিসের জন্য বিখ্যাত ছিলেন?

(ক) জ্যোতির্বিজ্ঞানী (খ) গণিত ও ভূগোলবিদ

(গ) দর্শনিক (ঘ) ইসলামি আইন বিশারদ

সঠিক উত্তর: (খ) গণিত ও ভূগোলবিদ

ব্যাখ্যা: মুসা-আল-খাওয়ারিজমী ছিলেন বিখ্যাত গণিত ও ভূগোলবিদ। তাঁর রচিত "হিসাবুল জবর ওয়াল মুকাবালাহ" গণিত শাস্ত্রের একটি প্রাচীনতম গ্রন্থ।

৯১. "আল-কিন্দি" কে ছিলেন?

(ক) প্রথম মুসলিম দার্শনিক (খ) জ্যোতির্বিদ

(গ) ইতিহাসবিদ (ঘ) সেনাপতি

সঠিক উত্তর: (ক) প্রথম মুসলিম দার্শনিক

ব্যাখ্যা: দার্শনিক আল-কিন্দি আল-মামুনের শাসনকালকে গৌরবান্বিত করেন।

৯২. কুরাইশদের বাজপাখী (The Falcon of Quraish) বলা হয় কাকে?

(ক) আবু জাফর আল মনসুরকে (খ) আব্দুর রহমানকে

(গ) আব্দুল আজিজকে (ঘ) আবু মুসলিমকে

সঠিক উত্তর: (খ) আব্দুর রহমানকে

ব্যাখ্যা: ৭৫৬ খ্রি. আব্দুর রহমান স্পেনে উমাইয়া স্বাধীন আল-আমিরাত প্রতিষ্ঠিত করলে আবু জাফর আল মনসুর মুগিস কে সেখানে প্রেরণ করেন। কিন্তু আ. রহমান মুগিসকে হত্যা করে তার মাথা মনসুরের কাছে পাঠালে তাকে কুরাইশদের বাজপাখী (The Falcon of Quraish) বলে অভিহিত করেন।

৯৩. ইদ্রিসী বংশ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

(ক) মরক্কোতে (খ) মিশরে

(গ) উত্তর আফ্রিকায় (ঘ) ত্রিপলীতে

সঠিক উত্তর: (ক) মরক্কোতে

ব্যাখ্যা: আল-হাদীর সময় আলী পন্থিদের ইদ্রিস নামে এক ব্যাক্তি মরক্কোতে বার্বারদের সহায়তায় মরক্কোতে ইদিস্রীয় বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

৯৪) তাহিরী বংশ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

(ক) ৮১৩ সালে (খ) ৮২১ সালে

(গ) ৮৩০ সালে (ঘ) ৮৩৩ সালে

সঠিক উত্তর: (খ) ৮২১ সালে

ব্যাখ্যা: আল মামুনের শাসনামলে পূর্বাঞ্চলে মামুনের নিযুক্ত শাসক তাহির ৮২১ সাল থেকে স্বাধিন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

৯৫. বুয়াইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

(ক) মুইয-উদ-দৌলা (খ) আজদুদ্দৌলাহ

(গ) ইজজুদ্দৌলাহ (ঘ) শামসউদ্দৌলাহ

সঠিক উত্তর: (ক) মুইয-উদ-দৌলা

ব্যাখ্যা: মুইয-উদ-দৌলা বাগদাদে তাঁর পিতার নামানুসারে এ বংশের নাম রাখেন বুয়াইয়া বংশ।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লজ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

৯৬. সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী জাতিতে কি ছিলেন?

(ক) পারসিক (খ) তুর্কি
(গ) কুর্দি (ঘ) বার্বার

সঠিক উত্তর: (গ) কুর্দি

ব্যাখ্যা: সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী ১১৩৭ খ্রিষ্টাব্দ, তিকরিত (বর্তমান ইরাক) এ জন্মগ্রহন করেন। তার আসল নাম ইউসুফ ইবন আইয়ুব। তিনি জাতীতে কুর্দি ছিলেন। ১১৭৪ সালে সালাহউদ্দিন 'আইয়ুবী' বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

৯৭. 'ক্রসেড'(Crusade) শব্দের অর্থ কি?

(ক) অন্যায় যুদ্ধ (খ) পবিত্র যুদ্ধ
(গ) ন্যায় যুদ্ধ (ঘ) ধর্মযুদ্ধ

সঠিক উত্তর: (ঘ) ধর্মযুদ্ধ

ব্যাখ্যা: ক্রসেড অর্থ ধর্মযুদ্ধ। ক্রসেড (Crusade) বলতে সাধারণত ১১শ শতক থেকে ১৩শ শতকের মধ্যে ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত একাধিক সামরিক অভিযানের কথা বোঝানো হয়।

৯৮. গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের নেতা কে ছিলেন?

(ক) মালিক শাহ (খ) হাসান বিন সাবাহ
(গ) আলপ আর-সালান (ঘ) নিজাম-উল-মুলক

সঠিক উত্তর: (খ) হাসান বিন সাবাহ

ব্যাখ্যা: মালিক শাহের রাজত্বের শেষ দিকে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নিযামুল মুলকের সহপাঠি হাসান সাবাহ। যিনি পর্বতের বৃদ্ধ লোক (The Old Man of the Mountain) নামে পরিচিত।

৯৯. নিযামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন কে?

(ক) মালিক শাহ (খ) নিজাম-উল-মুলক
(গ) আলপ আর-সালান (ঘ) ইমাম গাজ্জালী

সঠিক উত্তর: (খ) নিজাম-উল-মুলক

ব্যাখ্যা: নিজাম-উল-মুলক তুষী ১০৬৫-৬৭ খ্রি. বাগদাদে নিযামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) ছিলেন এই মাদ্রাসার একজন অধ্যাপক। মহাকবি শেখ সাদী এই মাদ্রাসার অন্যতম কৃতী ছাত্র ছিলেন।

১০০. বাগদাদের সর্বশেষ আব্বাসীয় খলিফার নাম কী?

(ক) আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ (খ) আল-মুতাসিম বিল্লাহ
(গ) আল-মুস্তাসিম (ঘ) আল-মুতাওয়াক্কিল

সঠিক উত্তর: (গ) আল-মুস্তাসিম

ব্যাখ্যা: ১২৫৬ সালে মোঙ্গল সেনাপতি হালাকু খান গুপ্তঘাতক সম্প্রদ্রায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে সাহায্য চাইলে খলিফা মুস্তাসিম (১২৪২-৫৮) তাতে কোন সাড়া দেননি। সাহায্য না করার অযুহাতে হালাকু খানের বাহিনী ১২৫৮ সাল বাগদাদ ধ্বংস করে।

১০১. কোন শাসক আব্বাসীয় খিলাফতে তুর্কি সেনাবাহিনী গঠন করেন?

(ক) আল-আমীন (খ) আল-মামুন
(গ) আল মুতাসিম বিল্লাহ (ঘ) আল মুতাওয়াক্কিল

সঠিক উত্তর: (গ) আল মুতাসিম বিল্লাহ

ব্যাখ্যা: আল মুতাসিম বিল্লাহ পারস্য সৈন্যদের প্রভাব হ্রাস করার জন্য তুর্কিদের নিয়ে নতুন সেনাবাহিনী গঠন করেন। তুর্কি সেনাবাহিনী ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। পরে এই বাহিনীর উত্তরসূরী হিসেবে সেলজুকদের আবির্ভাব ঘটে।

১০২. ১২৫৮ সালে পতনের পর আব্বাসিরা কোথায় খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল?

(ক) ইস্তাম্বুলে (খ) দামেস্কে
(গ) কায়রোতে (ঘ) মদিনায়

সঠিক উত্তর: (গ) কায়রোতে

ব্যাখ্যা: ১২৫৮ সালে হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমনের পর দীর্ঘ আব্বাসীয় শাসনের অবসান ঘটে। সাজারুদ্দার ১২৬০ সালে মিশরে মামলুক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাসীয় খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

১০৩. আব্বাসি-বাইজেন্টাইন সম্পর্ক সাধারণত কেমন ছিল?
(ক) খুবই শান্তিপূর্ণ
(খ) বিতাড়নমূলক
(গ) সীমান্ত সংঘর্ষ ও কূটনীতি ভিত্তিক
(ঘ) বন্ধুত্বপূর্ণ
সঠিক উত্তর: (গ) সীমান্ত সংঘর্ষ ও কূটনীতি ভিত্তিক
ব্যাখ্যা: আব্বসীয় ২য় খলিফা আবু জাফর আল মনসুর ১ম বাইজান্টাইনদের পদানত করে কর প্রদানে বাধ্য করেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে সীমান্তে সংঘর্ষ ও পরাজিত হয়ে কর প্রদান এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনই আব্বাসি-বাইজেন্টাইন সম্পর্কের প্রধান বৈশিষ্ট।

১০৪. বুয়াইয়ারা কোন মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল?
(ক) শিয়া
(খ) সুন্নি
(গ) মুতাজিলা
(ঘ) খারেজী
সঠিক উত্তর: (ক) শিয়া
ব্যাখ্যা: বুয়াইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুইয-উদ-দৌলা ১০ মহররম আশুরা উদযাপনের রীতি প্রচলন করেন। তারা শীয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল।

১০৫. সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
(ক) মালিক শাহ
(খ) আলপ আর-সালান
(গ) নিজাম-উল-মুলক
(ঘ) তুঘ্রীল বেগ
সঠিক উত্তর: (ঘ) তুঘ্রীল বেগ
ব্যাখ্যা: সেলজুক বিন তুকাকের নাম অনুসারে এ বংশের নামকরণ হয় সেলজুক বংশ। তুঘ্রীল বেগে সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংগঠন

১০৬. মুসলিম আইনের উৎস কতটি?
(ক) দুইটি
(খ) তিনটি
(গ) চারটি
(ঘ) পাঁচটি
সঠিক উত্তর: (গ) চারটি
ব্যাখ্যা: মুসলিম আইনের উৎস চারটি। ১) আল কুরআন ২) আল হাদিস ৩) ইজমা ৪) কিয়াস।

১০৭. কাদের ইসলামের বিশুদ্ধতাবাদী 'Puritans of Islam' বলা হয়?
(ক) খারেজী
(খ) শিয়া
(গ) মুতাজিলা
(ঘ) মুরজিয়া
সঠিক উত্তর: (ক) খারেজী
ব্যাখ্যা: খারেজীদের মতে গান-বাজনা, মদ্যপান,জুয়া খেলা ধূমপান সবকিছুই মুসলমানদের জন্য হারাম। এজন্যই তাদেরকে ইসলামের বিশুদ্ধতাবাদী 'Puritans of Islam' বলা হয়।

১০৮. ইমাম মালেক (র.) এর গৃহিত নীতি কোনটি?
(ক) কিয়াস
(খ) ইজতেহাদ
(গ) ইসতেহসান
(ঘ) মাসলাহাত (Maslahat)
সঠিক উত্তর: (ঘ) মাসলাহাত (Maslahat)
ব্যাখ্যা: মালেক ইবনে আনাস ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানিফা ইজতেহাদ ও কিয়াসকে প্রাধান্য দিলেও ইমাম মালেক জনহিতকর নীতি বা মাসলাহাত (Maslahat) কে প্রাধান্য দেন।

১০৯. কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে কা'বার দিকে পরিবর্তন হয় কখন?
(ক) ১ম হিজরিতে
(খ) ২য় হিজরিতে
(গ) ৫ম হিজরিতে
(ঘ) ৩য় হিজরিতে
সঠিক উত্তর: (খ) ২য় হিজরিতে
ব্যাখ্যা: মহানবী (স.) ৬২০ সালে মিরাজে গমন করে ৫ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ পান। ইসলামের কিবলা ক'বার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতে হয়। ২য় হিজরীর শাবান মাসে কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে কা'বার দিকে পরিবর্তত হয়।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

১১০. যাকাতের নিসাব?
(ক) ৭.৫ তোলা হীরা
(খ) ৫২.৫ তোলা সোনা
(গ) ৭.৫ তোলা রুপা
(ঘ) ৭.৫ তোলা সোনা
সঠিক উত্তর: (ঘ) ৭.৫ তোলা সোনা
ব্যাখ্যা: ৭.৫ তোলা স্বর্ণ ও ৫২.৫ তোলা রৌপ্য পরিমান সম্পদই যাকাতের নিসাব।
১১১. ইমাম আজম বলা হয় কোন ইমামকে?
(ক) ইমাম আবু হানিফা
(খ) ইমাম মালেক
(গ) ইমাম শাফেয়ী
(ঘ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলী
সঠিক উত্তর: (ক) ইমাম আবু হানিফা
ব্যাখ্যা: হানাফী মাযহাবের প্রবক্তা ইমাম আবু হানিফাকে ইমামে আজম বলা হয়।
১১২. "কিতাব ইখতেলাফ আল হাদিস" গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
(ক) ইমাম আবু হানিফা
(খ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলী
(গ) ইমাম শাফেয়ী
(ঘ) ইমাম মালেকে
সঠিক উত্তর: (গ) ইমাম শাফেয়ী
ব্যাখ্যা: শাফেয়ী মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আল শাফেয়ী "কিতাব ইখতেলাফ আল হাদিস" নামক একটি গ্রন্থে হাদিসের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।
১১৩. পবিত্র কুরআন গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ হয় কত সালে?
(ক) ৬১০ সালে
(খ) ৬২০ সালে
(গ) ৬৩৩ সালে
(ঘ) ৬৫১ সালে
সঠিক উত্তর: (ঘ) ৬৫১ সালে
ব্যাখ্যা: ওসমান (রা.) এর সময় ৬৫১ সালে পবিত্র কুরআন গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ হয়।
১১৪. কোন আব্বাসীয় খলিফা মুতাজিলাকে তাদের রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন?
(ক) হারুন অর রশীদ
(খ) আল মুতাওয়াক্কিল
(গ) আবু জাফর আল মনসুর
(ঘ) আল মামুন
সঠিক উত্তর: (ঘ) আল মামুন
ব্যাখ্যা: আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন মুতাজিলাকে তাদের রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।
115. বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ 'মসনদ' কার রচনা?
(ক) ইমাম আবু হানিফা
(খ) ইমাম মালেক
(গ) ইমাম শাফেয়ী
(ঘ) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল
সঠিক উত্তর: (ঘ) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল
ব্যাখ্যা: হাম্বলি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ বিন হাম্বল। বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ 'মসনদ' যে গ্রন্থে ২৮,০০০ হাদিস সন্নিবেশ করেছিলেন।
116. আশারিয়া মতবাদের প্রবক্তা কে?
(ক) আবুল হাসন আল আশয়ারী
(খ) আবু মুসা আসয়ারী
(গ) হাসান আল বসরী
(ঘ) ওয়াসিল বিন আতা
সঠিক উত্তর: (ক) আবুল হাসন আল আশয়ারী
ব্যাখ্যা: মুতাজিলা মতবাদ হতে আলাদা হয়ে আবুল হাসান আশয়ারির এ মতবাদ প্রচার করেন।
১১৭.) নিচের কোনটিকে 'বিজ্ঞান সম্মত মতবাদ' হিসেবে স্বীকৃত?
(ক) মুরজিয়া
(খ) খারেজী
(গ) মুতাজিলা
(ঘ) আশারিয়া
সঠিক উত্তর: (ঘ) আশারিয়া

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: মুতাজিলা মতবাদ হতে আলাদা হয়ে আবুল হাসান আশয়ারির এ মতবাদ প্রচার করেন। এ মতবাদ কে বিজ্ঞানসম্মত বলা হয়।

১১৮. মুরজিয়াদের মতাদর্শগত অবস্থান কেমন?
(ক) খারেজীদের সমর্থক (খ) শিয়াদের সমর্থক
(গ) মুজাজিলাদের বিরোধী (ঘ) খারেজী ও শিয়ার মধ্যবর্তী
সঠিক উত্তর: (ঘ) খারেজী ও শিয়ার মধ্যবর্তী
ব্যাখ্যা: খারিজি মতবাদ খণ্ডন করতেই মুরজিয়া মতবাদ প্রচার করে। খারেজি ও শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাদের মতবাদের অবস্থান।

১১৯. বিলা কাইফা (Bila kaifa) নীতির প্রবর্তন করেন কে?
(ক) ইমাম আবু হানিফা (খ) ইমাম মালেক
(গ) ইমাম শাফেয়ী (ঘ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল
সঠিক উত্তর: (খ) ইমাম মালেক
ব্যাখ্যা: ইমাম মালেক আল্লাহর মহিমা ও সর্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিনা দ্বিধায় গ্রহন নীতি বা "বিলা কায়েফা" (Bila kaifa) উদ্ভবন করেন।

১২০. মুতাজিলারা কার শিষ্য ছিলেন?
(ক) আবুল হাসান আল আশয়ারী (খ) আবু জার গিফারী
(গ) আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব (ঘ) হাসান আল বসরী
সঠিক উত্তর: (ঘ) হাসান আল বসরী
ব্যাখ্যা: ওয়াসিল বিন আতা মুতাজিলা সম্প্রদায় এবং মতবাদের প্রবক্তা। তিনি বিখ্যাত দার্শনিক হাসান আল বসরীর সান্নিধ্যে ছিলেন।

ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা (৭১২-১২০৬)

১২১. তাবকাত-ই-নাসিরি গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) ইবনে বতুতা (খ) ফেরদৌসি
(গ) ইবনে খালদুন (ঘ) মিনহাজ-উস-সিরাজ
সঠিক উত্তর: (ঘ) মিনহাজ-উস-সিরাজ
ব্যাখ্যা: 'তবাকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থটির রচয়িতা মিনহাজ-ই-সিরাজ। এই গ্রন্থে মুহাম্মদ ঘুরী থেকে ১২৬০ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের বিবরণ রয়েছে।

১২২. সুলতান মাহমুদ মোট কত বার ভারত অভিযান পরিচালনা করেন?
(ক) ১৫ বার (খ) ১৭ বার
(গ) ২১ বার (ঘ) ২৭ বার
সঠিক উত্তর: (খ) ১৭ বার
ব্যাখ্যা: তিনি ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি ১৭ বার ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ১৭ জায়গায় অভিযান পরিচালনা করেন।

১২৩. সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
(ক) সামরিক (খ) অর্থনৈতিক
(গ) ধর্মীয় (ঘ) রাজনৈতিক
সঠিক উত্তর: (খ) অর্থনৈতিক
ব্যাখ্যা: গজনীর রাষ্ট্রীয় কোষাগার তাঁর চাহিদার যোগান দিতে না পারায় বাইরে থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্যই তিনি ১৭ বার ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে আক্রমন করেছেন।

১২৪. সোমনাথ মন্দির বর্তমান ভারতের কোন রাজ্যে ছিল?
(ক) কানৌজ (খ) কাশ্মীর
(গ) উড়িষ্যা (ঘ) গুজরাট

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

সঠিক উত্তর: (ঘ) গুজরাট
ব্যাখ্যা: ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে কাথিওয়ারের (বর্তমান গুজরাট) এর সোমনাথ মন্দিরে অভিযান পরিচালিত হয়।
১২৫. তরাইনের ১ম ও ২য় যুদ্ধ কতসালে সংঘটিত হয়?
(ক) ১১৯১ ও ১০৯২ সালে
(খ) ১০৯১ ও ১১৯২ সালে
(গ) ১০৯১ ও ১০৯২ সালে
(ঘ) ১১৯১ ও ১১৯২ সালে
সঠিক উত্তর: (ঘ) ১১৯১ ও ১১৯২ সালে
ব্যাখ্যা: ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের বাহিনীর কাছে মুহম্মদ ঘুরি পরাজিত হন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের ২য় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের বাহিনী মুহম্মদ ঘুরি কাছে পরাজিত হয়।
১২৬. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে কাশ্মীরের রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ছিলেন?
(ক) কণিস্ক
(খ) দুর্লভ বর্ধন
(গ) চানক্য
(ঘ) ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়
সঠিক উত্তর: (খ) দুর্লভ বর্ধন
ব্যাখ্যা: মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে কাশ্মীরের রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ছিলেন দুর্লভ বর্ধন।
১২৭. বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার ভ্রমন বিষয়ক রচনা কোনটি?
(ক) কিতব উর রেহালা
(খ) ফুতুহা-তুস-সালাতিন
(গ) তারিখ-উল-হিন্দ
(ঘ) তারিখ-ই-ফিরোজশাহী
সঠিক উত্তর: (ক) কিতব উর রেহালা
ব্যাখ্যা: মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ছিলেন ইবনে বতুতা। তার ভ্রমন বিষয়ক একটি পুস্তক রচনা করেন। যার নাম হচ্ছে 'কিতব উর রেহালা'।
১২৮. সিন্ধু বিজয়কে 'নিস্ফলা বিজয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন কে?
(ক) ঈশ্বরী প্রসাদ
(খ) ঈশ্বর টোপ্পয়া
(গ) ফিরিশতা
(ঘ) স্ট্যানলি লেনপুল
সঠিক উত্তর: (ঘ) স্ট্যানলি লেনপুল
ব্যাখ্যা: স্ট্যানলি লেনপুল মন্তব্য করেছেন, "ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান মাত্র, এটি একটি নিস্ফল বিজয়।"
১২৯. পৃথ্বীরাজ চৌহানের রাজধানী কোথায় ছিল?
(ক) কানৌজ
(খ) আজমীর
(গ) দিল্লি
(ঘ) লাহোর
সঠিক উত্তর: (খ) আজমীর
ব্যাখ্যা: মুহম্মদ ঘুরির ভারত আক্রমনের সময় উত্তর ভারতে চৌহান বংশ শাসন করতো। তাদের রাজা ছিল পৃথ্বীরাজ চৌহান। রাজধানী ছিল আজমীর।
১৩০. সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি কে ছিলেন?
(ক) তারিখ বিন যিয়াদ
(খ) মুহম্মদ বিন-কাসিম
(গ) কুতাইবা ইবনে মুসলিম
(ঘ) মুসা বিন নুসায়ের
সঠিক উত্তর: (খ) মুহম্মদ বিন-কাসিম
ব্যাখ্যা: ৭১২ সালে মুহম্মদ বিন-কাসিম রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু বিজয় করেন।

দিল্লি সালতানাত (১২০৬-১৫২৬)

১৩১ কুতুবউদ্দিন আইবেককে লাকস বক্স উপাধিতে ভূষিত করা হয় কেন?
(ক) লাক্সারি জীবন যাপনের জন্য
(খ) অত্যধিক দানশীল হওয়ার জন্য
(গ) অনেক দাস অব মুক্ত করার জন্য
(ঘ) দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার জন্য
সঠিক উত্তর: (খ) অত্যধিক দানশীল হওয়ার জন্য

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: কুতুবউদ্দিন আইবেককে প্রত্যেক দিন লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করতেন। এ জন্য ঐতিহাসিকগণ তাঁকে 'লাখ বকস্' উপাধি প্রদান করেন।

১৩২. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?

(ক) কুতুবউদ্দিন আইবেক (খ) ফিরোজ শাহ তুঘলোক
(গ) আলাউদ্দিন খিলজি (ঘ) শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ

সঠিক উত্তর: (ঘ) শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ

ব্যাখ্যা: শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাব্যতা থেকে ভারতীয় উপমহাদেশকে কৌশলে রক্ষা করে তিনি দিল্লি সালতানাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। এ জন্য তাকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

১৩৩. মামলুক শব্দের অর্থ কি?

(ক) ক্রীতদাস (খ) সওদাগর
(গ) সেনাপতি (ঘ) অভিজাত

সঠিক উত্তর: (ক) ক্রীতদাস

ব্যাখ্যা: মামলুক শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্রীতদাস বা দাস।

১৩৪. দিল্লি সালতানাতে Blood and Iron নীতির প্রবক্তা কে?

(ক) শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (খ) কুতুবউদ্দিন আইবেক
(গ) গিয়াসউদ্দিন বলবন (ঘ) আলাউদ্দিন খিলজি

সঠিক উত্তর: (গ) গিয়াসউদ্দিন বলবন

ব্যাখ্যা: গিয়াসউদ্দিন বলবন সাম্রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিনত্মাবাদ, গোলযোগ ও বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে রক্তপাত ও কঠোরতার নীতি' (Blood and Iron Policy) অবলম্বন করেন।

১৩৫. ভারতের তোতা পাখী বলা হয় কাকে?

(ক) মালিক মুহম্মদ জায়সি (খ) আমির খসরু
(গ) আবুল ফজল (ঘ) জিয়াউদ্দিন বারানী

সঠিক উত্তর: (খ) আমির খসরু

ব্যাখ্যা: আলাউদ্দিন খলজির সভার বিখ্যাত কবি ছিলেন ভারতের তোতা পাখী খ্যাত আমির খসরু।

১৩৬. ইলতুৎমিশ বাগদাদের খলিফার নিকট থেকে সুলতান-উল-আজম খেতাব পান কবে?

(ক) ১২২১ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে

সঠিক উত্তর: (গ) ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে

ব্যাখ্যা: ইলতুৎমিশ ১২২৯ খিস্ট্রাব্দে তিনি বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা আল- মুনতাসিরের কাছ থেকে "সুলতান-উল-আজম" খেতাবলাভ করেন।

১৩৭. নিচের কোন স্থাপত্য কীর্তিটি কুতুবউদ্দিন আইবেক স্থাপন করেন?

(ক) কুতুব মিনার (খ) আড়াই দিনকা ঝোপড়া মসজিদ
(গ) কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ (ঘ) উপরের সব গুলোই

সঠিক উত্তর: (ঘ) উপরের সব গুলোই

ব্যাখ্যা: সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লিতে 'কুয়াত-উল-ইসলাম' এবং আজমীরে 'আড়াই দিন-কা-ঝোপড়া' মসজিদ ও রাজ্য বিজয়ের স্মারক এবং ইসলামের মহিমা বিশ্বজনীনভাবে উপস্থাপনের 'কুতুব মিনার' নির্মাণ আরম্ভ করেন।

১৩৮. কুতুব মিনারের উচ্চতা কত ছিল?

(ক) ২৩৮ ফুট (খ) ২৫০ ফুট
(গ) ২৭০ ফুট (ঘ) ৩০০ ফুট

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৩০০ ফুট

ব্যাখ্যা: ১১৯২ সালে সুলতান কুতুবউদ্দিন ধমর্বেত্তা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে 'কুতুব মিনার' নির্মাণ আরম্ভ করেন। এটি ৭টি স্তরে নির্মিত যার উচ্চতা ছিল ৩০০ ফুট। বর্তমানে এর ২টি স্তর ঝড়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় উচ্চতা ২৩৮ ফুট।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

১৩৯. সুলতান রাজিয়া কে ছিলেন?
(ক) কুতুবউদ্দিনে কন্যা (খ) বাহরামের কন্যা
(গ) রুকনউদ্দিনে কন্যা (ঘ) ইলতুৎমিশের কন্যা
সঠিক উত্তর: (ঘ) ইলতুৎমিশের কন্যা
ব্যাখ্যা: সুলতান ইলতুৎমিশ তাঁর সুযোগ্য কন্যাকে রুকনউদ্দিন ফিরোজের অদক্ষতার জন্য আমির উমারাহগণ দিল্লির সিংহাসনে আমন্ত্রণ জানালে তিনি ১২৩৬ সালে সিংহাসনে আরোহন করেন।
১৪০. মালিক কাফুর কে হাজার দিনারী বলা হয় কেন?
(ক) তিনি হাজার দিনার দান করতেন (খ) তিনি হাজার দিনারের মালিক ছিলেন
(গ) তার মূল্য ছিল হাজার দিন (ঘ) তিনি হাজার দিনার ব্যয় করতেন
সঠিক উত্তর: (গ) তার মূল্য ছিল হাজার দিনার
ব্যাখ্যা: খোজা কাফুরকে নসরাত খান ১০০০ দিনারের বিনিময়ে সুলতানের কাছে বিক্রয় করেন জন্য মালিক কাফুর কে হাজার দিনারী বলা হয়। পরবর্তীতে মালিক কাফুর নামে সেনাপতি ও অমাত্যের পদ অলংকৃত করেন।
১৪১ আলাউদ্দিন খিলজির আমলে কোন স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল?
(ক) আলাই দরওয়াজা (খ) হাউজ খাস
(গ) কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ (ঘ) কুতুব মিনার
সঠিক উত্তর: (ক) আলাই দরওয়াজা
ব্যাখ্যা: আলাউদ্দিন খিলজিকে বিজয়ের জন্য ২য় আলেকজান্ডার বলা হয়। এই বিজয়ের স্বারক হিসেবেই তিনি আলাই দরওয়াজা সহ বেশ কিছু স্থাপত্য নির্মাণ করেন।
১৪২) সুলতান ইলতুৎমিশ কর্তৃক প্রবর্তিত রৌপ্য মুদ্রার নাম কি ছিল?
(ক) ফালুস (খ) দিরহাম
(গ) দিনার (ঘ) রূপাইয়া
সঠিক উত্তর: (ঘ) রূপাইয়া
ব্যাখ্যা: সুলতান ইলতুৎমিশ বেশ কিছু সংস্কার সাধন করেন। সমগ্র রাজ্যকে কতগুলো 'ইকতা' বা প্রদেশে বিভক্ত করে। তিনি 'রূপাইয়া' নামে রৌপ্য মুদ্রা প্রবর্তন করেন।
১৪৩) আলাউদ্দিন খিলজির আমলে দক্ষিণ ভারতে অভিযানের প্রধান লক্ষ্য কী ছিল?
(ক) রাজস্ব সংগ্রহ (খ) ধর্মীয় প্রসার
(গ) সাম্রাজ্য বিস্তার (ঘ) বাণিজ্য সম্প্রসারণ
সঠিক উত্তর: (ক) রাজস্ব সংগ্রহ
ব্যাখ্যা: সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি দক্ষিণ ভারতে অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব সংগ্রহ করা।
১৪৪. আলাউদ্দিন খিলজি কোন সুফির সাধকের পৃষ্ঠপোষকতা করেন?
(ক) খাজা মইনুদ্দিন চিশতি (খ) কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী
(গ) নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (ঘ) শাহ জালাল
সঠিক উত্তর: (গ) নিজাম উদ্দিন আউলিয়া
ব্যাখ্যা: আলাউদ্দিন খিলজি বিখ্যাত সুফি সাধক নিজাম উদ্দিন আউলিয়া ও রুকুনুদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।
১৪৫. আলাউদ্দিন খলজির দরবারের ইতিহাস রচয়িতা কে ছিলেন?
(ক) মিনহাজ-ই-সিরাজ (খ) জিয়াউদ্দিন বারানি
(গ) আমির খসরু (ঘ) আবুল ফজল
সঠিক উত্তর: (খ) জিয়াউদ্দিন বারানি
ব্যাখ্যা: আলাউদ্দিন খলজির দরবারে আমির খসরু, শেখ সাদি, জিয়াউদ্দিন বারাণী, নিজামুদ্দিন আউলিয়া সহ অনেক বিভিন্ন মনিষীর পদাচারণ ঘটেছিল।
14৬. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনারগুলোর মূল ফলাফল কী হয়েছিল?
(ক) সফল হয়েছিল (খ) আংশিক সফল হয়েছিল

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

(গ) পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল (ঘ) দীর্ঘ স্থায়ী হয়েছিল
সঠিক উত্তর: (গ) পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল
ব্যাখ্যা: মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পাঁচটি পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৪৭. ফিরোজ শাহ তুঘলক দাসপ্রথা চালু করেন কেন?
(ক) কৃষির উন্নয়নের জন্য (খ) সাম্রাজ্যের উন্নয়নের জন্য
(গ) নিজের আনুগত্য বৃদ্ধির জন্য (ঘ) প্রশাসনিক কাজে সহায়তা
সঠিক উত্তর: (ঘ) প্রশাসনিক কাজে সহায়তা
ব্যাখ্যা: ফিরোজ শাহ তুঘলক দাসপ্রথা পুন:প্রবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশাসনিক কাজে সহায়তা গ্রহন করা।

১৪৮. উন্মাদ সুলতান বলা হয় কাকে?
(ক) আলাউদ্দিন খিলজি (খ) গিয়াসউদ্দিন তুঘলক
(গ) মুহাম্মদ বিন তুঘলক (ঘ) ফিরোজ শাহ তুঘলক
সঠিক উত্তর: (গ) মুহাম্মদ বিন তুঘলক
ব্যাখ্যা: অপরিনামদর্শী ও উচ্চভিলাষী ৫ টি পরিকল্পনার জন্য ঐতিহাসিকগণ মুহাম্মদ বিন তুঘলককে উন্মাদ শাসক বলে অভিহিত করেন।

১৪৯. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের উদ্দেশ্য কী ছিল?
(ক) রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা (খ) দাক্ষিণাত্যে শাসন সুদৃঢ় করা
(গ) মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধ করা (ঘ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা
সঠিক উত্তর: (খ) দাক্ষিণাত্যে শাসন সুদৃঢ় করা
ব্যাখ্যা: মুহাম্মদ বিন তুঘলক ১৩২৬-২৭ খ্রি. দিল্লি হতে ৭০০ মাইল দূরে অবস্থিত দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তার রাজধানী স্থানান্তরের উদ্দেশ্য ছিল দাক্ষিণাত্যে শাসন সুদৃঢ় করা।

১৫০. ফিরোজ শাহ তুঘলকের আত্মজীবনীস্বরূপ গ্রন্থ কোনটি?
(ক) তুঘলকনামা (খ) তারিখ-ই-ফিরোজশাহী
(গ) ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী (ঘ) সিরাত-ই-ফিরোজ
সঠিক উত্তর: (গ) ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী
ব্যাখ্যা: সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ''ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী' রচনায় করেন।

১৫১. ইবনে বতুতা কোন দেশের পর্যটক ছিলেন?
(ক) চীন দেশীয় পর্যটক (খ) মরক্কোর পযর্টক
(গ) ইতালীর পর্যটক (ঘ) ইংল্যান্ডের পযর্টক
সঠিক উত্তর: (খ) মরক্কোর পযর্টক
ব্যাখ্যা: মরক্কোর মুসলিম পরিব্রাজক ইবনে বতুতা সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন।

১৫২. সুলতানী আমলের দীর্ঘ স্থায়ী শাসক বংশ কোনটি?
(ক) মামলুক (খ) খিলজি
(গ) তুঘলক (ঘ) লোদী
সঠিক উত্তর: (গ) তুঘলক
ব্যাখ্যা: দিল্লি সানতানাতে ৫ টি আলাদা আলাদা রাজবংশ ১৫২৬ খ্রি. পর্যন্ত শাসন করেন।
এই ৫ টি রাজবংশের মধ্যে সবচেয়ে বেশিদিন শাসন করেন তুঘলক বংশ। যারা ১৩২০-১৪১৪ খ্রি.পর্যন্ত মোট ৯৫ বছর শাসন করেন।

১৫৩. তৈমুর লঙ ভারত অভিযান করেন কত সালে?
(ক) ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে
সঠিক উত্তর: (গ) ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: মোঙ্গল নেতা তৈমুর লঙ ১৩৯৮ সালে ভারত অভিযান করে দিল্লি দখল করেন।

১৫৪. সৈয়দ বংশের লোকজন কার বংশধর বলে দাবী করত?

(ক) আলী (রা.) এর (খ) ফাতেমা (রা.) এর
(গ) মুহাম্মদ (স.) এর (ঘ) আবু বকর (রা.) এর

সঠিক উত্তর: (গ) মুহাম্মদ (স.) এর

ব্যাখ্যা: সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান খিজির খান নিজেকে হজরত মুহাম্মদ (স.) এর বংশধর বলে দাবি করতেন।

১৫৫. ফিরোজ শাহ তুঘলক কর কাদের জন্য হ্রাস করেন?

(ক) কৃষকের জন্য (খ) সেনাবাহিনীর জন্য
(গ) আমত্যদের জন্য (ঘ) দাসদের জন্য

সঠিক উত্তর: (ক) কৃষকের জন্য

ব্যাখ্যা: ফিরোজ শাহ তুঘলক ২৩ প্রকার কর রহিত করেন। তার কর হ্রাসের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষকের উন্নয়ন করা।

মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৮৫৮)

১৫৬. বাবরের আত্মজীবনী" তুযুক-ই-বাবরী" কোন ভাষায় লেখা?

(ক) ফারসি (খ) আরবি
(গ) তুর্কি (ঘ) সংস্কৃত

সঠিক উত্তর: (গ) তুর্কি

ব্যাখ্যা: জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরের সাহিত্যানুরাগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তুর্কি ভাষায় রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ’'তুযুক-ই-বাবরী’।

১৫৭. কোন যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর হুমায়ুন চূড়ান্তভাবে সিংহাসন হারান?

(ক) চৌসার (খ) ঘাঘরা
(গ) কানৌজ (ঘ) পানিপথ

সঠিক উত্তর: (গ) কানৌজ

ব্যাখ্যা: ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে কনৌজের নিকটবর্তী বিলগ্রামে মুঘল ও আফগান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত সম্রাট হুমায়ুন এই যুদ্ধেও আফগানদের হাতে পরাজিত হয়ে চূড়ান্তভাবে সিংহাসন হারান।

১৫৮. শেরশাহ শূরের প্রকৃত নাম কী?

(ক) ফরিদ খান (খ) ইব্রাহিম খান
(গ) আলাউদ্দিন খান (ঘ) সিকন্দর খান

সঠিক উত্তর: (ক) ফরিদ খান

ব্যাখ্যা: শেরখানের বাল্য নাম ছিল ফরিদ। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের চৌসার যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরখান ‘শাহ’ (সম্রাট) উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৫৯. 'বাবর' শব্দের অর্থ কি?

(ক) চিতা (খ) সিংহ
(গ) বাঘ (ঘ) পরাক্রমশালী

সঠিক উত্তর: (খ) সিংহ

ব্যাখ্যা: বাবর ১৪৮৩ খিস্ট্রাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্থানের এক ক্ষুদ্র রাজ্য ফারগানায় জন্মগ্রহন করেন। 'বাবর'শব্দের অর্থ সিংহ।

১৬০. আকবর ইবাদতখানা স্থাপন করেন কোথায়?

(ক) আগ্রায় (খ) ফতেহপুর সিক্রিতে
(গ) দিল্লিতে (ঘ) লাহোর

সঠিক উত্তর: (খ) ফতেহপুর সিক্রিতে

ব্যাখ্যা: ১৫৭৫ খ্রি. সকল ধর্মের সার আহরণের জন্য ফতেপুর সিক্রীতে ‘ইবাদত খানা' নির্মাণ করেন।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

১৬১. 'সড়ক ই আজম' অন্য কোন নামে পরিচিত ছিল?

(ক) এক্সপ্রেসওয়ে (খ) মহাসড়ক

(গ) গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড (ঘ) হাইওয়ে

সঠিক উত্তর: (গ) গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড

ব্যাখ্যা: শেরশাহ নির্মিত সড়কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল 'গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড'। সড়ক ই আজম ' এর অন্য নাম ছিল "গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড"।

১৬২. 'পানিপথ' বর্তমান ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত?

(ক) তেলেঙ্গানা (খ) উত্তর প্রদেশ

(গ) হরিয়ানা (ঘ) পাঞ্জাব

সঠিক উত্তর: (গ) হরিয়ানা

ব্যাখ্যা: পানিপথ বর্তমান ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার উত্তরে হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত।

১৬৩. 'আইন-ই-আকবরী' কোন গ্রন্থটি কে রচনা করেন?

(ক) আবুল ফজল (খ) মানসিংহ

(গ) টোডরমল (ঘ) বীরবল

সঠিক উত্তর: (ক) আবুল ফজল

ব্যাখ্যা: সম্রাট আকবর শুধুমাত্র ভারতের ইতিহাসে নয় সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে ছিলেন একজন স্মরণীয় শাসক। তার সভাকবি আবুল ফজল আকবরনামা রচনা করেন।

১৬৪. আকবরের শৈশবের অভিভাবক কে ছিলেন?

(ক) বৈরাম খান (খ) আবুল ফজল

(গ) আ. রহিম খান ই খানান (ঘ) কামরান

সঠিক উত্তর: (ক) বৈরাম খান

ব্যাখ্যা: বৈরাম খানের অভিভাবকত্বে আকবর ১৫৫৬-৬০ সাল পর্যন্ত শাসন কার্য পরিচালনা করেন।

১৬৫. গৌড়কে 'জান্নাতাবাদ' নামে আখ্যায়িত করেন কোন সম্রট?

(ক) সম্রাট বাবর (খ) সম্রাট হুমায়ুন

(গ) সম্রাট আকবর (ঘ) সম্রাট জাহঙ্গীর

সঠিক উত্তর: (খ) সম্রাট হুমায়ুন

ব্যাখ্যা: সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৮ খিস্ট্রাব্দের জুলাই মাসে তিনি সসৈন্যে গৌড়ে প্রবেশ করেন। গৌড়ের মনোরম আবহাওয়া হুমায়ুনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। তিনি প্রীত হয়ে এর নাম রাখেন জান্নাতাবাদ।

১৬৬. আকবরের ধর্মনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল কোনটি?

(ক) শিয়া নীতি (খ) সুন্নি নীতি

(গ) সুলহ-ই-কুল (ঘ) রাজপুত পুনর্বাসন

সঠিক উত্তর: (গ) সুলহ-ই-কুল

ব্যাখ্যা: সম্রাট আকবর সকল ধর্মের দ্বন্দ্বকে একপাশে রেখে ভাল দিকগুলো একত্রিত করে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। ধর্মনীতির মূল কথাই ছিল পরধর্ম সহিঞ্চুতা বা "সুলহ-ই-কুল"।

১৬৭. দিন-ই-ইলাহি প্রবর্তিত হয়েছিল কত সালে?

(ক) ১৫৫৬ (খ) ১৫৭৫

(গ) ১৫৮০ (ঘ) ১৫৮২

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১৫৮২

ব্যাখ্যা: সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রি দ্বীন-ই-ইলাহী নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন।

১৬৮. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬) আকবর কার কার মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল?

(ক) বাবর ও ইব্রাহীম লোদি (খ) আকবর ও রাজপুত

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

(গ) বৈরাম খান ও হিমু (ঘ) আহমদ শাহ আবদালি ও মারাঠ

সঠিক উত্তর: (গ) বৈরাম খান ও হিমু

ব্যাখ্যা: বৈরাম খানের নেতৃত্ব ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর পানিপথের ২য় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করেন।

১৬৯. রাজমহলের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?

(ক) ১৫৫৬ সালে (খ) ১৫৪০ সালে

(গ) ১৫৭৬ সালে (ঘ) ১৬১০ সালে

সঠিক উত্তর: (গ) ১৫৭৬ সালে

ব্যাখ্যা: মুনিম খাঁ ও টোডরমল ১৫৭৬ খ্রি. রাজমহলের যুদ্ধে দাউদকে পরাজিত করে। ফলে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭০. সম্রাট আকবর বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করেন কেন?

(ক) খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য (খ) নতুন পঞ্জিকাবর্ষের প্রবর্তন কারী হওয়ার জন্য

(গ) বাংলার প্রতি ভালোবাসার জন্য (ঘ) বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে

সঠিক উত্তর: (ক) খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য

ব্যাখ্যা: তিনি বেশ কিছু সংস্কার সাধন করেন তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করা। বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করেন খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য।

১৭১. শেরশাহ 'ঘোড়ার ডাক' এর প্রবর্তন করেন কেন?

(ক) অশ্বারোহী বাহিনীর উন্নতির জন্য (খ) মানুষের সচেতনতার জন্য

(গ) সাম্রাজ্যের উন্নয়নের জন্য (ঘ) দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের জন্য

সঠিক উত্তর: (ঘ) দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের জন্য

ব্যাখ্যা: শেরশাহ দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য 'ঘোড়ার ডাক'এর প্রচলন করেন।

১৭২. 'হুমায়ুন' অর্থ কি?

(ক) সৌভাগ্যবান (খ) মন্দ ভাগ্য

(গ) বিজয়ী (ঘ) পরাক্রমশালী

সঠিক উত্তর: (ক) সৌভাগ্যবান

ব্যাখ্যা: বাবরের মৃত্যুর পর ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে ডিসেম্বর মাত্র ২৩ বছর বয়সে পিতৃ মনোনয়ন অনুসারে হুমায়ুন 'নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন' নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুন অর্থ সৌভাগ্যবান। কিন্তু সারা জীবনে তিনি তেমন সৌভাগ্যের দেখা পাননি!

১৭৩. সম্রাট আকবর কত সালে মনসবদারি প্রথা চালু করেন?

(ক) ১৫৫৬ সালে (খ) ১৫৬০ সালে

(গ) ১৫৭৭ সালে (ঘ) ১৫৮০ সালে

সঠিক উত্তর: (গ) ১৫৭৭ সালে

ব্যাখ্যা: 'মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা পদমর্যাদা। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে মনসবদারী প্রথায় দশ হাজারি পদ থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে দশজন সৈন্য সংরক্ষণের বিধান ছিল।

১৭৪. কোন ইরানি শাসকের সাহায্যে হুমায়ুন পুনরায় সিংহাসন লাভ করেন?

(ক) শাহ তাহমাসপ (খ) শাহ আব্বাস

(গ) রেজা শাহ (ঘ) আহমদ শাহ

সঠিক উত্তর: (ক) শাহ তাহমাসপ

ব্যাখ্যা: শের শাহের কাছে পরাজয়ের পর হুমায়ুন পারস্যের শাসক শাহ তাহমাসপের রাজ দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। দীর্ঘ ১৫ বছর পর শিয়া মতবাদ গ্রহন ও কান্দাহার দেয়ার বিনিময়ে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন শাহ তাহমাসপের সহায়তায় মুঘল সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

১৭৫. কোন সম্রাটের সময় নাদির শাহ দিল্লি আক্রমণ করে?

(ক) ফাররুখসিয়ার (খ) মুহাম্মদ শাহ

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

(গ) জাহান্দার শাহ (ঘ) শাহ আলম

সঠিক উত্তর: (খ) মুহাম্মদ শাহ

ব্যাখ্যা: পারস্যের শাসক নাদির শাহ ১৭৩৯ সালে মুহাম্মদ শাহের সময় কান্দাহার থেকে মুঘল সাম্রাজ্যে আক্রমণ করেন। নাদির শাহ কোহিনূর হীরা ও ময়ুর সিংহাসন পারস্যে নিয়ে যান।

১৭৬. জাহাঙ্গীরের "দস্তুর-উল-আমল"এ নামে কয়টি আইন ছিল?

(ক) ১১ টি (খ) ১২ টি

(গ) ১৩ টি (ঘ) ১৪ টি

সঠিক উত্তর: (খ) ১২ টি

ব্যাখ্যা: সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর পিতার সময়ের বেশকিছু নির্যাতনমূলক আইন বাতিল করেন। 'দস্তুর-উল-আমল' নামে ১২টি আইন প্রণয়ণ করে দয়া ও উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

১৭৭. তাজমহল নিমার্ণে কত বছর সময় লেগেছিলো?

(ক) ২০ বছর (খ) ২১ বছর

(গ) ২২ বছর (ঘ) ২৩ বছর

সঠিক উত্তর: (গ) ২২ বছর

ব্যাখ্যা: সম্রাট শাহজাহান যমুনা নদীর তীরে তার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য তাজমহল নির্মাণ করেন। বিশ হাজার দক্ষ শিল্পী ও কারিগর সুদীর্ঘ ২২ বছর (১৬৩২-৫৩) যাবৎ এই সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন । প্রধান স্থাপতি ছিলেন ইসফানদিয়ার রুমী ও মাস্টার ঈসা।

১৭৮. মুঘল বংশে মোট কতজন শাসক ছিলেন?

(ক) ১৭ জন (খ) ১৮ জন

(গ) ১৯ জন (ঘ) ২০ জন

সঠিক উত্তর: (ক) ১৭ জন

ব্যাখ্যা: ১৫২৬ খ্রি. থেকে ১৮৫৮ খ্রি. পর্যন্ত স্থায়ী মুঘল বংশে ১৭ জন সম্রাটের মধ্যে ১ম দিকের ৬ জন স্বীয় প্রভাব নিয়ে শাসন করেন।

১৭৯. সবর্শেষ মুঘল শাসক কে ছিলেন?

(ক) ২য় বাহাদুর শাহ (খ) ২য় আকবর

(গ) ২য় আলমগির (ঘ) ২য় শাহ আলম

সঠিক উত্তর: (ক) ২য় বাহাদুর শাহ

ব্যাখ্যা: মুঘল বংশের সবর্শেষ শাসক ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। ১৮৫৭ সালে ইংরেজ শাসন বিরোধী সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার জন্য তাকে দায়ী করে ইংরেজরা এবং রেঙ্গুনে (ইয়াংগুন) নির্বাসন দেয়।

১৮০. 'জিন্দা পীর' নামে ডাকা হয় কোন সম্রাটকে?

(ক) বাবরকে (খ) আকবরকে

(গ) শাহজাহানকে (ঘ) আওরঙ্গজেবকে

সঠিক উত্তর: (ঘ) আওরঙ্গজেবকে

ব্যাখ্যা: রাজদরবারের মদ্যপান, সংগীত, নৃত্যকলা প্রদর্শন, ঝরোকা দর্শন, ব্যয় বহুল নওরোজ উৎসব ও বিলাসীতাকে ইসলামের পরিপন্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। এ জন্য সুন্নী মুসলমান প্রজাগণ আওরঙ্গজেবকে 'জিন্দাপীর' বলে মনে করতেন।

১৮১. মোগল প্রশাসন ব্যবস্থায় সম্রাটের পরের স্থান ছিল কার?

(ক) কাজী-উল-কুজ্জাত (খ) উজির

(গ) দিউয়ান (ঘ) মীর বকসী

সঠিক উত্তর: (খ) উজির

ব্যাখ্যা: সম্রাটের পরেই প্রধানমন্ত্রী বা উজির পদাধিকারী ব্যক্তি ছিলেন ক্ষমতার অধিকারী ।

১৮২) মোগল যুগর সমাজ ব্যবস্থা কত শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল?

(ক) দুই (খ) তিন

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

(গ) চার (ঘ) পাঁচ

সঠিক উত্তর: (খ) তিন

ব্যাখ্যা: মুঘল সমাজব্যবস্থা মূলত ৩টি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। সমাজে সম্রাটের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তাঁর নিচেই অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থান ছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের পরেই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থান। দোকানদার, ব্যবসায়ী, বণিক, মহাজন প্রভৃতি ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। সবর্শেষ স্তর ছিল নিম্ন শ্রেণি। এরা ছিল কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, দাস ও সেবক ইত্যাদি।

১৮২. মসলিন বস্ত্র ভারত বর্ষের কোথায় উৎপাদিত হতো?

(ক) মাদ্রাজে (খ) বাংলায়

(গ) বিহারে (ঘ) উড়িষ্যায়

সঠিক উত্তর: (খ) বাংলায়

ব্যাখ্যা: আগ্রা, লাহোর ও বাংলা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে সুনাম লাভ করে। এই সময় সুতিবকাপড়, চিনি, চাল, গম ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হত। কার্পাস, তামাক, নীল ও পশম উৎপন্ন হত। ঢাকার মসলিন ছিল এই সময়ে জগৎ বিখ্যাত।

১৮৩. আওরঙ্গজেব কত বছর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেন?

(ক) ২২ বছর (খ) ২৫ বছর

(গ) ২৭ বছর (ঘ) ২৯ বছর

সঠিক উত্তর: (খ) ২৫ বছর

ব্যাখ্যা: ১৬৮৭ থেকে ১৭০৭ খিস্ট্রাব্দ পর্যন্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব শম্ভজী ও অন্যান্য মারাঠা নেতার ক্ষমতা ধ্বংস সাধন করেন। আওরঙ্গজেব দীর্ঘ ২৫ বছর (১৬৮২-১৭০৭ খ্রি.) দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেছিলেন।

১৮৪. উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে শাহজাহানের কন্যা রওশনারা তাঁর কোন ভ্রাতাকে সমর্থন করেছিলেন?

(ক) আওরঙ্গজেব (খ) মুরাদ

(গ) সুজা (ঘ) দারা

সঠিক উত্তর: (ক) আওরঙ্গজেব

ব্যাখ্যা: দরবারের রাজনীতিতে বিশেষত উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সময় শাহজাহানের দুই কন্যার ভূমিকা লক্ষণীয়। জাহানারা পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারার পক্ষ নেন এবং রওশনারা আওরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করেন।

১৮৫. মুঘল আমলে 'পরগনাহ' প্রধানকে কি বলা হতো?

(ক) সুবাদার (খ) শিকদার

(গ) ফৌজদার (ঘ) দিউয়ান

সঠিক উত্তর: (খ) শিকদার

ব্যাখ্যা: মোগল আমলে প্রতিটি প্রদেশ কয়েকটি সরকার বা জেলায় বিভক্ত ছিল। প্রতিটি সরকার কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত ছিল। শিকদার ছিলেন পরগণার প্রধান নির্বাহীকর্তা।

১৮৬. নূরজাহানের আসল নাম কি?

(ক) আরজুমান্দবানু (খ) যোধাবাঈ

(গ) সালিমা বেগম (ঘ) মেহের উন নিসা

সঠিক উত্তর: (ঘ) মেহের উন নিসা

ব্যাখ্যা: নূরজাহানের প্রকৃত নাম মেহের-উন-নিসা। তিনি ছিলেন ইরানের ইস্পাহান হতে আগত মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা ও পারসিক যুবক আলীকুলি খানের স্ত্রী। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট মেহের উন নিসাকে বিবাহ করেন এবং তার উপাধি দেন 'নূর মহল' (প্রাসাদের আলো) ও পরে নূরজাহান (পৃথিবীর আলো) ।

১৮৭. ১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কার কার মধ্যে হয়েছিল?

(ক) মারাঠা ও শাসক আহমদ শাহ আবদালী (খ) মুঘল ও মারাঠা

(গ) শিখ ও আফগান (ঘ) ইংরেজ ও মুঘল

সঠিক উত্তর: (ক) মারাঠা ও শাসক আহমদ শাহ আবদালী

ব্যাখ্যা: আফগানিস্তানের শাসক আহমদ শাহ আবদালী নয়বার ভারত আক্রমণ করে মুঘল সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ মারাঠা ও আফগান নেতা আহমদ শাহ আবদালীর মধ্যে হয়েছিল।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

১৮৮. কত খ্রিস্টাব্দে মোগল শাসনের চির অবসান ঘটে?
(ক) ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে
সঠিক উত্তর: (গ) ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে
ব্যাখ্যা: ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে জহিরউদ্দিন বাবর কতৃর্ক ভারতবর্ষে মোগল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৮ সালে শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর ইংরেজ কর্তৃক নির্বাসিত হলে মোগল শাসনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি হয়।
১৮৯. মোগল আমলের রাষ্ট্র ভাষা ছিল কী?
(ক) ফার্সি (খ) আরবি
(গ) উর্দু (ঘ) বাংলা
সঠিক উত্তর: (ক) ফার্সি
ব্যাখ্যা: মোগল আমলে রাষ্ট্র ভাষা ছিল ফার্সি।
১৯০. সম্রাট শাহজাহান নির্মিত "শাহজাহানাবাদ" নগরের বতর্মান নাম কী?
(ক) আহমেদাবাদ (খ) ফিরোজাবাদ
(গ) নতুন দিল্লি (ঘ) গুজরাট
সঠিক উত্তর: (গ) নতুন দিল্লি।
ব্যাখ্যা: শাহজাহান ১৬৩৮ খ্রি. রাজধানী আগ্রা হতে দিল্লিতে স্থানান্তর করেন এবং নতুন নগরীর নাম দেন শাহজাহানাবাদ। 'শাহজাহানাবাদ' নগরের বতর্মান নাম নতুন দিল্লি।

ইউরোপীয়দের প্রভাব বিস্তার (১৬০০-১৮৫৮)

১৯১. কে সর্বপ্রথম রাজা প্রথম জেমসের চিঠি নিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন?
(ক) ক্যাপ্টেন হকিন্স (খ) স্যার টমাস রো
(গ) এডওয়ার্ডস (ঘ) উইলিয়াম কেরী
সঠিক উত্তর: (ক) ক্যাপ্টেন হকিন্স
ব্যাখ্যা: সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে ইংরেজরা ভারতে বাণিজ্য করতে আসে। ১৬০৮ সালে ক্যাপ্টেন হকিংস রাজা প্রথম জেমসের অনুরোধ পত্র নিয়ে তাঁর দরবারে আসেন।
১৯২. ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাংলায় প্রথম এসেছিল কারা?
(ক) ইংরেজরা (খ) ফরাসিরা
(গ) পর্তুগিজরা (ঘ) দিনেমাররা
সঠিক উত্তর: (গ) পর্তুগিজরা
ব্যাখ্যা: আলবুকার্ক উপমহাদেশে পর্তুগিজ-শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বাংলার হুগলী বন্দরে তাঁদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। পর্তুগিজরা বাংলাদেশের চট্টগ্রামেও বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে এবং কুঠিগুলোকে দুর্গে পরিণত করে।
১৯৩. সিরাজ উদ্দৌলা কত বছর বয়সে মসনদে বসেন?
(ক) ১৭ বছর (খ) ২১ বছর
(গ) ২৩ বছর (ঘ) ২৫ বছর
সঠিক উত্তর: (গ) ২৩ বছর
ব্যাখ্যা: আলীবর্দী খানের কোনো পুত্র ছিল না ১৭৫৬ খিস্ট্রাব্দে নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু হলে সিরাজউদ্দৌলা ২৩ বছর বয়সে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ।
১৯৪. কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠা হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
(ক) ১৬০০ খ্রি. (খ) ১৬৩০ খ্রি.
(গ) ১৬৬০ খ্রি. (ঘ) ১৬৯০ খ্রি.
সঠিক উত্তর: (ঘ) ১৬৯০ খ্রি.
ব্যাখ্যা: জব চার্নক নামক একজন দূরদর্শী ইংরেজ কর্মকর্তা ১৬৯০ খ্রি. কলিকাতার সুতানটিতে ফিরে এসে কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now GET IT ON Google Play Download on the App Store Get it from Microsoft Download on the Mac App Store livemcq.com 01701377322

১৯৫. সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন কে?
(ক) ডালহৌসি
(খ) ক্যানিং
(গ) ওয়েলেসলি
(ঘ) কার্জন
সঠিক উত্তর: (খ) ক্যানিং
ব্যাখ্যা: ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন মঙ্গল পান্ডে নামে এক সিপাহী। এ সময় ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানিং।
১৯৬. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
(ক) ১৬০০ খ্রি.
(খ) ১৬০১ খ্রি.
(গ) ১৬০২ খ্রি.
(ঘ) ১৬০৩ খ্রি.
সঠিক উত্তর: (ক) ১৬০০ খ্রি.
ব্যাখ্যা: ১৬০০ খ্রি. ইংরেজ বণিকরা প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করার জন্যে গঠন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।
১৯৭. এলাহাবাদ চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
(ক) ১৭৫৭ খ্রি.
(খ) ১৭৬৫ খ্রি.
(গ) ১৭৭০ খ্রি.
(ঘ) ১৭৭৩ খ্রি.
সঠিক উত্তর: (খ) ১৭৬৫ খ্রি.
ব্যাখ্যা: ক্লাইভ বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে সম্রাটের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি প্রার্থনা করেন। সম্রাট শাহ আলম বিনা দ্বিধায় ক্লাইভের প্রস্তাবে রাজি হলে উভয়ের সম্মতিতে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট এলাহাবাদে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
১৯৮. বক্সারের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়?
(ক) ১৭৫৭ খ্রি.
(খ) ১৭৬০ খ্রি.
(গ) ১৭৬৪ খ্রি.
(ঘ) ১৮৫৭ খ্রি.
সঠিক উত্তর: (গ) ১৭৬৪ খ্রি.
ব্যাখ্যা: ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর বক্সার নামক স্থানে ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মনরো ও সম্মিলিত বাহিনীর ঘোরতর লড়াইয়ে হয়। মীর কাশিম ও তাঁর মিত্ররা এ যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন।
১৯৯. মীরকাশিম তার রাজধানী কোথায় স্থানান্তর করেন?
(ক) বিহারে
(খ) মুঙ্গেরে
(গ) ঢাকায়
(ঘ) কলকাতায়
সঠিক উত্তর: (খ) মুঙ্গেরে
ব্যাখ্যা: মীর কাশিম ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন।
২০০. এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে মিশ্রিত ছিল?
(ক) গরু ও শেয়ালের চর্বি
(খ) মহিষ ও শুকরের চর্বি
(গ) গরু ও খাসীর চর্বি
(ঘ) গরু ও শুকরের চর্বি
সঠিক উত্তর: (ঘ) গরু ও শুকরের চর্বি
ব্যাখ্যা: হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হয়। গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি ব্যবহার করা হচ্ছে। আরও প্রচার করা হয় যে ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্ম নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

Wishing all of you the best outcome..........

THANKS

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322